চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 270 Wednesday, 30 August, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ২৭০ সংখ্যা ✱ ১২ ভাদ্র, ১৪৩০, বুধবার, ৩০ আগস্ট, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

২০২০ সালে শুভ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ঘটনায় একটি বেসরকারি নার্সিং হোমকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছিল রাজ্য স্বাস্থ্য কমিশন। ...*বিস্তারিত পাতা ৩*

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নিমতৌড়িতে জেলা শাসকের দপ্তরে মঙ্গলবার আয়োজন করা হয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যু বার্ষিকী দিবস। ...*বিস্তারিত পাতা ৫*

মানচিত্র প্রকশ করে ফের ভারতীয় ভুখণ্ডকে নিজেদের অংশ বলে দাবি করল চিন। ‘স্ট্যান্ডার্ড ম্যাপ’-এর ২০২৩ এর নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছে চিন। ...*বিস্তারিত পাতা ৬*

দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা ধারাভাষ্যকার সঞ্জয় মঞ্জরেকর বিশেষ পরামর্শ দিলেন সূর্যকে। টেকনিকে সামান্য বদলেই মিলতে পারে সাফল্য। ...*বিস্তারিত পাতা ৮*

বিধানসভায় আলোচনার পরই ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস’ নিয়ে সিদ্ধান্ত

সর্বদলীয় বৈঠকে বাম-কংগ্রেসকে বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্টঃ কবে পালিত হবে ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস? এই বিষয়ে ঐকমত্য হতে মঙ্গলবার বিকেলে নবান্ন সভাঘরে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছিল রাজ্য। বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল জয় গোস্বামী, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি, সুবোধ সরকারের মতো বিশিষ্টজনেদেরও। কিন্তু, সর্বদলীয় বৈঠক আদতে যাঁদের জন্য ডাকা, সেই বিরোধীদের একটা বড় অংশই উপস্থিত থাকলেন না এদিনের বৈঠকে। যা নিয়ে খানিক ক্ষুণ্ণ মমতাকে বলতে শোনা গেল, ‘আমাকে আপনাদের পছন্দ হতে পারে, নাও হতে পারে। আমি যখন ইন্ডিয়া টিমে আছি, তাঁদের ডাকে আমি যাই, তখন আমি কিন্তু বাম-কংগ্রেসের বিপক্ষে কিছু বলি না। তবু তাঁরা আসেনি।’’ এতদিন, বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে মুখ খুললেই বাম-কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একের পর এক তোপ দাগতে দেখা যেত তৃণমূলনেত্রীকে। এখন অবশ্য রাজনীতির সমীকরণ অনেকটাই বদলেছে। মমতা-ইয়েচুরি-সেনিয়া এখন ‘ঘোষিত বন্ধু’। চব্বিশে বিজেপি-কে ধরাশায়ী করতে যে বিরোধী মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে, তিনজনেই সেই ‘ইন্ডিয়া’র সদস্য। যে কারণেই সম্ভবত চলতি বছরের ২১ জুলাইয়ের মঞ্চেও মমতাকে বিশেষ বাম বিরোধিতা করতে দেখা যায়নি। অধীর চৌধুরীদের জন্য তো তিনি একটা শব্দ পর্যন্ত খরচ করেননি সেদিন। সেই বাম-কংগ্রেসই কিন্তু এবার অনুপস্থিত রইল মমতার ডাকা বৈঠকে। এদিন বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ নবান্নের সভাঘরে এই সর্বদলীয় বৈঠক আয়োজন করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বৈঠক চলাকালীন নিজেই জানান, ‘‘মোটামুটি সব পার্টিকে জানিয়েছিলাম, যাঁরা বাংলায় আছে। পলিটিক্যাল পার্টি-র মধ্য এসইউসিআই এসেছে.. দীপঙ্কর দা-র পার্টি লিব্রারেশন এসেছে।’’ তবে, এদিনের বৈঠক বয়কট করেছে বাম-কংগ্রেস। গত ২০ জুন, ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস’ পালন করা হয়েছিল রাজভবনের তরফে। যে দিন নিয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল রাজ্য। প্রকাশ্যেই এ নিয়ে মুখ খুলেছিলেন রাজ্যের একাধিক নেতামন্ত্রী। এদিন সেই প্রসঙ্গে তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘সিপিএম, সিপিআই-এর বক্তব্য যে, এখন এই বৈঠক ডাকার কারণ কী! প্রতিষ্ঠা দিবসের বিষয়ে উৎসাহ এই কারণেই যে, বিজেপি একটা দিনকে বাংলার প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে পালন করতে চাইছে। রাজভবনে এই দিনটা পালনও করা হয়েছিল।’’ মমতা জানান, এ বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে চিঠি পাঠিয়েছেন তাঁরা। তাঁর কথায়, ‘‘আপনারাই বলুন, আমাদের এখানে এমন কোনও দিবস কী-এর আগে আমরা পালন করেছি। এখন যদি এর প্রতিবাদ না করি, তাহলে ওই বেআইনি দিনটাই আইনি হয়ে যাবে। বিজেপি যে আমাকে চিঠি দেবে জানতাম।’’ আগামী সপ্তাহে এই ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবসের’ দিনক্ষণ নিয়ে বিধানসভা অধিবেশনেও আলোচনা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। এদিন অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি এ বিষয়ে এখনও কিছু জানেন না। পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসাবে কোন ‘দিন’টি পালন করা যায, তা নিয়ে আলোচনার জন্যই এদিনের বৈঠক ডেকেছেন বলে জানান মমতা। পাশাপাশি, উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যেই তিনি বলেন, ‘‘আমি নিজে কোনও সিদ্ধান্ত নিচ্ছি না। সিদ্ধান্তটা ওপেন আছে।’’

পরিযায়ী শ্রমিকরা বেশি টাকা পাওয়ার জন্য বাইরে যাচ্ছেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্টঃ মিজোরামে কাজ করতে গিয়ে সেতু বিপর্যয়ে মৃত্যু হয়েছে মালদার ২৪ জন পরিযায়ী শ্রমিকের। গতকাল অসমে আরও একজন বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর খবর এসেছে। আর এসবের মধ্যেই পরিযায়ী শ্রমিক ইস্যুতে আবার মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, ‘‘পরিযায়ী শ্রমিকরা বেশি টাকা পাওয়ার জন্য বাইরে যাচ্ছেন কাজ করতে। আর ফিরছেন মৃতদেহ হয়ে। কী দরকার (বাইরের রাজ্যে যাওয়ার)?’’ বাংলায় যে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের কাজ করার জন্য যথেষ্ট ভাল পরিবেশ রয়েছে, সেই কথাও বললেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গের মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির মিলন উৎসবে বক্তব্য রাখছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তখন তিনি মিষ্টির ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে বলেন, যাতে তাঁরা নিজেদের কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা স্কিমগুলিতে নাম নথিভুক্ত করানোর ব্যবস্থা করে দেন। এতে ওই কর্মচারীরা সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাবেন। সেই বিষয়ে কথা বলার সময়েই মুখ্যমন্ত্রী এদিন ফের একবার বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যুর কথা তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ‘‘আমাদের এখানে রাজস্থান, বিহার, উত্তর প্রদেশের লোকেরা এসে কাজ করছেন। তাঁদের তো আমরা নিজেদের মতো করে দেখি। কোনও বিপদ হয় না। অথচ আমাদের লোকেরা যাঁরা যান, তাঁদের মৃতদেহ নিয়ে ফিরে আসতে হয়। তারপর তাঁদের পরিবারকে যে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে হয়, সেই টাকা তো আপনাদের দিলে, আপানারাই তো এখানে ভাল কাজ করতে পারেন।’’ এদিন মুখ্যমন্ত্রী মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে বলেন যাতে তাঁরা নিজেদের ঘরের সন্তানদের বাইরে যাওয়ার বদলে বাংলায় থেকেই কাজ করতে উৎসাহিত করেন। বললেন, ‘‘নিজেদের ছেলেমেয়েদের বলুন বাইরে না গিয়ে ব্যবসাকে কীভাবে আধুনিকতার ছোঁয়া দিতে পারে, সেটা দেখতে।’’ এদিন মিষ্টি নিয়ে অনুষ্ঠানে ৪টি মিষ্টি হাব তৈরির কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘‘১০ কোটি মানুষ মিষ্টি খায়। এমন কেউ নেই যে মিষ্টি খান না। তাই তাঁদের কথা ভেবেই, কলকাতায় ৪টি মিষ্টি হাব তৈরি করা হবে।’’ তিনি বলেন, ‘‘কলকাতায় অনেকে বসে চাকরি, চাকরি বলে চিৎকার করে দাবি

করে। সবাই নয় অনেকে। তাঁদের সঙ্গে গ্রামের মাটির যোগাযোগ নেই। তাঁরা জানেন না চাকরি হয় মাটি থেকে। প্রায় দেড় কোটি মানুষ চাকরি করতে পারবে তাতে। এখন তো ইউটিউবে নানা জিনিস চলে। এবার আপনারাও ইউটিউবে প্রচার করুন।’’ তাঁর কথায়, ‘‘আমি বীরভূমের মেয়ে বলে রামপুরহাটের মিষ্টি নিয়ে আসে অনেকে। ওদের আবার ভরাট মিষ্টি। খেতে ভাললাগে। কালোজাম ও ছানাপোড়া খেতে ভাললাগে। বোঁদে, গুজিয়া এগুলো বেশি বানান। মিষ্টি তৈরির লোক অনেক কমে গেছে। আগে ওদের অনেক কর্মচারী ছিল, এখন কমে গেছে। মিষ্টি হালকা করতে হবে। প্রয়োজনে আমাকে দেখিয়ে নেবেন। অনেকে আমাকে কুসা করে সারাদিন। আমি বলব ছোট ছোট কাজ ভীষণ কাজে লাগে। মিষ্টির নামই হল মিষ্টি।’’ এই দিনের অনুষ্ঠান তিনি আরও বলেন, ‘‘কলকাতায় ফুড কোর্ট, স্টল, প্যাকেজিং এমএসএমই করে দেবে। মিষ্টি হাবের বিপরীতে ২০ একর জমি দেব। এক টাকায় দেব। এটা ক্যাবিনেটে নিয়ে আসা হবে। নামকরণ হবে নবান্নের সঙ্গে মিলিয়ে মিষ্টান্ন। আমি একা নই। আপনাদের নিয়েই আমি, আমরা। সব জেলা থেকে মিষ্টি নিয়ে আসতে হবে যাদের অর্থনৈতিকভাবে অসুবিধা আছে, তাঁরা আবেদন করবেন। ইউনেস্কো বাংলাকে পর্যটন ক্ষেত্র বলছে। দার্জিলিং আর কালিম্পংয়ে মিষ্টির দোকান বাড়ান। জন্মদিনে কেক কাটে সবাই। এবার থেকে আপনারা পায়েস কেক বানান। আরও বেশি করে ব্যবসা বাড়ান। আমি চাই বাংলার সব মিষ্টি জিআই পাক।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘মানসিকভাবে মিষ্টির মতো কথা, ভাষা, চেহারা যেন হয় আমরা সবাই চাই। মিষ্টির ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছি। রসগোল্লা, সন্দেশ, রাবড়ি, কালোজাম, জলভরা অনেক মিষ্টির কথা জানি। মালদহে গিয়ে আমি মিষ্টি হাবের কথা বলেছিলাম। আমরা একাধিক মিষ্টিতে জিআই মার্ক পেয়েছি। বসিরহাটে একটি মিষ্টি হাব করছি। চন্দননগরের জলভরাকে প্রমোট করতে মিষ্টি হাব হবে। এছাড়া কলকাতায় একটা হাব হচ্ছে। মৌলালি ট্রাম ডিপোর কাছে, সিটিসি বিল্ডিংয়ের এক তলা জুড়ে হবে। এইসব হাবে মিষ্টি প্রমোট করা হবে।’’

নজরে লোকসভা, ভোটার তালিকা তৈরি নিয়ে বঙ্গ বিজেপিকে নির্দেশ নাড্ডার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্টঃ সামনেই লোকসভা নির্বাচন। সময় মতো ভোট হলে, বাকি আর হাতে গোনা কিছু মাস। এক বছরেরও কম সময় বাকি। রাজ্যে ভোটার তালিকা তৈরির কাজও চলছে জোরকদমে। আর এরই মধ্যে ভোটার তালিকা যাতে স্বচ্ছভাবে তৈরি হয়, তা নিশ্চিত করতে বঙ্গ বিজেপিকে নির্দেশ দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। তালিকায় নতুন ভোটারদের নাম ঠিকঠাক উঠছে কি না, সেই দিকে নজর দিতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে ভুয়ো ভোটারের নাম তালিকায় থেকে যাচ্ছে কি না, থাকলে সেগুলি বাদ দেওয়ার ব্যাপারে দলীয় কর্মীদের ঝাঁপিয়ে পড়ার বার্তা এসেছে শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে। দলীয় সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, সম্প্রতি জে পি নাড্ডা যখন বঙ্গ সফরে এসেছিলেন, তখনই তিনি এই বার্তা দিয়ে গিয়েছেন। জানা যাচ্ছে, জেলায় জেলায় যে সরকারি অফিসাররা ভোটার তালিকা তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলার বার্তাও দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে আবাসন, শ্রমিক অধ্যুষিত বিভিন্ন এলাকা এবং বস্তি এলাকাগুলির উপর বাড়তি জোর দিতে বলা হয়েছে। আর এই পুরো প্রক্রিয়ার জন্য রাজ্য স্তরে সাত সদস্যের একটি কমিটিও তৈরি হয়েছে বলে বিজেপি সূত্রে খবর। একইসঙ্গে জেলাগুলিতে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠনের জন্য বলা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন বিধানসভা ভিত্তিক তিনজনের কমিটিও রাখতে বলা হয়েছে বলে খবর। উল্লেখ্য, ভোটার তালিকা তৈরির সময়ে এই ধরনের প্রস্তুতি কম-বেশি সব দলই করে থাকে। মূলত নিজেদের ভোটারদের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করানো, এই ভোটার তালিকা প্রস্তুতি ঘিরে মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়ানো এবং একইসঙ্গে ভুয়ো ভোটারকে যাতে অন্য কোনও দল ব্যবহার করতে না পার, তা নিশ্চিত করতেই এই ধরনের প্রস্তুতি নেয় সব দলগুলি। কিন্তু বাংলার রাজনীতিতে বিজেপির জন্য এই কাজ কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে চলেছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। কারণ, অতীতে রাজ্যে গেরুয়া শিবিরের সংগঠন সেভাবে বিস্তৃত হয়নি। এখন কলেবরে অনেকটা বেড়েছে। সাংগঠনিক শক্তি বেড়েছে। এখন দেখার নাড্ডার এই নির্দেশ লোকসভার আগে কতটা কার্যকর করতে পারে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব।

সেনকো গোল্ডের দুটি শোরুমে একই সময়ে ডাকাতি

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া ও রানাঘাট, ২৯ আগসস্টঃ মঙ্গলবার দুপুরে পুরুলিয়া ও রানাঘাটে সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের দুটি শো-রুমে একই সময়ে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটল। পুরুলিয়া শোরুমে সোনা ও হীরের গয়না ডাকাতরা প্রায় কাচিয়ে নিয়ে চলে গেছে। রানাঘাটের শোরুমে প্রায় তেমন ভাবেই লুঠ হয়েছে সব গয়না। কিন্তু ব্যাপারটা সেখানেই থেমে থাকেনি। রানাঘাটে সেনকোর শোরুমে ডাকাতির পর পালানোর সময়ে গুলি ছুড়তে থাকে দুষ্কৃতীরা। তাদের দলে ৯ জন ছিল। তবে পুলিশ তাদের মধ্যে চার জনকে ধরতে পেরেছে বলে খবর। উদ্ধার কোটি টাকার গয়না। গোলাগুলিতে কোনও হতাহতের খবর এখনও পাওয়া যায়নি। তবে ডাকাতদের মারে রানাঘাট শোরুমের তিন কর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন। সেনকোর গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডের এই দুটি শোরুমই ফ্র্যাঞ্চাইজি স্টোর বলে জানা গিয়েছে। দুটি দোকানেই এদিন দুপুরে দেড়টা নাগাদ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ফলে দুই ঘটনার মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। পুরুলিয়ায় সেনকো গোল্ডের শো রুমটি রয়েছে শহরের নামোপাড়া এলাকায়। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, সাতজনের একটি ডাকাত দল ওই শোরুমে গ্রাহক সেজে ঢোকে। তারপরেই স্বমূর্তি ধরে তারা। নিরাপত্তারক্ষী এবং শোরুমের কর্মীদের বেঁধে রেখে সোনা এবং হীরের গয়না লুঠ করে তারা চম্পট দেয়।

দত্তপুকুর বিস্ফোরণকাণ্ডে শুভেন্দুর মামলা খারিজ কলকাতা হাইকোর্টে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্টঃ দত্তপুকুরে বিস্ফোরণের ঘটনায় দায়ের হওয়া রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মামলা খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিজেপির দুটি মামলাই খারিজ প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে। হাইকোর্টের বক্তব্য, এখনই এই তদন্ত একেবারেই অপরিণত অবস্থায় রয়েছে, তাই এই মামলার শুনানি এখনই সম্ভব নয়। মঙ্গলবার এই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম বলেন, ২৭ আগস্টের ১২টা দুপুরে হয়েছে। মাত্র একদিন আগেই হয়েছে। যদি তদন্তে গাফিলতি দেখা যায় তাহলে আসুন। প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, সংবাদপত্রের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই মামলা হয়েছে। আমাদের দৃষ্টিতে এটা এখনও প্রিম্যাচিওর. এই রাজ্যেই নয়, বিভিন্ন রাজ্যে একই ঘটনা ঘটে। লাইসেন্স ছাড়া কারখানাতে এই ঘটনা ঘটে। রাজ্য ইতিমধ্যেই তদন্ত করছে। আর সেই তদন্ত একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে বলে মন্তব্য করেন প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। তাই তিনি এই মামলা খারিজ করে দেন। এদিনের শুনানিতে আরও এক পক্ষ ছিল এনআইএ। এনআইএ-এর আইনজীবী ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল বলেন, ‘‘আমাদের টিম গিয়েছিল ঘটনাস্থলে। এই ঘটনা পুনারাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। এফআইআরে বিস্ফোরণের ধারা নেই। এই ঘটনার তদন্ত করতে দেওয়া হোক।’’ প্রসঙ্গত, দত্তপুকুর বিস্ফোরণকাণ্ডে জোড়া মামলা দায়ের হয় সোমবার। দুটিই বিজেপির পক্ষ থেকে করা হয়। মামলাকারীদের এক জন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও অপর জন বিজেপি নেতা রাজর্ষি লাহিড়ী। এই ঘটনার তদন্তভার এনআইএ-এর হাতে দেওয়ার আবেদন জানান তিনি। শুভেন্দুর বক্তব্য ছিল, এর আগেও রাজ্যে একাধিক বিস্ফোরণকাণ্ডের তদন্তভার এনআইএ-এর হাতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ উঠেছে। তথ্য হস্তান্তরের ক্ষেত্রেও রাজ্য পুলিশ সহযোগিতা করছে না বলে অভিযোগ করেন। শুভেন্দু অভিযোগ করেছিলেন, দত্তপুকুরে বিস্ফোরণের যা অভিঘাত, কেবলমাত্র চকোলেট বোমা ফাটলে হয় না, ওখানে আরডিএক্স ছিল। সোমবারই প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে জোড়া মামলার শুনানি ছিল। সেই শুনানি প্রথমেই প্রধান বিচারপতি জানিয়ে দেন, এই মামলার তদন্তপ্রক্রিয়া অত্যন্ত অপরিণত অবস্থায় রয়েছে। তাই এখনই শুনানির প্রয়োজন নেই। বিজেপির আইনজীবীকে কিছু বলতেই দেননি প্রধান বিচারপতি।

বাইডেন-জিনপিংদের বরণ করতে প্রস্তুতি তুঙ্গে!

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্টঃ দিল্লিতে যেন পা ফেলার জায়গা নেই সেপ্টেম্বরে। পাঁচতারা হোক বা সাধারণ- অধিকাংশ হোটেলে ঝুলছে ‘নো রুম’ বোর্ড। দিল্লি পুলিশ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, আইবি, বিদেশ মন্ত্রক ও বিভিন্ন দূতাবাসগুলিতে, শুরু হয়েছে ‘সিকিউরিটি ড্রিল’। শহরে জড়ো হয়েছে কয়েকশো বুলেটপ্রুফ গাড়ি। সব মিলিয়ে চরম সাজোসাজো চেহারা রাজধানীর। পরিস্থিতি দেখে এ কথা স্পষ্ট, আগামী মাসের ৫ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে কোনও সাধারণ মানুষ যদি দিল্লি সফরের কথা ভেবে থাকেন, সেই পরিকল্পনা সময় থাকতে বাতিল করতে হবে। হবে নাই বা কেন। এই সময়ে চলবে জি-২০ সম্মেলন। সারা বিশ্বের অতিথি আসবেন শহরে। সেই উপলক্ষেই দিল্লিতে এ মুহূর্তে বেশিরভাগ হোটেল, পাঁচতারা হোক বা সাততারা, সাধারণ মধ্যবিত্ত হোটেল অথবা টু-থ্রি স্টার, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় সমস্ত বুকড হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই বাতিল করা হয়েছে সমস্ত প্রি বুকিং। জানা গিয়েছে, ‘আইটিসি মৌর্য’-তে থাকবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ‘তাজ প্যালেস’-এ চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, ‘স্যাংগ্রিলা’য় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক এবং জার্মান প্রতিনিধি দল, ‘ইম্পেরিয়াল’-এ অস্ট্রেলীয় প্রধানমন্ত্রী ও ইন্দোনেশিয় প্রতিনিধি, ‘হোটেল ললিত’-এ কানাডা ও জাপানি প্রতিনিধিরা থাকবেন।

জম্মু-কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফেরানো হবে কবে? কেন্দ্রকে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্টঃ ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করা হয়েছিল জম্মু ও কাশ্মীরের থেকে। পাশাপাশি লাদাখকে আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। রাজ্যের মর্যাদা হারিয়েছিল জম্মু-কাশ্মীরও। আজ, ৪ বছর পরই রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি জম্মু ও কাশ্মীরকে। এই বিষয়ে এবার কেন্দ্রকে প্রশ্ন করল সুপ্রিম কোর্ট। এর আগে সোমবার কেন্দ্রের তরফে সুপ্রিম কোর্টকে জানানো হয়েছিল, জম্মু ও কাশ্মীররে অস্থায়ী ভাবে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়েছে। একে ফের রাজ্যের মর্যাদা দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের বিরোধিতায় করা আবেদনগুলির প্রেক্ষিতে শুনানি চলছে সুপ্রিম কোর্টে। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট জম্মু ও কাশ্মীর থেকে সংবিধানের ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। তার জেরে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা চলে যায়। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভেঙে ফেলা হয়। যে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা হয় একগুচ্ছ মামলা। মামলাগুলি মিলিয়ে ২ অগস্ট থেকে দৈনন্দিন ভিত্তিতে শুনানি শুরু হয়। এই আবহে আজকের শুনানি চলাকালীন কেন্দ্রের কাছ থেকে সুপ্রিম কোর্ট জানতে চায়, জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া নিয়ে কি কোনও সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। বা এই নিয়ে কেন্দ্রের পরবর্তী পরিকল্পনাই বা কী? সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাকে এই সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব

> **জম্মু ও কাশ্মীর সংক্রান্ত ৩৭০ ধারা বাতিলকে ‘চ্যালেঞ্জ’ করে ইতিমধ্যেই একাধিক আবেদন জমা পড়েছে সুপ্রিম কোর্টে। মঙ্গল সেই সংক্রান্ত আবেদনরই শুনানি ছিল।**

নিয়ে আসলে বলেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। ৩১ আগস্ট এই নিয়ে পূর্ণাঙ্গ জবাব দেবেন বলে জানান সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। এদিকে গতকালকের শুনানি চলাকালীন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বলেন, ভারতীয়দের থেকে তিনটি মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়েছিল অনুচ্ছেদ ৩৫এ। প্রসঙ্গত, ৩৭০ ধারার পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৫এ ধারাও প্রত্যাহার করা হয়েছিল। অনুচ্ছেদ ৩৫এ-র অধীনে ২০১৯ সালের আগে বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকতেন জম্মু ও কাশ্মীরের ‘স্থায়ী’ বাসিন্দারা। ১৯৫৪ সালে রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ৩৫এ ধারা। এই আবহে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের পর্যবেক্ষণ, ৩৫এ ধারার জেরে ভারতীয় নাগরিকরা তিনটি মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরে। চন্দ্রচূড়ের মতে, ১৬(১) ধারার অধীনে দেশের সব নাগরিককে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সমান অধিকার দেওয়া হয়, তবে ৩৫এ ধারায় সেই অধিকার খর্ব হচ্ছিল। তাছাড়া ১৯(১)(এফ) ধারায় দেশের সব নাগরিককে যেকোনও জায়গায় সম্পত্তি কেনার অধিকার দেওয়া হয়, তাও খর্ব হচ্ছিল ৩৫এ ধারায়। এবং ১৯(১)(ই) ধারায় দেশের নাগরিকদের যেকোনও জায়গায় বসাবসের অধিকার দেওয়া হয়েছে। তবে ৩৫এ ধারায় তাও খর্ব হয়।

‘অভিষেককে কেন সমন নয়?’, প্রশ্ন ক্ষুব্ধ বিচারপতি সিনহার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্টঃ পুর মামলার তদন্তে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন সমন পাঠানো হচ্ছে না? কলকাতা হাইকোর্টে মঙ্গলবার পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলার শুনানিতে প্রশ্ন বিচারপতি অমৃতা সিনহার। বিচারপতি এ দিন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবীকে প্রশ্ন করেন, পুরসভা দুর্নীতি মামলায় এবার ‘লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের’ তথ্য সামনে আসার পরও কেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সমন পাঠাচ্ছে না ইডি? উল্লেখ্য এই দুর্নীতি মামলায় সমান্তরালভাবে তদন্ত করছে ইডি-সিবিআই। তাই এদিন বিচারপতির প্রশ্নের মুখে পড়েন দুই কেন্দ্রীয় সংস্থাও। প্রসঙ্গত, গত ২১ অগস্ট লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস কোম্পানিতে টানা ১৬ ঘণ্টা তল্লাশি চালিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। ইডির প্রেস রিলিজ অনুযায়ী, সেখানে থেকে রুজিরা নারুলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট-স্টেটমেন্ট বাজেয়াপ্ত করেন তদন্তকারী অফিসাররা। সংস্থার ওই অফিসের তিনটি কম্পিউটারের নথি খতিয়ে দেখে একটি হার্ড ডিস্কও বাজেয়াপ্ত করেন গোয়েন্দারা। তল্লাশির পর ইডি-র তরফে একটি প্রেস রিলিজ করা হয়। সেখানে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস কোম্পানির সিওও অর্থাৎ চিফ অপারেটিং অফিসার হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ওই প্রেস রিলিজে ইডি আরও দাবি করেছে, ২০১২ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র ওই কোম্পানির ডিরেক্টর পদেও আসীন ছিলেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ওই কোম্পানিতে ২০১২ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ডিরেক্টর ছিলেন। কিন্তু লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে তিনি এখনও সিইও রয়েছেন বলে প্রেস রিলিজে দাবি করেছে ইডি। ঠিক এখানেই প্রশ্ন করেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। তাঁর প্রশ্ন, ইডি প্রেস রিলিজে স্পষ্ট উল্লেখ করে দিয়েছে, লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস কোম্পানির ডিরেক্টর ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারপরও তাঁকে কেন সমন পাঠানো হচ্ছে না? মামলাকারীর আইনজীবীর ফিরদৌস শামিমের বক্তব্য, যেখানে ইডি স্পষ্ট করেই প্রেস রিলিজে উল্লেখ করেছেন নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র যে কোম্পানির সিওও ছিলেন, সেই কোম্পানিরই ডিরেক্টর ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা সেটাই আদালতের

সামনে তুলে ধরি। এই কোম্পানিগুলির মাধ্যমেই দুর্নীতির টাকা লেনদেন হয়েছে। প্রসঙ্গত, এদিনের শুনানিতে উঠে আসে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের হিসাবরক্ষক চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ। তাঁর অভিযোগ ছিল, ইডি-র তল্লাশির পর সংস্থার কম্পিউটারে ১৬টি অচেনা ফাইল ডাউনলোড হয়েছে। সে প্রসঙ্গে ইডি-র আইনজীবী বলেন, সন্দেহভাজনের কম্পিউটারে মেয়ের জন্য হস্টেলের খোঁজ করছিলেন। অচেনা ১৬টি ফাইলের একটিতে অফিসারের ওই তথ্য থাকলেও, সেটা অনিচ্ছাকৃত। উত্তর শুনে বিচারপতি অমৃতা সিনহার বিরক্ত হয়ে বলেন, ‘‘এটা তো হবেই। আপনার অফিসারের উদাসীনতার জন্য হয়েছে এটা। এর ফলে মূল তদন্ত মাঝপথে থমকে যাবে। আজকাল সবার মোবাইল আছে। ব্যক্তিগত বিষয় কীভাবে এখানে আসতে পারে? একজন সিনিয়র অফিসার কী এগুলো জানেন না?’’ এরপরই বিচারপতির প্রশ্ন, ‘‘কত জন কাজ করছেন? তাঁরা যদি অন্য তদন্তে যুক্ত থাকেন, তাহলে অন্য অফিসার নিযুক্ত করব।’’ বিচারপতি সিবিআই-এর আইনজীবীকে আরও বলেন, ‘‘যেভাবে তদন্ত এগোচ্ছে সবাই সন্দেহ করছে। আদৌ কবে চাকরি পাবেন বঞ্চিতরা? তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। জুলাই ২০২১ থেকে শুরু আজও চলছে। বিচারপতি অমৃতা সিনহার প্রশ্ন, ‘‘যে সাংসদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসছে, তাঁর বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করেছেন? আদালতে মামলা রয়েছে আর আপনি বলছেন সমন দেওয়া হবে?’’ ইডির আইনজীবী জানান, তাঁকে সমন দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ তিনি আরও একটি মামলা আদালতে করে রেখেছেন। তাঁকে আবার সমন পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন ইডি-র আইনজীবী। উল্লেখ্য, অভিষেকের নামে এই সংক্রান্ত একটি মামলা অন্য এজলাসে বিচারাধীন। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষ দাবি করেছিলেন, অভিষেকের নাম বলতে তাঁকে চাপ দেওয়া হচ্ছে। সেই মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা ইডি-কে আগেই এফআইআর করে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর ইডি এফআইআরও করে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই-এর জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল অভিষেককে। ইডিও তাঁকে তলব করেছিল। রক্ষাকবচের আবেদন জানিয়ে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে যায় রাজ্য। সেই মামলা বিচারাধীন। উল্লেখ্য তিনি হাজিরা দেন। তার মধ্যেই এই সংক্রান্ত আরও একটি মামলায় অভিষেকের বিরুদ্ধে সমন জারি করা যেতে পারে কিনা, তা নিয়েও প্রশ্ন থাকছে। মামলাকারীর আইনজীবীর বক্তব্য, এই দুটো বিষয় আলাদা। কারণ ইডি প্রেস রিলিজে নির্দিষ্টভাবে একটি কোম্পানির কথা বলা হয়েছে। সেই কোম্পানির ভূমিকা সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ। আর সেই কোম্পানিতে অভিষেকের কী ভূমিকা ছিল, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটো একেবারেই পৃথক বিষয়।

ইন্দোনেশিয়ার বালি কেঁপে উঠল জোরালো ভূমিকম্পে, তীব্রতা ৭.০

জাকার্তা, ২৯ আগস্ট ঃ জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইন্দোনেশিয়ার বালি সমুদ্রাঞ্চল। ইন্দোনেশিয়ার বালি সমুদ্র অঞ্চলে মঙ্গলবার ভোরে ভূকম্পণ অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৭.০। ইউরোপিয়ান মেডিটিরিনিয়ান সিসমোলজিকাল সেন্টার (ইএমএসসি) এই খবর দিয়ে জানিয়েছে কম্পণের কেন্দ্র ছিল ভূপৃষ্ঠের ৫১৬ কিলোমিটার গভীরে, মাতারামের ২০৩ কিলোমিটার উত্তরে।সিসমোলজিকাল কেন্দ্র জানিয়েছে, স্থানীয় সময় ভোর তিনটে পঞ্চান্ন মিনিটে উপকূলবর্তী বালি ও লাবুয়ান লম্বক এলাকা কেঁপে ওঠে। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকা সত্ত্বেও কোথাও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

বোস উড়ালপুলে স্কুটার-গাড়ি সংঘর্ষ

কলকাতা, ২৯ আগস্ট ঃ কলকাতায় আবারও পথ দুর্ঘটনা। মঙ্গলবার সকালে এজেসি বোস উড়ালপুলে দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন এক স্কুটি চালক। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ক্যামাক স্ট্রিটের কাছে উড়ালপুলে স্কুটারের সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষ হয়। তার জেরেই দুর্ঘটনা ঘটে। এর জেরে ওই এলাকায় যান চলাচল সাময়িক বিঘ্নিত হয়েছে।পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ক্যামাক স্ট্রিটের কাছে এজেসি বোস উড়ালপুলে স্কুটারের সঙ্গে একটি গাড়ির সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন স্কুটি চালক। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনার জেরে সকালের ব্যস্ত সময়ে যানবাহন চলাচল বিঘ্নিত হয়েছে।

ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, মূল আকর্ষণ মমতাই

কলকাতা, ২৯ আগস্ট ঃ গত সোমবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে মেয়ো রোডের সমাগম, মূল আকর্ষণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই মেয়ো রোডে তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র সমাবেশ চলছে । ১৯৯৮ সালে কংগ্রেস থেকে তৃণমূল কংগ্রেস গঠনের পর থেকে ২৫ বছর পার হল। এই সিকি শতক তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।আগামী বছর লোকসভা নির্বাচন রয়েছে তার আগে সোমবার এই শেষ ছাত্র সম্মেলন গান্ধিমূর্তির পাদদেশে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মঞ্চ থেকে কী বার্তা দেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাবেশ মঞ্চে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, রাজন্যা হালদাররা উপস্থিত রয়েছেন। একইভাবে উপস্থিত রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন ছাত্র নেতৃত্ব। এদিনের সবার মূল আকর্ষণ অবশ্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্ধারিত সময়ের আগেই সভাস্থলে সমবেত হয়েছেন প্রচুর লোক।

প্রয়াত বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, লেখক অনন্ত কলিতা

গুয়াহাটি, ২৯ আগস্ট ঃবিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, লেখক, স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার কেন্দ্রীয় বোর্ডের প্রাক্তন অধিকর্তা, সিপিআইএম-এর প্রাক্তন অসম প্রদেশ সদস্য অনন্ত কলিতা আর নেই। ৭৬ বছর বয়সে গত রবিবার সকাল ৬ঃ১০টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন অনন্ত কলিতা। তিনি মারণব্যাধি কর্কট রোগ আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছুদিন ধরে চিকিৎসাধীন ছিলেন। আজ তিনি গুয়াহাটির বেসরকারি নেমকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।১৯৪৭ সালে অধুনা নলবাড়ি জেলার কমারকুচি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অনন্ত কলিতা। ১৯৭৩ সালে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ায় কর্মজীবন শুরু করে এক সময় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রথম একজন ব্যক্তিঃ হিসেবে শীর্ষ আধিকারিক পদে নিয়োজিত হয়েছিলেন অনন্ত। তিনি স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার কেন্দ্রীয় বোর্ডের অধিকর্তা পদে ছয় বছর কার্যনির্বাহ করে অবসর নেন।তিনি ছিলেন একজন সফল লেখকও। অসমিয়া ভাষায় লেখা তাঁর বইগুলি যথাক্রমে ‘ সমাজখনর ভিন্ন চিন্তা’, ‘ অর্থনীতি বিকল্প অন্বেষণ, অসম আরু অসমর জাতীয় সমস্যা’। এছাড়া বিভিন্ন সময় তাঁর বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ক বহু বিশ্লেষাত্মক প্রতিবেদন ধারাবাহিকভাবে দৈনিক পত্রিকা এবং সাময়িকীতে প্রকাশিত হচ্ছিল।বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ তথা নিবন্ধকার তথা স্টেট বযাংক ইন্ডিয়ার কর্মচারী আন্দোলনের

কেরলের প্রাণবন্ত সংস্কৃতিকে সুন্দরভাবে প্রদর্শন করে ওনাম উৎসবঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট ঃসমস্ত দেশবাসী, বিশেষ করে কেরল ও মালয়ালি সম্প্রদায়ের মানুষজনকে ওনাম উৎসবের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওনামের শুভেচ্ছা-বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, সবাইকে ওনামের শুভেচ্ছা! বিগত কয়েক বছর ধরে, ওনাম একটি বিশ্বব্যাপী উৎসবে পরিণত হয়েছে এবং এই উৎসব কেরলের প্রাণবন্ত সংস্কৃতিকে সুন্দরভাবে প্রদর্শন করে। পাশাপাশি সমস্ত দেশবাসীর সুস্বাস্থ্য, অতুলনীয় আনন্দ এবং অপরিসীম সমৃদ্ধি কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।কেরলের সবচেয়ে বড় উৎসব হল ওনাম। টানা ১০-দিন ধরে ওনাম উৎসব পালিত হয়। এই ১০-দিন নানা আচার ও আয়োজনের মধ্যে দিয়ে পালিত হয়। তবে উৎসবের প্রথম ও শেষ দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ওনামের দশদিন আগে হল ‘ নক্ষত্র। সকালে স্থানীয় মন্দিরে দেবতার কাছে প্রসাদ নিবেদন করে ওনাম উৎসবের আয়োজন শুরু হয়। সেদিন প্রত্যেক বাড়ির উঠোনে নানা বর্ণের ফুলের এক বৃত্ত এঁকে ওনাম উৎসবের সূচনা হয়। এই আল্পনাকে বলা হয় পোক্কালম। প্রতিদিন এই বৃত্তের সংখ্যা বাড়ে একটি করে।

রাখী বন্ধন উৎসবঃদু’ঘণ্টার জন্য জেলবন্দী ভাইদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন বোনেরা

চণ্ডীগড়, ২৯ আগস্ট ঃ রাখী-বন্ধন উসব উপলক্ষ্যে হরিয়ানার বিভিন্ন জেলে বন্দী ভাইদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন বোনেরা। এমনই অনুমতি দিয়েছে হরিয়ানা সরকার। বুধবার দু’ঘণ্টার জন্য বোনেরা জেলে গিয়ে. ভাইদের হাতে রাখি বাঁধতে পারবেন। এছাড়া, এবারই প্রথম কারাগারের বন্দীরা নিজেদের হাতে মিষ্টি তৈরি করেছে বলে জেল সূত্রে জানা গিয়েছে।বোনেরা তাদেরই তৈরি মিষ্টি জেল থেকে কিনতে পারবেন। জেলের মহানির্দেশকের অনুমতিতে হরিয়ানার জেলগুলিতে গত দু’দিন ধরে মিষ্টি তৈরি হচ্ছে। এমন কিছু জেল আছে যেখানে বন্দীরা অনেক আগে থেকেই মিষ্টি তৈরি করেছে। কয়েকটি জেলে রাখীকে কেন্দ্র করে মিষ্টি তৈরির ব্যবস্থা করা হয়েছে

পুলিশের আপত্তি সত্ত্বেও মোমবাতি মিছিলের ঘোষণা বিজেপি এস সি মোর্চার

কলকাতা, ২৯ আগস্ট ঃ পুলিশের আপত্তি সত্ত্বেও মঙ্গলবার মোমবাতি মিছিল করবে বিজেপি-র তফশিলি জাতি মোর্চা। যাদবপুরের হস্টেলে পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু র‍্যাগিং-এর প্রতিবাদে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে দলের সদর দফতর থেকে চৌরঙ্গী পর্যন্ত এই মিছিল হওয়ার কথা।এই মোমবাতি মিছিল করতে গত ২৪ আগস্ট তফশিলি জাতি মোর্চার তরফে লিগিত আবেদন করা হয়েছিল লালবাজারে। জবাবেকলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (সদর) লিখিত জবাবে জানিয়েছেন, হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অন্তত ১৪ দিন আগে আবেদন করার কথা। সেই প্রথা মানা হয়নি। এ ছাড়াও ওই অঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুপাশে নানা বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও সরকারি অফিস রয়েছে। মিছিলে যান চলাচল ও জনজীবন বিপর্যস্ত হবে। তাই ওই মিছিল করতে না করা হচ্ছে।ওই চিঠি যুক্ত করে বিজেপি এসসি মোর্চা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, পরিকল্পনামত তারা মিছিলটি করবে।প্রসঙ্গত, যাদবপুরের হস্টেলে পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু র‍্যাগিং-এর প্রতিবাদেই শুক্রবার পুলিশের অনুমতি ছাড়া মিছিল করেছিল এবিভিপি। ঢাকুরিয়ার কাছে ওই মিছিল পুলিশ ভেঙে দেয়। গ্রেফতারও করে মিছিলকারীদের অনেককে।

বুধে পর্দা উঠছে এশিয়া কাপের, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জমকালো পারফর্ম করবেন এ আর রহমান

দুবাই, ২৯ আগস্ট ঃ বুধবার (৩০ আগস্ট) পর্দা উঠছে এশিয়া কাপের। স্বাগতিক পাকিস্তান ও নেপালের ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে এশিয়া কাপের খেলা। তার আগে হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পারফর্ম করবেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত অস্কারজয়ী সঙ্গীত শিল্পী ও সুরকার এআর রহমান। এ ছাড়াও থাকবেন পাকিস্তানের জনপ্রিয় শিল্পী আতিফ আসলাম।এছাড়া থাকবে ঐতিহ্যবাহী এশিয়ান সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশনা। থাকবে মনোমুগ্ধকর আতশবাজি অনুষ্ঠানও। ভারতীয় সময় বিকেল সাড়ে ৩টেয় পাকিস্তানের মুলতান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হবে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে রাখি বিক্রি চলছে ব্যাপকভাবে

জয়দীপ মৈত্র,দক্ষিণ দিনাজপুরঃরাত পোহালে সমগ্র দেশ জুড়ে রাখি উৎসব পালিত হবে। দেশের প্রত্যেকটি নাগরিক একে অপরকে রাখি পরিয়ে ভাতৃত্বের বন্ধন বজিয়ে রাখবে রাখি উসবের মধ্যে দিয়ে। এমত অবস্থায. দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর পৌরসভার তথা শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ড বড়বাজার এলাকা যা ব্যবসার প্রতিষ্ঠিত জায়গা হিসেবে সুপরিচিত সেখানে বিভিন্ন দোকানে রাখি সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন ব্যবসায়ীরা। মূলত, ৫ টাকা থেকে শুরু করে ১০০ টাকা দাম পর্যন্ত দেশীয়.বিভিন্ন ধরনের রাখি বিক্রি হচ্ছে গঙ্গারামপুরে। আর সেই রাখি কিনতেই ভিড় জমাচ্ছেন ক্রেতারা। উল্লেখ্য, গঙ্গারামপুর শহরের বড় বাজার এলাকার বিভিন্ন দোকানগুলিতে নানান ধরনের রাখির সম্ভারে দোকান ভরে গেছে, এবং বিভিন্ন ধরনের ডিজাইনের রাখিগুলি ক্রেতাদের আকর্ষণ করছে তা বলাই বাহুল্য। গতবছরের তুলনায় এবছর রাখির বাজারে কিছুটা মন্দা রয়েছে বলে জানান, প্রেমচাঁদ প্রসাদ ও রাজু প্রসাদ নাম রাখি ব্যবসায়ী। তারা বলেন, গতবছর ব্যাপকভাবে রাখির বিক্রির হারছিল কিন্তু এ বছর রাখি বিক্রেতে অনেকটা মন্দা রয়েছে তবে ক্রেতারা বিভিন্ন ধরনের রাখি কিনতে ভিড় জমাচ্ছেন কারণ রাত পোহালে রাখি উসব সমগ্র দেশ জু।ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর জুড়ে পালিত হবে, আর তার আগেই বিভিন্ন এদেশীয় রাখি কিনতে ভিড় জমাচ্ছেন গঙ্গারামপুরের ক্রেতারা। আমাদের এখানে ৫ টাকা থেকে শুরু করে তুলোর রাখি ও বিভিন্ন ডিজাইনের বিভিন্ন রঙের আকর্ষণীয় রাখির সম্ভার রয়েছে। আর তা কিনতে ক্রেতাদের ভালোই ভিড় জমছে দোকানে।

ত্রিপুরাঃনাশকতার আগুনে পু।ল সূর্যমণিনগর ব্লক কংগ্রেস সভাপতির দোকান

আগরতলা, ২৯ আগস্ট ঃ নাশকতার আগুনে পু।ল কংগ্রেস নেতার দোকান। সূর্যমণিনগর বিধানসভা এলাকাধীন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি বিজয় ঘোষের দোকানে গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা আগুন লাগিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। প্রচুর পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন দোকান মালিক।ঘটনার খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালে সেখানে যান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিসকুমার সাহা, প্রাক্তন সভাপতি দিবাদ্র রাঙ্খল, আদিবাসী নেতা শব্দকুমার জমাতিয়া ও কংগ্রেস নেতা সুশান্ত চক্রবর্তী। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলে দাবি জানান, ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করতে। পাশাপাশি তিনি প্রশাসনের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন।সোমবার গভীর রাতে বিজয় ঘোষের দোকানে হঠা আগুন লাগে। ঘটনার খবর পেয়ে দোকান মালিক অকুস্থলে যান। তিনি জানিয়েছেন, বিদ্যুৎতের শর্টসার্কিটে আগুন লাগার কোনও সম্ভাবনা নেই। এটি সম্পূর্ণভাবে নাশকতামূলক। তিনি কংগ্রেস দল করেন বলে বিভিন্ন সময় নানা ধরনের হুমকির মুখোমুখি হয়েছেন। তিনি ধারণা করছেন, তাঁকে আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল করতেই তাঁর দোকানে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। পুলিশ একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

হাইলাকান্দিতে প্লাস্টিকের পানীয় জলের বোতল ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা

হাইলাকান্দি (অসম), ২৯ আগস্ট ঃ রাজ্য সরকার প্লাস্টিকের পানীয় জলের বোতল এবং সিঙ্গল্ ইউজড প্লাস্টিক আইটেমের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সরকারি সভা, জনসভা, সামাজিক সমাবেশ ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে প্লাস্টিকের পানীয় জলের বোতল সহ প্লাস্টিক সামগ্রী ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তা প্রতিরোধে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হযেছে।গত ২১ জুলাই রাজ্য মন্ত্রিসভার ক্যাবিনেট বৈঠকে প্লাস্টিক সামগ্রী নিষিদ্ধ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার ফলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হযেছে। হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসন রাজ্য সরকারের এই নিষেধাজ্ঞা জেলার সব বিভাগীয় প্রধানকে জানিয়ে দিয়ে জেলায় তা কার্যকর করতে বলা হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই আদেশে প্লাস্টিকের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব সামগ্রী দিয়ে তৈরিকৃত পাত্র ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।

জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষ্যে আগরতলায় যুব ও ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগে পদযাত্রা

আগরতলা, ২৯ আগস্ট ঃ মঙ্গলবার ২৯ আগস্ট হকির যাদুকর কিংবদন্তি মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মদিবসে জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষ্যে আগরতলায় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষ্যে একটি পদযাত্রার আয়োজনও করা হয়েছে।পদযাত্রায় অংশ নেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের মন্ত্রী টিংকু রায় সহ বিভাগীয় আধিকারিক এবং বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তা ও খেলোয়াড়রা। পদযাত্রাটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে উমাকান্ত সুইমিংপুল প্রাঙ্গণে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে মিলিত হয়। অনুষ্ঠানে খেলোয়াড়রা যোগা প্রদর্শন করেছেন।অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের মন্ত্রী টিংকু রায় রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন জাতীয় স্তরে রাজ্যের খেলোয়াড়দের পারদর্শিতা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, জাতীয় স্তরে বিভিন্ন ইভেন্টে রাজ্যের খেলোয়াড়রা সাফল্য পাচ্ছেন। আগামীদিনে ক্রীড়া দফতরের তরফে বিভিন্ন ইভেন্টে পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হবে। মন্ত্রী ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আজকের দিনের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন।এদিকে জাতীয় ক্রী।। দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্রীড়াবিদদের প্রতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

প্রচণ্ড হই-হট্টগোল, হাঙ্গামা, অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত মণিপুর বিধানসভার একদিনের অধিবেশন

ইমফল, ২৯ আগস্ট ঃ প্রচণ্ড হই-হট্টগোল, হাঙ্গামার জেরে মণিপুর বিধানসভার একদিনের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দিয়েছেন অধ্যক্ষ থোকচম সত্যব্রত সিং।গত ফেব্রুয়ারি-মার্চে মণিপুর বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। অনিবার্য কারণে তা বাতিল করা হয়। এর পর ৩ মে থেকে গোষ্ঠী সংঘর্ষ শুরু হওয়ায় বর্ষাকালীন অধিবেশনও পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল।জাতিগত সহিংসতা শুরু হওয়ার প্রায় চার মাস পর প্রথমবারের মতো আজ মঙ্গলবার সকালে নির্দিষ্ট সময়ে মণিপুর বিধানসভার গুরুত্বপূর্ণ একদিনের অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী ও ট্রেজারি বেঞ্চের মধ্যে প্রচণ্ড বাগযুদ্ধ শুরু হয়। বিরোধী দলের সদস্যরা বিধানসভায় ‘ বাঁচাও’, ‘ বন্ধ করো’, ‘ ফেরাতে ব্যর্থ সরকার’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন। থেমে থাকেনি সরকার পক্ষও। তাঁরাও পাল্টা শব্দবাণে আক্রমণ করতে থাকেন। এক সময় প্রচণ্ড হই-হট্টগোল ও হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই আজকের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত বলে ঘোষণা করেন অধ্যক্ষ থোকচম সত্যব্রত সিং।মূলত রাজ্য সংগঠিত সহিংসতায় নিহতদের জন্য দুই মিনিটের নীরবতা পালন করতে আপত্তি করে এক দিনের অধিবেশন পাঁচ দিনের জন্য বাড়াতে চেয়েছিল কংগ্রেস। তাঁদের বক্তব্য, একদিনের অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর বা প্রাইভেট মেম্বার মোশনের কোনও কার্যক্রমনিকা ছিল না। এই একদিনের অধিবেশন জনস্বার্থে নয়, বক্তব্য কংগ্রেসের।এদিকে রাজ্যপালের কার্যালয় প্রেরিত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বিশৃঙ্খলার মধ্যেও বিধানসভায় তিনটি রেজিলিউশন পাস করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি ছিল কোনও বৈষম্য ছাড়া সম্প্রীতি বজায. রাখা। আলোচনার মাধ্যমে শান্তির জন্য প্রচেষ্টা করা এবং সহিংসতা এড়াতে আবেদন করা।এদিকে কুকি-জোমি উপজাতি সংস্থাগুলি একদিনের অধিবেশন প্রত্যাখ্যান করে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের ১০ জন বিধায়ক অধিবেশন বয়কট করেন। তাঁরা বলেন, মেইতই অধ্যুষিত ইমফল উপত্যকায, যেখানে বিধানসভা অবস্থিত সেখানে কুকি বিধায়কদের ভ্রমণ করা নিরাপদ নয়। তবে নাগা বিধায়করা অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন।কুকি-জোমি সমাজ রাজ্যপালকে বিধানসভা অধিবেশন পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছিল। তাঁদের সেই একই দাবি, পৃথক প্রশাসন চাই। কিন্তু সরকার কোনও বিশেষ সুবিধা প্রদানে অস্বীকার করে। মন্ত্রী সাপম রঞ্জন সিং বলেন, ‘ কোনও আলাদা প্রশাসন থাকতে পারে না, সরকারের এই অবস্থান স্পষ্ট।অন্যদিকে উপজাতীয় সংস্থাগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কুকি অধ্যুষিত অঞ্চলে গৃহীত কোনও প্রস্তাব বিধানসভায় বাধ্যতামূলক হবে না। আবার মেইতেই নাগরিক সমাজ এবং বিরোধী দলগুলির কাছ থেকে বিধানসভার অধিবেশন আহ্বানের অন্যতম একটি প্রধান দাবি ছিল। সংবিধানের ১৭৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে একটি বিধানসভা অধিবেশন তার শেষ অধিবেশন থেকে ছয় মাসের মধ্যে ডাকার কথা।প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকার গত ২১ আগস্টের মধ্যে বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করতে সুপারিশ করেছিল। কিন্তু রাজভবন থেকে সবুজ সংকেত না দিয়ে ২৮ আগস্ট অধিবেশনের দিন ধার্য করে দেওয়া হয়। পরে গত সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় ঘোষণা করে, ২৯ আগস্ট বিধানসভার অধিবেশন হবে।

ওনামের শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি, কেরলে আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ভক্তদের

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট ঃসমস্ত দেশবাসীকে ওনামের শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। মঙ্গলবার সকালে এক শুভেচ্ছা বার্তায় রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, ওনাম উপলক্ষ্যে কেরলের সমস্ত নাগরিকবৃন্দ এবং আমাদের ভাই ও বোনদের শুভেচ্ছা! এই শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আমরা প্রকৃতি মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এই ফসলের উৎসব সকলের মধ্যে সমৃদ্ধি এবং সম্প্রীতির চেতনার সূচনা করুক।কেরলের সবচেয়ে বড় উৎসব হল ওনাম। টানা ১০-দিন ধরে ওনাম উৎসব পালিত হয়। এই ১০-দিন নানা আচার-অনুষ্ঠান ও আয়োজনের মধ্যে দিয়ে পালিত হয়। তবে উসবের প্রথম ও শেষ দিনটি বিশেষ তাপর্যপূর্ণ। উসবের শুরুতে মঙ্গলবার কেরলের সর্বত্র আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নেন ভক্তরা। তিরুবনন্তপুরমের শ্রী পদ্মনাভস্বামী মন্দিরে ওনাম উৎসবের সূচনা করেছেন প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ এবং অভিনেতা সুরেশ গোপী। ত্রাভাঙ্কোর রাজপরিবারের যুবরাজ আদিত্য বর্মাও উদযাপনে অংশ নেন।

চন্দ্রযান-৩ মিশনের সাফল্যে খুশি শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর, সূর্য অন্বেষণ অভিযানও সফল হবে বলে তাঁর আশা

ওয়াশিংটন, ২৯ আগস্ট ঃভারতের চন্দ্রযান-৩ মিশনের সাফল্য খুশি ব্যক্ত করলেন আধ্যাত্মিক গুরু শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর। তিনি বলেছেন, শুধুমাত্র ভারতের জন্য নয়, সমগ্র মানবতার জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত। তাছাড়া আমরা এত অল্প সময়ে এবং অল্প বাজেটে খুব সফলভাবে তা করতে পেরেছি। আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসি-তে এক অনুষ্ঠানের ফাঁকে শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর বলেছেন, চন্দ্রায়নের অন্বেষণ ঘটেছে এবং সেখানে নারী শক্তি খুব প্রাধান্য পেয়েছে। এটি একটি অত্যন্ত আবেগপূর্ণ মুহূর্ত যে আমরা চাঁদে অবতরণ করেছি এবং ইতিমধ্যে আমরা ছবিটি পেতেও শুরু করেছি।সূর্য অন্বেষণ-এর জন্য ভারতের আদিত্য এল-১ মিশন অভিযানও সফল হবে বলে তাঁর আশা। শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর বলেছেন, আসন্ন মিশনও এভাবেই সফল হবে। (চন্দ্রযান-৩ অবতরণের ঠিক আগের দিন), আমি ইসরো প্রধান এস সোমনাথের সঙ্গে কথা বলেছিলাম এবং আমি তাঁকে বলেছিলাম সবকিছু ঠিকঠাক হবে এবং আমাদের সমস্ত প্রার্থনা তাঁর সঙ্গে ছিল।

দত্তপুকুর থেকে আরও নিষিদ্ধ বাজি ও রাসায়নিক উদ্ধার

কলকাতা, ২৯ আগস্ট ঃ রবিবারের বিস্ফোরণের পর পাক্কা দুদিন কেটে গিয়েছে। সোমবার রাতে বিস্ফোরণস্থলের নিকটবর্তী বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ১ হাজার ৬০০ কেজি নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, দত্তপুকুরের মোচপোল, কাঠুরিয়া-সহ বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে রাতে ৫-৬টি গাড়ি করে উদ্ধার হওয়া বাজি নিয়ে যাওয়া হয় থানায়।স্থানীয়দের দাবি, বাড়ি ভাড়া নিয়ে বেআইনি বাজির কারবার ফেঁদে বসেছিল কেরামত আলি। গুদামে বিস্ফোরণের পরেও মজুত ছিল প্রচুর রাসায়নিক। পাশেই আরও একটি বন্ধ ঘরে বাজি ঠাসা ছিল বলে দাবি স্থানীয়দের।ঘন জনবসতি এলাকায় এ ধরনের গুদাম থাকায় আতঙ্কিত ছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, এর আগেও গুদাম ভাড়া করে বাজির কারবার চালাত কেরামত। বসতি এলাকায় বিপজ্জনক ব্যবসা নিয়ে আপত্তি জানালে কেরামত আলি হুমকিও দিত বলে অভিযোগ।জানা গিয়েছে, দত্তপুকুরের মোচপোল গ্রামে রমরমিয়ে চলত কেরামত আলির বেআইনি বাজি কারবার। বিস্ফোরণস্থলের কয়েকশো মিটার দূরে মজুত করা ছিল বাজি ও রাসায়নিক। ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেরামত ও তার ছেলে-সহ ৯ জনের মৃত্যুর ২ দিন পর, মোচপোল গ্রামে ফের বাজির পাহাড়ের খোঁজ পাওয়া গেল।

হকির জাদুকরের ১২৮ তম জন্মদিন পালন হল

কলকাতা, ২৯ আগস্ট ঃ মেজর ধ্যানচাঁদ ছিলেন একজন ভারতীয় হকি খেলোয়াড়।ধ্যানচাঁদের জন্ম ১৯০৫ সালের ২৯ আগস্ট উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদের এক রাজপুত ব্রাহ্মণ পরিবারে।ভারতীয় হকি দলের এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বিশ্ব হকির সর্বকালের শ্রেষ্ঠ তারকা খেলোয়াড় হিসাবেই গণ্য হন। তিনি এমন ভারতীয় হকি দলের সদস্য ছিলেন যে দল পরপর তিনটি (১৯২৮ আমস্টারডাম , ১৯৩২ লস অ্যাঞ্জেলেস এবং ১৯৩৬ এর বার্লিন) অলিম্পিকেই বিশ্বজয়ীর জয়মাল্য (স্বর্ণপদক) লাভ করেন । তাঁর জন্ম তারিখটি ভারতে জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসাবে পালিত হয়।ফুটবলে পেলে, ক্রিকেটে ব্র্যাডম্যানের সমকক্ষ হিসাবে হকিতে ধ্যানচাঁদকেই গণ্য করা হয়। বল তার হকি স্টিকে এতটাই আটকে যেত যে, প্রতিপক্ষ প্রায়ই সন্দেহ করত যে সে জাদুর কাঠি নিয়ে খেলছে। ইংল্যান্ডে তাকে হকির জাদুকর বলা হতো।হল্যান্ডেও চুম্বক সন্দেহে তার হকি স্টিককে ভেঙে নতুন হকি স্টিক দেয়া হয়েছিল। জাপানে ধ্যানচাঁদের হকি স্টিকে যেভাবে বল লেগে থাকত, তা দেখেই বলা হত তাঁর হকি স্টিকে আঠা লাগানো আছে। ধ্যানচাঁদের ছন্দোময় হকি খেলা দেখে সারা বিশ্ব বিস্ময় প্রকাশ করত। তার ক্রীড়া নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে জার্মানির রুডলফ হিটলারের মতো একগুঁয়ে সম্রাট তাকে জার্মানির হয়ে খেলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিংবদন্তি এই হকি তারকার অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে, চার হাতে চারটি হকি স্টিক সহ একটি মূর্তি স্থাপন করে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে যে ধ্যানচাঁদ কত বড় খেলোয়াড় ছিলেন।১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার ভারতীয় হকির অবিস্মরণীয় প্রতিভার ধ্যানচাঁদকে ভারতের মর্যাদাপূর্ণ বেসামরিক সম্মান পদ্মভূষণে সম্মানিত করে। ভারতে ধ্যানচাঁদের জন্মদিনকে জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসাবে পালিত হয়ে থাকে । ২০১২ সালে থেকে তার স্মৃতিতে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে আজীবন কৃতিত্বের জন্য সর্বোচ্চ পুরস্কার মেজর ধ্যানচাঁদ পুরস্কার দেওয়া হয়। জাতীয় ক্রীড়া দিবসে রাষ্ট্রপতি খেলাধুলায় অসামান্য পারফরম্যান্সের জন্য মেজর ধ্যানচাঁদ পুরস্কার প্রদান করে থাকেন।এই কিংবদন্তির শেষ জীবনটা ভাল যায় নি। উত্তর প্রদেশের ঝাঁসিতে জীবনের শেষ দিনগুলি কেটেছে অর্থকষ্টে। শেষের দিকের লিভারের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। চিকিৎসা চলছিল দিল্লির অখিল ভারতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান সংস্থানে। সেখানে ১৯৭৯ সালের ৩ ডিসেম্বর ৭৪ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ঝাঁসিতে ঝাঁসি হিরোজ ময়দানে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের দেওয়া পূর্ণ সামরিক মর্যাদায়।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৩০আগষ্টঃবুধবার, ১২ভাদ্র মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৮আগষ্ট ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১২ ভাদ্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১২ ভাদ্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১২ ভাদ্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৯.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৩.০৩ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৪শতকরা এবং ৬৪শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে মঙ্গল বার । জোয়ার-সকাল ৭টা ২০ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৭টা ২০মিনিট। রাত-৭টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১৯মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১২ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন। আপনি অর্থ-সংক্রান্ত

বৃষভ রাশিঃআত্ম-বিকাশের প্রকল্পগুলি একের থেকে বেশি উপায়ে আপনাকে পুরস্কৃত করবে-

মিথুন রাশিঃবিপদের সময় ধৈর্য্য হারাবেন না। এটি আরেকটি উচ্চ-শক্তিঃসম্পন্ন দিন এবং অপ্রত্যাশিত লাভ আগে থেকেই দেখা যাচ্ছে। সংসারে শান্তি হবে

কর্কট রাশিঃ এই সময়টি আধ্যাত্মিকতার সাহায্য নেওয়ার জন্য উপযুক্ত যেহেতু আপনার মানসির চাপ প্রতিহত করার পক্ষে এটি অন্যতম সেরা বিকল্প।

সিংহ রাশিঃআপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন। আর্থিক সীমাবদ্ধতা হবে

কন্যা রাশিঃআপনার ঈর্ষাপরায়ণ ব্যবহার আপনাকে দু ঃখিত এবং অবসাদগ্রস্থ করতে পারে।শুভ।

তুলা রাশিঃমানসিক শান্তির জন্য আপনার উত্তেজনার সমাধান করুন। আপনি আজ আর্থিক।

বৃশ্চিক রাশিঃআপনার পরিবার আপনার কাছ থেকে অনেক আশা করতে পারে যা আপনার কাছে জ্বালাতনের বিষয় হতে পারে।

ধনু রাশিঃআপনার শরীর রিচার্জ করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে অন্যথায় ক্লান্তি আপনার মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করবে। সংসারে হবে

মকর রাশিঃআপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন-

কুম্ভ রাশিঃ আপনার স্বাস্থ্য ভালো রাখবে এমন জিনিসের উপর কাজ করার পক্ষে একটি কল্যাণকর দিন। আপনার অস্থাবর সম্পত্তি যে কোনও আজই চুরি করতে পারে। সংসারে শান্তি।

মীন রাশিঃস্ত্রী আপনাকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। কিছু বাড়তি পয়সা উপার্জনের জন্য আপনার উদ্ভাবনী চিন্তার ব্যবহার করুন। একটি নতুন পারিবারিক উদ্যোগ শুরু করার পক্ষে শুভ দিন। এটিকে সুন্দরভাবে সাফল্যমণ্ডিত করতে অন্যান্য সদস্যদের সাহায্য নিন। কাউকে

তিলোত্তমার বুকে নবম-দ্বাদশ স্তরের বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের মৃত্যুর কার্নিভাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্ট ঃ দুর্নীতির কারণে ন্যায্য চাকরি থেকে বঞ্চিত নবম -দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ স্তরের চাকরি প্রার্থীরা তিলোত্তমার বুকে মৃত্যুর কার্নিভাল তৈরি করলেন। বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীরা কতটা যন্ত্রণা পেয়ে এমন কর্মসূচি নিতে বাধ্য হয়েছে সেটা সকলের অবগত হওয়া দরকার। যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের চাকরি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। ফলে যারা প্রকৃত যোগ্য চাকরি প্রার্থী ,তারা নিয়োগপত্র পায়নি। অযোগ্যরা দখল করেছে যোগ্যদের জন্য নির্ধারিত চাকরির ভ্যাকান্সি গুলি। মহামান্য হাইকোর্টে নিয়োগ দুর্নীতির জন্য মামলা চলছে। নবম -দ্বাদশ স্তরের শিক্ষক -শিক্ষিকা নিয়োগের পরীক্ষায় বিভিন্ন ভাবে দুর্নীতি করা হয়েছে। যেমন সাদা খাতায় চাকরি হয়েছে। মহামান্য হাইকোর্টে সি বি আই এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নবম -দশম স্তরে ৯৫২ জনকে এবং একাদশ -দ্বাদশ স্তরে ৯০৭ জনকে সাদা খাতায় চাকরি দেওয়া হয়েছে তেমনি মেধাতালিকা ভুক্ত সামনের দিকে প্রার্থীদের চাকরি হয়নি কিন্তু সেই তালিকায় অনেক নীচে দিকে থাকা প্রার্থীদের চাকরি হয়েছে। ফলে প্রকৃত যোগ্য চাকরি প্রার্থীরা নিযগোপত্র না পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২০১৬ সালে প্রথম এস এল এস টি পরীক্ষা হয়। মেধাতালিকা প্রকাশের সাথে সাথেই দুর্নীতির পাহাড় সামনে আসে। ফলে এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং স্বচ্ছ ভাবে মেধাতালিকার ভিত্তিতে নিয়োগের দাবিতে যুব ছাত্র অধিকার মঞ্চের ব্যানারে নবম-দ্বাদশের চাকরি প্রার্থীরা কলকাতার প্রেসক্লাবের সামনে ২৯ দিনের অনশনে বসেছিলেন। বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের উক্ত অনশন মঞ্চে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং গিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে মেধাতালিকা ভুক্ত কোন চাকরি প্রার্থীরা বঞ্চিত হবে না। প্রয়োজনে আইনের কিছু সংশোধন করে হলেও বঞ্চিত যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে। এই প্রতিশ্রুতির কয়েক বছর কেটে গিয়েছে। এর পরেও আশ্বাসের পর আশ্বাস পেয়েছেন বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীরা কিন্তু সেই আশ্বাসের বাস্তবায়ন এখনো হয়নি। ২০২২ সালে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু প্রেসকনফারেন্স করে জানিয়েছেন যে সরকার আন্দোলনরত চাকরি প্রার্থীদের পাশে রয়েছে। বঞ্চিত যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের জন্য সরকার সুপারনিউমেরারি পোস্ট তৈরি করে নিয়োগ করবে। কিন্তু নিয়োগে হয়নি। আদালতে আইনের জটিলতা দেখিয়ে সরকার দিনের পর দিন বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে উদাসীনতা দেখিয়ে চলেছে। সুপারনিউমেরারি পোস্ট তৈরি করে নিয়োগ করার ক্ষমতা সরকারের এক্তিয়ার ভুক্ত হলেও বিষয়টি নির্ভরশীল সরকারের সদিচ্ছার ওপর। কিন্তু সরকার প্রকৃত সদিচ্ছার অভাবে নবম -দ্বাদশ স্তরের বঞ্চিত যোগ্য চাকরি প্রার্থীরা যুব ছাত্র অধিকার মঞ্চের ব্যানারে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে মৃত্যু যন্ত্রণা বুকে নিয়ে ৮৯৮ দিন ধরে ধর্ণায় বসে রয়েছেন। সরকার বুঝেও সেটা বুঝছে না এমনটাই অভিযোগ আন্দোলনরত চাকরি প্রার্থীদের। বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের বক্তব্য তাদের মৃত্যুর দিকে সরকার কৌশলে ঠেলে দিচ্ছে। মৃত্যু যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বাধ্য হয়ে তারা মহানগরীর বুকে মৃত্যুর কার্নিভাল বের করেছেন। আন্দোলনরত চাকরি প্রার্থীদের কথায় সরকার নীরব ঘাতকে পরিণত হয়েছে। তারা জানিয়েছেন যে এই যন্ত্রণা আর সহ্য করা যাচ্ছে না, হয় সুপারনিউমেরারি পোস্টে দ্রুত নিয়োগ, নয়তো এবার মৃত্যু। তারা জানিয়েছেন যে দেশের জনগণের জানা এটা দরকার, যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকবে এই রাজ্য সরকার। যুব ছাত্র অধিকার মঞ্চের স্টেট কো-অর্ডিনেটর সুদীপ মন্ডল জানিয়েছেন যে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী নবম -দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ স্তরের বঞ্চিত যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের সমস্যায় জরুরিকালীন হস্তক্ষেপ করুন। আমাদের জীবনের মূল্যবান সাত বছর নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তবুও নিয়োগ অধরা। আমরা এখন গান্ধীমূর্তির পাদদেশে ৮৯৮ দিন ধরে ধর্ণায় বসে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছি। এই যন্ত্রণা আর সহ্য করা যাচ্ছে না।আমরা বাধ্য হয়ে প্রতীকি মৃত্যুর কার্নিভাল বের করেছি। হয় দ্রুত নিয়োগ, নয়তো এবার মৃত্যু। আপনি আন্তরিক ভাবে দ্রুত হস্তক্ষেপ করলে বঞ্চিত যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের জীবনে করুন পরিণতি ঘটবে না। আপনি আন্তরিক ভাবে দ্রুত হস্তক্ষেপ করুন। রাজ্যের মেধাসম্পদ রক্ষার জন্য আপনার হস্তক্ষেপ ভীষণ প্রয়োজন। যুব ছাত্র অধিকার মঞ্চের রাজ্য নেতৃত্ব কামরুজ্জামান বিশ্বাসের কথায় বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের এই করুণ পরিণতির জন্য দায়ী রাজ্য সরকার। চাকরি প্রার্থীদের জীবনের কোন অঘটন ঘটলে এর জন্য সরকার দায়ী থাকবে।

অত্যাধুনিক অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার তিন কুখ্যাত ছিনতাইবাজ

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ২৯ আগস্ট ঃ গ্রেপ্তার তিনি কুখ্যাত ছিনতাইবাজ, উদ্ধার অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে। সোমবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর আসে বেগমপুরের কাটাখাল বিশালক্ষীতলা এলাকায় বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী জড়ো হয়েছে। খবর পেয়েই বারুইপুর থানার পুলিশ ওই এলাকায় হানা দেয় । তিন কুখ্যাত ছিনতাইবাজকে গ্রেফতার করে। অন্ধকারের সুযোগে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ধৃতদের নাম রবি চ্যাটার্জি, শ্রীদাম নস্কর ও জাহাঙ্গীর লস্কর। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি সেভেন এমএম পিস্তল ও দুটি পাইপগান । এছাড়াও সাতটি ৭.৬ বোরের তাজা কার্তুজ ও দুটি ৭ এমএম তাজা কার্তুজ । এছাড়াও একটি ভজালী ও একটি চপার মেলে তাদের কাছ থেকে । ধৃতদেরকে জেরা করে গত ২৭ জুলাই বারুইপুরের বলরামপুরে তপসিয়ার ব্যবসায়ীর শেখ নাসির উদ্দিনের কাছ থেকে ছিনতাই হওয়া ষাট হাজার টাকার মধ্যে ৩৫ হাজার টাকাও উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে ৩৯৯, ৪০২ ও ২৫২৭ অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করে পুলিশ। ধৃতদের মঙ্গলবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় । ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদনও জানায় পুলিশ।

রাখি বন্ধন উৎসব মর্যাদার সঙ্গে পালন করবে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্ট ঃ আগামীকাল রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষে রাজ্য সরকার দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করবে। এই উপলক্ষ্যে রাজ্য স্তরের মূল অনুষ্ঠান টি হবে কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। সেখানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের ক্রীড়া এবং যুব কল্যাণ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। এছাড়াও রাজ্যের ৩৪৫টি ব্লক এবং জিটিএ র অধীনে থাকা এলাকায় দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হবে বলে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষে তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা শাখা অবিচ্ছিন্ন বাঁধন নামে একটি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

রণক্ষেত্রের চেহারা নিলো খানাকুল-র অরন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েত

বনস্পতি দে, পুড়শুড়া, ২৯ আগস্ট ঃ বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে হুগলির পুড়শুড়া থানার অরুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় উত্তাল হয়ে উঠল অগ্নিসংযোগ পঞ্চায়েত অফিসে ভাঙচুর বোমাবাজি আহত পুলিশ ও সিভিক ভলেন্টি যার ঘটনাস্থলে রাফ কমব্যাট ফোর্স এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। খবর পেয়ে ছুটে আসেন জেলার গ্রামীণ পুলিশ সুপার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এসডিপিও আরামবাগ সহ বেশ কয়েকটি থানার আইসি ওসিরা। বোর্ড গঠনের শুরু থেকেই এদিন তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয় চলে ব্যাপক ইট পাথর ছোড়াছুড়ি। পুলিশের ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন বোর্ড গঠনের সময় শুরু হয় গন্ডগোল এবং বিজেপি তৃণমূলের মধ্যে চলে ব্যাপক সংঘর্ষ। জানা গিয়েছে দুজন তৃণমূল সদস্য বিজেপিকে সমর্থন করেছে তারপর শুরু হয় প্রচন্ড ঝামেলা দুই পক্ষের মারপিট ইট ছড়াছুড়ি পঞ্চায়েত অফিসে অগ্নিসংযোগ চেয়ার টেবিল ভাঙচুর কম্পিউটার ভাঙচুর এর রেশ বাইরে গিয়ে পড়ে বেশ কিছু বাইকে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। প্রথমদিকে পুলিশ পিছু হটে যায় বেশ কয়েকজন পুলিশ আক্রান্ত হয় অভিযোগ পুলিশ ও সিভিক ভলেন্টিয়ারদের মারধর করা হয়েছে একজন পুলিশ আহত বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ এই গন্ডগোলের ফলে পাশেই দুটি বাড়িতে আশ্রয় নিতে যায়। সেখানেও একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীরা সেই বাড়ি দুটি ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ বাড়ির বাসিন্দাদের অভিযোগ পুলিশ আশ্রয় নিয়েছিল সেটাই তাদের অপরাধ । এর জেরে বাড়ি ভাঙচুর করে খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে রাস্তার ব্যারিকেড সরিয়ে দেয় চলে আসে রেফ ও পুলিশ বাহিনী লাঠি উঠিয়ে তাড়া করে ক্ষিপ্ত জনতাকে অবস্থা আয়ত্তে আসে। এই ঘটনায় কয়েকজনকে পুলিশ আটক করেছে।

ডোমজুড় খুনে গ্রেফতার অনুশ্রীর স্বামী চন্দন মাঝি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ আগস্ট ঃ ডোমজু।রে খুনের ঘটনায় অবশেষে গ্রেফতার হলেন অনুশ্রীর স্বামী চন্দন মাজি। এর আগে রবিবার রাতে চঃদনকে আটক করে ডোমজু। থানার পুলিশ। সোমবার তাকে গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার চন্দনকে হাওড়া আদালতে তোলা হলে ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গুলি করেই খুন করা হয় অনুশ্রীকে। এদিকে, এই ঘটনা সম্পর্কে হাও।। সিটি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (সাউথ) প্রতীক্ষা ঝা।খা।য়িা জানান, আমরা অনুশ্রীর বাড়ির লোকেদের অভিযোগের ভিত্তিতে তার স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছি। খুনের কারণ নিয়ে.তদন্ত চলছে। এছাড়াও অনুশ্রীর মোবাইলটির খোঁজ চালানো হচ্ছে। দ্রুতই আমরা এই মামলার নিষ্পত্তি করতে পারব।

বেসরকারি হাসপাতালকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ বহাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্ট ঃ ২০২০ সালে কোভিড পর্বে সরকারি-বেসরকারি তিন হাসপাতাল ঘুরে মৃত্যু হয় ১৮ বছরের ছাত্র শুভ্রজি চট্টোপাধ্যায়ের। এই ঘটনায় একটি বেসরকারি নার্সিং হোমকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছিল রাজ্য স্বাস্থ্য কমিশন। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে যায় ওই বেসরকারি হাসপাতাল। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য মঙ্গলবার স্বাস্থ্য কমিশনের নির্দেশই বহাল রাখলেন। ২০২০ সালে কোভিড যখন একেবারে তুঙ্গে, সেই সময় তিন-তিনটি হাসপাতাল ঘুরে কার্যত বিনা চিকিসায় মারা যায় ওই ছাত্র। বেলঘরিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ৫ মিনিটের মধ্যেই জানানো হয়, শুভ্রজিতের করোনা পজেটিভ রিপোর্ট এসেছে। মাত্র ৫ মিনিটের মধ্যেই কী করে রিপোর্ট এসে গেল, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। পরবর্তীকালে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানেও শুভ্রজিতের কোনও চিকিসা হয়নি। তার অসহায় বাবা-মা চিকিসকদের হাতে পায়ে ধরতে বাকি রেখেছিলেন।

টেনশন ম্যাটলো ক্যাম্পেনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন সুনীল গাভাস্কার

২৯ অগাস্ট ঃ ডক্টর রেড্ডিস ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড, একটি শীর্ষস্থানীয় বিশ্বব্যাপী ওষুধ কোম্পানি, ক্রিকেট কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কারকে তার টেনশন ম্যাটলো ক্যাম্পেনের প্রচারণার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিয়োগের ঘোষণা করেছে। ক্যাম্পেনের লক্ষ্য হল উচ্চ রক্তচাপ, এর লক্ষণ, কারণ এবং স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য কার্যকরভাবে রক্তচাপ পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। উচ্চ রক্তচাপ ব্যবস্থাপনায় তার তিন দশকের দক্ষতার সদ্ব্যবহার করে, ডাঃ রেড্ডিসের এই সহযোগিতার লক্ষ্য হল রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে মতামত পরিবর্তন করা, যা বর্তমানে উচ্চ রক্তচাপ দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিদের এবং যারা ঝুঁকিতে রয়েছে তাদের উপকার করা।

গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু বাইক আরোহীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্ট ঃ এজেসি বোস উড়ালপুলে মৃত্যু হয়েছে বাইক আরোহীর। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম মদন সাহা। মঙ্গলবার দুপুর বারোটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ওই ব্যক্তি বাইক নিয়ে এজেসি বোস উড়ালপুল দিয়ে যাচ্ছিলেন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সেই সময় পিছন থেকে কোনও গাড়ি ওই ব্যক্তিকে ধাক্কা মারে। যার জেরে বাইক নিয়েই উড়ালপুরের দেওয়ালে ধাক্কা খান ওই ব্যক্তি। মাথা থেকে খুলে যায় হেটমেট।দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজ।

দক্ষিণ হাওড়া মুক্তধারা ও স্বপ্নভূমির তরফে আয়োজন করা হয় রাখীবন্ধন উৎসব

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ আগস্ট ঃ দক্ষিণ হাওড়া মুক্তধারা ও স্বপ্নভূমি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফ থেকে প্রতি বছরের মতো এবছরেও আয়োজন করা হলো বিভেদহীন রাখীবন্ধন উৎসব। মঙ্গলবার ২৯ আগস্ট হাওড়ার শিবপুরের কুষ্ঠ ও মানসিক প্রতিবন্ধী নিবাসে ওই রাখীবন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। হাওড়া জেলায় প্রথমবার অধ্যাপিকা ও সমাজবন্ধু এবং শিক্ষিকা দিদিদের হাত দিয়ে রাখীবন্ধন করা হলো কুষ্ঠ আক্রান্ত ব্যক্তি ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের। উপস্থিত ছিলেন সাগরিকা চ্যাটার্জি (অধ্যাপিকা), আয়েত্রী দে (সমাজবন্ধু), সুপর্ণা দে (শিক্ষিকা, জ্ঞানজ্যোতি বিদ্যামন্দির) সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা।

ভোর রাতে ইট বোঝায় লরি দোকানের শাটার ভেঙে ঢুকে গেল

দুরন্ত বার্তা, শ্যামপুর, ২৯ আগস্ট ঃ ভোর রাতে ইট বোঝায় লরি দোকানের শাটার ভেঙে ঢুকে গেল, ঘটনাটি ঘটেছে শ্যামপুরের শ্রীকোলে। মঙ্গলবার ভোরে একটি ইট বোঝায় লরি শ্যামপুর থেকে বাগনান দিকে যাওয়ার সময় শ্রীকোল মোড়ে বাঁক নেওয়ার সময় দোকান ভেঙে ঢুকে পড়ে,যারফলে পরপর তিনটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দোকানের ভেতরে কেউ না থাকায় বড়োসড়ো দূর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেল,লরীর চালক ও খালাশি জখম হয় তাদের কে উলুবেড়িয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়,শ্যামপুর থানার পুলিশ গিয়ে লরি টিকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায়। অপরদিকে আমতায় একইসঙ্গে দুইটি পাশাপাশি স্কুলে চুরির ঘটনা ঘটল সোমবার দিনগত রাত্রে। সূত্রে মারফ জানা গেছে আমতা থানার অন্তর্গত উদং হাই স্কুল ও উদং গার্লস হাই স্কুলে সোমবার রাত্রে অফিস ঘরের তালা ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটল। ঘটনা স্থলে আমতা থানার পুলিশ । দুটি স্কুলের দূরত্ব ৫০০ মিটারের মধ্যে হবে । তবে অনুমান এই দুটি স্কুলের চুরি একই দলের। দুটি স্কুলের আলমারি থেকে খোয়া গেছে কয়েক হাজার টাকাসহ বেশ কিছু নথিপত্র। দুটি স্কুলের মধ্যে উদং হাই স্কুলে সিসিটিভি লাগানো আছে। আর সেই সিসিটিভি ফুটেছে দেখা যাচ্ছে এই দুস্কৃতি দলে রয়েছে বেশ কয়েকজন। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখছে তাদের কি কি জিনিস খোয়া গেছে। ঘটনাস্থলে আমতা পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

কবি নজরুল ইসলামের প্রয়ান দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ২৯ আগস্ট ঃ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৭তম প্রয়ান দিবস উপলক্ষে উলুবেড়িয়া পৌরসভার উদ্যোগে আয়োজিত একাধিক অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার সকাল ১টার সময় উলুবেড়িয়া পৌরপ্রাঙ্গনে কবির মূর্তিতে মাল্যদান করেন পৌরপ্রধান অভয় কুমার দাস উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান সড় একাধিক পৌরপিতা ও পৌরমাতা।বিকালে উলুবেড়িয়া রবীন্দ্রভবনে কবির প্রয়ান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্ত মন্ত্রী পুলক রায়, হাওড়া জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি অজয়.ভট্টাচার্য উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান অভয় কুমার দাস উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান, জেলা পরিষদের সদস্য অজয় মন্ডল প্রমুখ।

ইডি বনাম লালবাজার, 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে'র নিয়ে তুঙ্গে উঠল সংঘাত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্ট ঃ লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে'র ফাইল মামলায় ইডির ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নয় লালবাজার। তাই পালটা মেল করে কলকাতা পুলিশের তরফে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকদের সশরীরে তলব করা হয়। লালবাজারে গিয়েই ফাইল ডাউনলোড নিয়ে নিজেদের ব্যাখ্যা স্পষ্ট করতে হবে বলে জানিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু তলব সত্ত্বেও লালবাজারে হাজিরা দিতে নারাজ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। মেল পাঠিয়ে ইডি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে লালবাজারে যাবেন না ইডির কোনও আধিকারিক। কারণ, এ বিষয়ে তাদের আলাদা ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন নেই বলেই মনে করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সোমবারই ইডির পক্ষে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার আধিকারিক চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করা হয়। তিনি এদিন ইডির দফতরে যান। তাঁকে জেরা করেন ইডির গোয়েন্দারা। সূত্রের খবর, কী কারণে তিনি ইডির বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন, তা নিয়েও তাঁকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করেন ইডি আধিকারিকরা। গত শুক্রবার লিপস আন্ড বাউন্ডসে'র অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় লালবাজারের সাইবার থানায় অভিযোগ জানিয়ে বলেন, তাঁদের অফিসে তল্লাশি চালানোর সময় ইডি একটি কম্পিউটারে ১৬টি মাইক্রোসফট এক্সেল ফাইল ডাউনলোড করে কম্পিউটারে তথ্য বিকৃতি করেছে ইডি। এই ব্যাপারে সাফাই দিয়ে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল ও চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়কে মেল করে ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের সাফাই অনুযায়ী, এক ইডি আধিকারিক সংস্থাটিরই একটি কম্পিউটারে তাঁর মেয়ের হস্টেল সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। ইডির ওই যুক্তি যাচাই করতেই পুলিশ মেল করে একজন ইডি আধিকারিককে তলব করে। ইডি ফের মেল পাঠিয়ে লালবাজারের কর্তাদের জানায়, আগেই মেল করে ইডি ফাইল ডাউনলোডের ব্যাপারে চূড়ান্ত যুক্তি দিয়েছে। আর নতুন করে এই ব্যাপারে ইডির কিছু জানানোর নেই। তাই ইডির কোনও আধিকারিক লালবাজারে যাবেন না। ফলে বিষয়টি নিয়ে লালবাজার-ইডি সংঘাত জারি রয়েছে।

সুন্দরবনকে চোরা শিকারীদের হাত থেকে বাঁচাতে চালু হলো বিশেষ প্রযুক্তির অ্যাপ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সুন্দরবন, ২৯ আগস্ট ঃ সুন্দরবনকে বাঁচাতে এগিয়ে এলো প্রশাসন। তৈরি করা হলো বিশেষ ধরনের প্রযুক্তি।

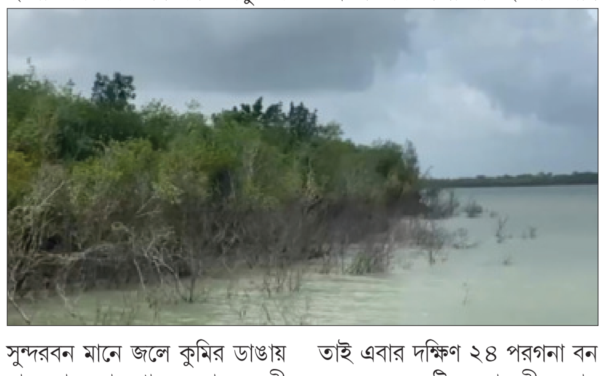

সুন্দরবন মানে জলে কুমির ডাঙায় বাঘ আর ম্যানগ্রোভ ঘেরা সু ন্দরী সু ন্দরবন। প্রায় সময় কিছু অসাধু মানুষ এই সুন্দরী সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ গাছ কেটে কখনো ভেড়ি বানিয়ে নিচ্ছে তো আবার সুন্দরবনের বিভিন্ন গাছপালা কেটে অসাধু ব্যবসায়ীরা বিক্রি করে দিচ্ছে।তবে এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন বারবার পদক্ষেপ নিয়ে এই দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার ও করে। বিভিন্ন সময় নানা রকমের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনভাবে এই অসাধু চক্রকে বন্ধ করা যাচ্ছে না। আর তাই এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন দফতর ও একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে সুন্দরবনের এই ম্যানগ্রোভ বাঁচানোর জন্য একটি অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে বিশেষ প্রযুক্তিতে।আর এ প্রসঙ্গে ঐ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার এক সদস্য বলেন,এই অ্যাপস এর মাধ্যমে যদি কোন অসাধু ব্যবসায়ীরা ম্যানগ্রোভ কাটে সেই ছবি তুলে এই অ্যাপস এর মাধ্যমে জানানো যাবে এবং ওই ব্যক্তির পরিচয় গোপন থাকবে। এবং সাথে সাথে ওই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া যাবে। সুন্দরবনকে বাঁচাতে গেলে ম্যানগ্রোভকে বাঁচাতে হবে আর তার সাথে সাথে সুন্দরবনকে রক্ষা করতে হবে।এই অ্যাপস এর মাধ্যমে ম্যানগ্রোভ বাঁচানো আমাদের মূল ও প্রধান লক্ষ্য। তার সাথে প্রতি বছর সুন্দরবনে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিভিন্ন প্রান্তিক এলাকা তছনছ হয়ে যায়, এবার থেকে এই অ্যাপসের মাধ্যমেও কোথাও বন্যা হলে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কোনো বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটলে এই অ্যাপস এর মাধ্যমে জানার সাথে সাথে আমরা সেখানে পৌঁছে যাব এবং মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে পারবো যাতে সুন্দরবনের মানুষদের কোনো রকম সমস্যা যাতে না হয় তাই এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দক্ষিন ২৪ পরগনা বন দফতরের সহায়তায় এই কাজটি শুরু হয়েছে। সুন্দরবনকে বাঁচাতে এই ধরনের উদ্যোগে খুশি সুন্দরবনের মানুষ জন।

মামলাকারীর পরিবারকে নিরাপত্তা দিতে অক্ষম পুলিশ, ভৎর্সনা বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্ট ঃ জমি সংক্রান্ত এক মামলায় মামলাকারী ও তাঁর পরিবারকে নিরাপত্তা দিতে অক্ষম হওয়ায় পুলিশকে ভর্সনা করলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। অভিযোগ, সোমবার রাতে মামলাকারী স্বামীকে পিটিয়ে.মেরে ফেলা হয়। এর প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টের প্রশ্নে মুখে পড়ল রাজ্য পুলিশ। আদালত মামলাকারী এবং তাঁর পরিবারকে নিরাপত্তার দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। মঙ্গলবার প্রশ্ন ওঠে, কীভাবে দুষ্কৃতীরা এত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে? প্রোমোটারের সঙ্গে জমি নিয়ে গন্ডগোলে ৭ অগাস্ট উলুবেরিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। কিন্তু পুলিশ কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ায়, হাইকোর্টে মামলা করেন তিনি। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত নির্দেশে জানান, পুলিশকে শান্তি শৃঙ্খলা বজার রাখতে হবে। ওই মহিলা এবং তাঁর পরিবারকে নিরাপত্তা দিতে হবে। অভিযোগ, সোমবার রাতে মামলাকারীর স্বামীকে পিটিয়ে খুন করা । এদিন আদালতে ওই মহিলার আইনজীবী জানান, আগের নির্দেশ কার্যকর করার জন্য বা নিরাপত্তার বিষয়টি দেখার জন্য জুনিয়র তদন্তকারী অফিসারকে ফোন করলে তিনি ক্যাজুয়ালি বলেন, এমন নির্দেশ সব ক্ষেত্রেই দেয় হাইকোর্ট। তার পরেই বিচারপতি বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, মানুষটি মারা গেলেন। এবার কি হবে? বিচারপতি বলেন, নিরাপত্তা দিতে বলা বা এলাকায় নজরদারি রাখতে বলার মানে সেখানে প্রয়োজন আছে বলেই কোর্ট বলেছে। সব ক্ষেত্রে একই নির্দেশ দেয় কোর্ট। এর মানে এই নয় যে সেটা হালকা ভাবে নেবে পুলিশ। মামলাকারীর আইনজীবী হলফনামা দিয়ে জানাবেন তার সঙ্গে আইও-র কী কী কথোপকথন হয়েছে।

বিস্ফোরণের ঘটনার এনআইএ তদন্তের দাবি সিদ্দিকীর

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ আগস্ট ঃ বিস্ফোরণের ঘটনার এনআইএ তদন্তের দাবি তুললেন বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। তিনি বলেন, বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তভার এনআইএ'কে দেওয়া দরকার। এই ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে রাজ্য সরকারের পদত্যাগ করা উচিত। মঙ্গলবার হাওড়ায় এক অনুষ্ঠানে এসে নওশাদ সিদ্দিকী আরও বলেন, বাংলায় বোমা তৈরি একটা শিল্পে পরিণত হয়েছে। সেখানে ল্যাব রয়েছে। সেখানে গবেষণা চলত। সেই বোমা সেখানকার তৃণমূল কর্মীরা সাপ্লাই দিত। এটা শাসক দলের ব্যর্থতা। এর তদন্ত এনআইএর হাতে দেওয়া উচিত।এটা সরকার চলছে না। সার্কাস চলছে। যেটা গুরুত্বপূর্ণ, প্রয়োজনীয় তা বাদ দিয়ে খেলা, মেলাতেই সরকার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অপাত্রে দান করায় রাজ্যের এই অবস্থা। অর্থনৈতিক অবস্থা এখানে তলায় নেমে গিয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নতি করতে গেলে সেরা অর্থনীতিবিদদের নিয়ে একটা কমিটি করা উচিত ছিল।
তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে আরও বলেন,ইন্ডিয়া জোটকে নিয়ে আমরা ভাবিনা। আমরা ভাবি দেশকে নিয়ে। ওই জোটের মধ্যে এমন কয়েকটা দল আছে যারা নিজ রাজ্যে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে। মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে। তারা দেশের গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না।সিদ্দিকী আরও বলেন, তোলা পুলিশ একা নেয়না। তার একটা ভাগ পুলিশ মন্ত্রীদেরও দিয়েছে। কিন্তু কোপ প।লো পুলিশের ঘাড়ে। থানা বা।।লে সমস্যার সমাধান হবেনা। থানায় পর্যাপ্ত পুলিশ দিলে সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে। এনআইএ তদন্তে এলে কোথা কোথা থেকে

টাকা যেত সব বেরিয়ে প।বে। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফ আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় হাওড়ার বাঁক।। নয়াবাজে। ওই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। তিনি সেখানে বলেন, পশ্চিমবঙ্গ দিবস হওয়া দরকার। কিন্তু যে ডেটটা বলা হচ্ছে তা নিয়ে আমরা সহমত নই। সকলের সঙ্গে আলোচনা করে এটা করা উচিত। বিল পাস করিয়ে নিয়ে মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া অনুচিত কাজ বলে আমি মনে করি। ১ বৈশাখ দিনটির একটা আলাদা পরিচয় রয়েছে। কয়েকটা দলকে নবান্নে ডেকে বিধানসভায় পাশ করিয়ে চাপিয়ে দেওয়া অনুচিত বলে মনে হয়। এই দিনটি ঠিক করার আগে মানুষের মতামত নেওয়ার দরকার ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁকে মনে করেছিলেন ডাকা প্রয়োজন তাঁদের ডেকেছেন। সর্বদলকে ডাকেননি। আমাদের ডাকা হয়নি। এছা।।ও যেসব দল বিধানসভা বা লোকসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তাদেরও ডাকা হয়নি।

পঞ্চায়েত গঠনের ২০ দিন পর ফুরফুরায় পঞ্চায়েত অফিস শান্তিতে খুলল

দুরন্ত বার্তা, হুগলি , ২৯ আগস্ট ঃ অবশেষে খুলল ফুরফুরা পঞ্চায়েত। গত ১০ ই অগস্ট দফায় দফায় অশান্তির মাঝেই বোর্ড গঠন করে তৃণমূল। তারপর থেকে থমথমে ছিল এলাকা। বোর্ড গঠনের ১৮ দিন পর মঙ্গলবার বিনা বাধায় এবং প্রশাসনের সহযোগিতায় খোলা হল পঞ্চায়েত। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে প্রশাসনিক কাজকর্ম। পঞ্চায়েত খোলার খবর পেতেই স্থানীয় বাসিঃদারাও তাঁদের প্রয়োজনীয় কাজ মেটাতে হাজির হয়েছেন পঞ্চায়েতে। পঞ্চায়েতের সদ্য নির্বাচিত উপপ্রধান মৃগাঙ্ক মোহন মাল জানান, এতদিন এলাকায় ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করে রেখেছিল আইএসএফ কর্মীরা। প্রশাসনিক সহযোগিতায় পঞ্চায়েত খোলা হয়েছে। তবে তিনি এও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, পঞ্চায়েত খোলা হল তো বটে, তবে স্বাভাবিকভাবেই পঞ্চায়েত পরিচালনা করে যাবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। আর তাতে আইএসএফের ওপরেই দায় ঠেলেছেন তিনি। আবারও অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন পঞ্চায়েত উপপ্রধান। যদিও আইএসএফ জেলা সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত হাঁসদা জানান, উপপ্রধানের অভিযোগ ভিত্তিহীন। বোর্ড গঠনের দিন সাধারণ মানুষের সঙ্গে পুলিশের গন্ডগোল হয়েছিল। এর সঙ্গে আইএসএফ যুক্ত নয়। প্রসঙ্গত, গত ১০ অগস্ট বোর্ড গঠন ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ফুরফুরা শরিফ। রীতিমতো অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। পঞ্চায়েত বোর্ড নিয়ে অশান্তির মাঝেই ঢিল পড়ে আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকির বাড়িতে।আর তাতে পরিস্থিতি আর তপ্ত হয়ে ওঠে। ফোকাসে চলে আসে নওশাদ সিদ্দিকি ও পুলিশের আকচাআকচি। কর্তব্যরত এক পুলিশ কর্মীর সঙ্গে রীতিমতো আঙুল উঁচিয়ে শাসাতে দেখা গিয়েছিল নওশাদকে। সেদিন নওশাদকে একেবারেও অন্য ভূমিকায় দেখা যায়। সেদিনের পর থেকে বন্ধ ছিল ফুরফুরা পঞ্চায়েত। তার প্রভাব ছিল পরবর্তী আরও ১০ দিন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৭০ সংখ্যা, বুধবার, ১২ ভাদ্র, ১৪৩০

বাংলার রাখি উৎসব

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলায় রাখি উৎসব পালন করেছিলেন। সেই সময়ে ফোণ্ডডরেসন হল (মিলন মন্দির) থেকে শুরু করে নাখদা মসজিদ পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে শোভাযাত্রা করে বাংলা ভাগ করার বিরোধিতা করেছিল। লর্ড কার্জজনের বিরদ্ধে স্লোগান উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটে নিজের কণ্ৎে গেয়ে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ মিছিল করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিল মুসলিমরা। তিনি সেই সময়ে সবার হাতে রাখি পরিয়ে দিয়েছিলেন। বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করেছিলেন বাগবাজারের বসু বাড়িতে। সেখানে হিন্দু মুসলমান এক হয়ে রাখি পরে শপথ গ্রহণ করেছিলেন যে বাংলা ভাগ তারা রুখবে। এই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাস বিহারী ঘোষ, মনমোহনথেকে শুরু করে শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী।

সম্পাদকীয় সেই সময়ে বাংলায় শুরু হয়েছিল রাখি উৎসব। মিলন উৎসব বলা যেতে পারে।

১৯০৫ সালে ৯ নভেম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে ছিল পান্তির মাঠ। সেই মাঠ এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগর কলেজ হোস্টেল তৈরি হয়েছে। সেখানেই ব্রিটিশ সরকারের 'কার্লাইল সারকুলার' এর উত্তর দিতে প্রস্তুত ছিলেন রাজা সুবোধ মল্লিক। কার্লাইল শিক্ষা দফতরের কর্তা ছিলেন। ১৬ অক্টোবর বাংলার ভাগ করার পরে ২১ অক্টোবর 'কার্লাইল নির্দেশিকা' প্রকাশ হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ সহ আরও স্বদেশ প্রেমিকেরা ছাত্র সমাজকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার ডাক দিলেন। তার ফলে হিন্দু মুসলিম এবং ছাত্র তরুণ সমাজ বাংলার ভাগের বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করতে থাকলো। সারা বাংলার জুড়ে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত হল। সেই সময়ে ছাত্রদের বেত মেরে শায়েস্তা করতে ব্রিটিশ শিক্ষা প্রশাসন নির্দেশ দিল। আন্দোলনরত ছাত্রদের সাজা দিতে নারাজ হলেন মাদারিপুরের স্কুলের প্রধান শিক্ষক কালীপ্রসন্ন দাশপুপ্ত। ফলে তাঁর চাকরি গেল। এ খবর এসে উপস্থিত হল কলকাতায়। স্বদেশি স্কুল গড়তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন বাংলার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ববৃন্দ। শিক্ষায় ব্যবস্থায় জাতীয় আবেগকে তৈরি করতে স্বদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া অত্যন্ত প্রয়োজন এটা অনুভব করতে পারলেন তাঁরা। সেই সময়ে এই পান্তের মাঠেই সিদ্ধান্ত নিলেন সুবোধ মল্লিক যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে হবে। তার জন্য তহবিল তৈরি করাটা খুবই জরুরী। তিনি এক লক্ষ টাকা দান করলেন এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে। সেই সময়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সভায় উপস্থিত ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাস, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্তসহ আরও অনেকে। তাঁরা তো সুবোধ মল্লিকের এই সিদ্ধান্তে প্রশংসা না করে থাকতে পারলেন না। সেই মঞ্চ থেকেই বরিশালের মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতাই তাঁকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করলেন। সভা শেষ হতে রাজা সুবোধ মল্লিকের ঘোড়া গাড়ি থেকে ঘোড়া খুলে নিয়ে তাঁকে গাড়িতে চাপিয়ে জনতাই তা টেনে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের তাঁর বাসস্থানে। রাজা সুবোধের অর্থ দানের প্রভাব গিয়ে পড়ল গৌরীপুরের জমিদার ব্রজকিশোর রায়চৌধুরীর দরবারে।

তালিবানদের হত্যালীলা

পাকিস্তান সেনারা তালিবানদের দলে ঢুকে রয়েছে সেই খবর পেয়েছিলেন চিত্র সাংবাদিক দানিশ সিদ্দিকি। দেশের সমস্ত সাংবাদিকেরা দেশ ত্যাগ করতে চাইছে অন্য দিকে চ্যানেল চালু রাখা একটি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে আফগান সাংবাদিকেরা। প্রকাশ্যে কোনও রকম ছবি তোলা সম্ভব হচ্ছে না বলেই গোপনে ছবি তোলার আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছে। তালিবানরা যদি টের পায় যে কোনও সাংবাদিক ছবি তুলছে তাহলে তাদের ক্যামেরার রিল নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। ছবিও বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। শুধু তাই নয় শারীরিক জোর দেখাতে গেলেই তাকে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। গত ১৫ আগস্ট তালিবানরা কাবুল দখল করার পরেই সংবাদ মাধ্যমের ওপরে চড়াও হতে শুরু করে দিয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার ওপরে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে দিয়েছে। অতীতে তালিবানদের চেয়ে বর্তমান তালিবানরা আরো বেশি নৃশংস। এটা প্রমাণ করা একেবারে অসম্ভব। কারণ প্রকাশ্যে ছবি তোলা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাস্তা ঘাটের ছবি তোলা বারণ। দিনর বেলায় গোটা কাবুল একেবারে কার্ফু এর মতো অবস্থায় থাকে। লোকজন নেই। রাস্তাঘাটে বেশি গাড়ি নেই। ঘরবাড়িগুলো সব দরজা জানলা বন্ধ। মনে হচ্ছে কাবুল একটি ভূতুরে শহরে পরিণত হয়েছে। টোলো নিউজের সাংবাদিক এবং মহিলা সাংসাবিকদের ওপরে হামলা হতে শুরু করে দিয়েছে। তালিবানরা তাদের সরকারি সম্প্রচারে বলা হচ্ছে যে তালিবানরা সংবাদ মাধ্যমকে স্বাধীনতা দিয়েছে। আসলে মুখে যেটা বলছে কাজের বেলায় ঠিক তার উল্টোটা করছে। কথার সঙ্গে কাজের কোনও মিল নেই। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতেই তালিবানরা এখন শুধু মুখেই কথা বলে গোটা ব্যাপারটাকে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। কাশ্মীর ব্যাপারে তালিবানরা মাথা গলাবে না বললেও স্বস্তিতে নেই দিল্লি। কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা হবে না বলে তালিবানরা বারবার আশ্বাস দিলেও দিল্লি কিন্তু তাদের কথায় বিশ্বাস করতে পারছে না। আইনজীবী থেকে শুরু করে বিচারকদের ধরে ধরে জেলে পুড়ে দেওয়া হচ্ছে। আবার কাউকে গুলি করে মেরে ফেলা হচ্ছে। যাদের ক্ষমতা রয়েছে তারা দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। আর যাদের আর্থিক ক্ষমতা নেই তারা সব কিছু ত্যাগ করে ঘরে বসে রয়েছে। তালিবানদের সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে। এছাড়া বাঁচার কোনও উপায় নেই। গান বাজনা খেলাধুলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রেস্তরাঁ, বার হোটেল সব বন্ধ। এর মধ্যে জানতে পারা গিয়েছে যে একজন লোকশিল্পীকে গলা কেটে মেরে ফেলা হয়েছে। কাবুলের ব্যস্ত রাস্তায় তার দেহ প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। এদিকে আফগানিস্তানের জাতীয় কোচ বলেছেন, মাত্র দুই জন খেলোয়াড় দেশ ছেড়ে পালাতে পেরেছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

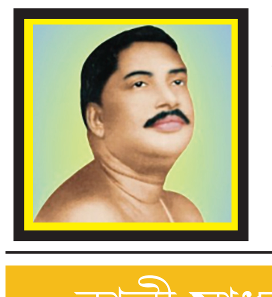

কারো সাহায্য যখন তুমি না পাও, তখন পিতার কাছে যাও। সে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। কৃতজ্ঞতাবোধ থাকতে হবে নচেৎ অমানুষ সেই সন্তান।

রামকৃ

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

বামাক্ষ্যাপা বলেছেন, কালী শক্তির সঙ্গে আত্ম শক্তির মিলন রয়েছে। তারাপীঠের সাধক বামাক্ষ্যাপা সবাইকে আত্মশিক্ষা দান করে থাকেন। আত্ম শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। মা কালীর শিক্ষা সবাইকে গ্রহণ করতে হবে। কালীকে মাতার সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে থাকবে। না হলে কিন্তু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব সব জানি বলে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে।

আলিপুর বোমা মামলা

জবানবন্দি ঃ রাজসাক্ষী নরেন হত্যাকারী কানাইলাল দত্ত

রবীন্দ্র কুমার শীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

(রাজসাক্ষী হওয়ার জন্য নিজেদের বিপ্লবী বন্ধু নরেন গোঁসাইকে জেলের মধ্যে হত্যা করলেন কানাইলাল দত্ত এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ফলে তাঁদের ফাঁসি হয়েছিল। কানাইলাল দত্তের মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দিলেও বিশাল জনতা সেখানে উপস্থিত হয়ে শোভাযাত্রা করে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিতে দিতে শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়েছিল। তাতে ইংরেজ সরকার ভয় পেয়ে যায়। ইংরেজ পুলিশ এই বিশাল জনসমাবেশকে সামাল দিতে পারেনি।পরে সত্যেনের মৃতদেহ দেশবাসীর হাতে তুলে দেয়নি ইংরেজ প্রশাসন। তারা জেলের মধ্যেই সত্যেনের মৃতদেহ পুড়িয়ে দিয়েছিল। চিতাভস্ম তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় শেষকৃত্যের জন্য)

নরেনের স্বীকারোক্তি পরের অংশ ঃ ছোটলাট সাহেব স্যার এনড্রু ফ্রেজার হাওড়া হইতে উত্তর দিকে যাইতেছিলেন। আমাকে আদেশ দেওয়া হয় যে আমি আগে গিয়া রেললাইনের উপর বোমা রাখিয়া আসিব। লাট সাহেবের গাড়ি উড়াইবার কাজে ছিলাম। আমি, বারীন, বিভূতি এবং উল্লাসকর চন্দননগরে গিয়াছিলাম। আমি প্রথমে শ্রীরামপুরে যাই এবং বারীন চন্দননগরে যায়। আমি সন্ধ্যার সময়ে চন্দননগরে পৌঁছি। এইটা দেওয়ালির সময় হইয়াছিল (১৯০৭ নভেম্বর)। এবার বোমাটা ফাটে নাই। আমরা চন্দননগরে শরৎ ঘোষের বাড়িতে ছিলাম। বোমাটি একটি লোহার গ্লাসের মত, তার ওপরে চাকতি ছিল। আমার সঙ্গে একটা লম্বা দড়ি ছিল। আমি, বারীন, উল্লাসকর ও প্রফুল্ল চাকী ছিলাম। শান্তি ঘোষও ছিল।

ইহার তিন চার দিন পরে আবার আমাকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আমি আর একটা বোমা লইয়া যাই। এবারও বোমাটা গ্লাসের মতো লোহার একটা গোল বস্তু ছিল। প্রথমে মানকুণ্ডে ট্রেনে যাই। সেখান হইতে হাঁটিয়া সন্ধ্যায় যাই গন্তব্যস্থলে, পরে কাজ সারিয়া গঙ্গা পার হইয়া ট্রেনে শ্যামনগর হইতে শিয়ালদহ পৌঁছি।

নারায়ণগড়ে যে লাটসাহেবের গাড়ি উড়াইয়া দেবার চেষ্টা হয়, তাহাতে আমি ছিলাম না। কিন্তু বারীন, উল্লাসকর এবং তাহার কয়েকজন ছিল। একথা বারীনই আমাকে বলিয়াছেন। এই সময়ে আমি কাশী ছিলাম। সুবোধ মল্লিকও সেখানে ছিলেন। নারায়াণগড়ের কথা তাঁর সঙ্গে হয়। কোনও ফল না হওয়ায় তিনি দুঃখিত হন। আমি যখন বিদায় নিয়ে আসি, তখন তিনি বলেন- 'বারীনকে ধন্যবাদ দিবে।' আমি কথাটা বুঝিতে না পারিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'অনেকদিন থেকে তো চেষ্টা চলছে। যদিও দল হয়নি, তবু ধন্যবাদ তার প্রাপ্য।" আমি ফিরিয়া আসিয়া অরবিন্দবাবুকে এই কথা বলিলে, তিনিও বলেন, "হ্যাঁ, একবার হয়নি, আবার হবে।"

চন্দননগরে আর একটা ব্যাপার হয়। সেখানে যে মেয়র আছেন, তাহার ডিনারে যাওয়ার সময় তাঁহার উপরে বোমা মারিবার কথা হয়। তিনি নাকি ইতিপূর্বে পুলিশের সাহায্যে স্বদেশী সভা বন্ধ করেন। তাই সব নেতারাই তাঁকে জীবিত রাখা পচ্ছন্দ করেন না। আমরা প্রথমে হেমচন্দ্র দাসের বাড়িতে যাই। আমি বারীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করি," মেয়রকে মেরে লাভ কি? বারীন উত্তর করেন, " দেখ, টাকার দরকার। মেয়রকে খুন করলে, অনেক জমিদাররা আমাদের দলে আসবে।" আমি বলি, 'চন্দননগরে এমন জমিদার কে আছেন? বারীন বলেন, ' কেন উত্তরপাড়ার জমিদারবাবুরা রয়েছেন। মিশ্রীবাবু তো এর মধ্যেই ২০০ টাকা দিয়া সাহায্য করেছেন। আরও হাজার টাটা পাওয়া যাবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম- মিশ্রিবাবু কে? বারীন বললেন, -' কেন জান না, রাজা প্যারীমোহন মুখার্জির জ্যেষ্ঠ পুত্র।'

আমরা যখন চন্দনগর পৌঁছি তখন সন্ধ্যাকাল। চারুবাবু তখন গঙ্গার ধারে বসিয়া ছিলেন। তিনি আমাদের দলের চন্দননগর এলাকার বিশিষ্ট নেতা। আমরা একটু দূরে ছিলাম। তিনি একটি ছেলেকে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দেন। ছেলেটি অল্পবয়স্ক, নাম নরেন। নরেন আসিয়া বলে, চারুবাবু চান মেয়রকে দুনিয়া থেকে সরাইতেই হইবে। আমরা মেয়রের বাড়ির দিকে গিয়া পার্শ্বের একটি গলিতে অপেক্ষা করি। আমরা মানকুণ্ডু ট্রেনে আসিয়া সেখান হইতে দুই মাইল হাঁটিয়া চন্দননগর যাই। মেহদাস, নিরাপদ

রায়, উল্লাসকর দত্ত, ইন্দুভূষণ রায়, বারীন, বিভূতি ও আমি ছিলাম। হেমবাবুর বাড়ি হইতেই তিনটি বোমা ও একটি ক্যানভাস ব্যাগ নিয়া আসিয়াছিলাম। ইন্দুভূষণ বোমাটা নিক্ষেপ করে কিন্তু কোন ফল হয় নাই। তারপরে আমরা গঙ্গা পার হইয়া শ্যামনগরে যাই এবং সেখান হইতে ট্রেনে শিয়ালদহ পৌঁছেছি। আমার হাতে যে রিভালবারটি ছিল সেটা মেদিনীপুরের সত্যেনের। চন্দননগর হইতে আসিয়া রিভালবারটি মানিকতলায় জমা দিই।

এই যে চারুবাবুর কথা বলিয়াছি, তাঁহার পুরা নাম চারুচন্দ্র রায়। তিনি চন্দননগর ডুপ্লে কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক। কানাইলাল দত্ত তাঁহারই শিষ্য, প্রিয় ছাত্র। ইহার অল্পদিন পরে কুষ্ঠিয়ার একটি সাহেব- হিকেন বোথামকে গুলী করা হয়। কিন্তু তাহাতেও কোনও ফল হয় নাই। আমি ক্ষুদিরামকে জানিতাম। তাহাকে যে মজঃফরপুর পাঠানো হয় তাহা আমি জানি। আমি পূর্ণ সেনকে জানিতাম। শুনিয়াছি ক্ষুদিরাম ও পূর্ণ তমলুকে এক সঙ্গে পড়িত। ক্ষুদিরামের একটি মোকদ্দমায় পূর্ণ সেন ক্ষুদিরামের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিল কিনা আমি জানি না। দেবব্রত একজন সন্ন্যাসী মানুষ। সত্যেন্দ্র বসু রাজনারায়ণ বাবুর ভ্রাতুস্পুত্র। সত্যেন্দ্রই ক্ষুদিরামকে মেদিনীপুরে মোকদ্দমার হাত হইতে বাঁচায়। সমিতিতে অরবিন্দ ছিলেন বড়কর্তা, বারীন ছোটকর্তা।" নরেন গোঁসাই-এর স্বীকারোক্তি সত্য মিথ্যায় জড়িত। হিকেন বোথামকে গুলী করার সঙ্গে বারীন্দ্রকুমার কিংবা তার দলের কোন সম্পর্ক ছিল না। ভবানী মন্দির পুস্তকে বোমা তৈরি এবং সাহেব হত্যার কথা ছিল এও সত্য নয়।

ক্রমাগত পাঁচদিন পর পর নরেনের সাক্ষ্য চলল। গোঁসাই-এর সাক্ষ্যের পূর্বে মামলার আসামী ছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ইন্দুভূষণ রায়, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ, নলিনীকান্ত গুপ্ত, শচীন্দ্রকুমার সেন, পরেশচন্দ্র মৌলিক, কুঞ্জলাল সাহা, বিজয়কুমার নাগ, নগেন্দ্রনাথ বক্সী, পূর্ণচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র কানুগো, অরবিন্দ ঘোষ, অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, দীনদয়াল বসু, সুবীরকুমার সরকার, কৃষ্ণজীবন সান্যাল, হৃষিকেষ কাঞ্জিলাল, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ধরণী গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অশোক নন্দী, বিজয়রত্ন সেনগুপ্ত, মতিলাল বসু, শিশির সেন, হেমচন্দ্র সেন এবং বীরেন্দ্র সেন। গোঁসাই-এক স্বীকারোক্তির ফলে নূতন কবে. গ্রেফতার করা হল- চারুচন্দ্র রায় (চন্দননগর), ইন্দ্রনাথ নন্দী, যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয় ভট্টাচার্য, হৃষি দাস, দেবব্রত বসু এবং সত্যেন্দ্র বসু।

নরেন গোঁসাই নিম্ন আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছিল। কিন্তু সেসন আদালতে সাক্ষ্য দিবার পূর্বেই কানাইলাল এবং সত্যেন বসু তাকে গুলী করে হত্যা করে ৩১ শে জুলাই। কারণ, শুনা গিয়েছিল ১লা সেপ্টেম্বর তার সাক্ষ্য হবে সাংঘাতিক। বহু লোককে চড়িয়ে সে সাক্ষ্য দিবে বিপ্লবীদের বিষয়ে। তাই সত্যেন নিজে রাজসাক্ষী হবার আছিলায় হাসপাতালে গিয়ে তাকে হত্যা করে। কানাইলাল তাকে সাহায্য করে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কানাইলালের গুলীতেই সে নিহত হয়। কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ উভয়ে এই উদ্দেশ্যে বাইরে থেকে জেলের মধ্যে রিভলবার এনেছিলেন। রিভলবার দিয়ে এসেছিলেন চন্দননগরের শ্রীশ চন্দ্র ঘোষ। শ্রীশবাবু এবং চন্দননগরের আরও দু-একজন আসামীদের সঙ্গে আত্মীয়তার ভান করে জেলের গিয়ে দেখা করে আসতেন। আদালতে গোঁসাই-হত্যা মামলায় বিচার আরম্ভ হলে কানাইলাল নির্ভীকভাবে বলল - I decline to plead not guilty.. বিচারক ঃ তুমি কোন উকিল দিবে? কানাই- না। সাক্ষ্য প্রমাণ গৃহীত হবার পরে বিচারক পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন- তুমি যা বলেছ তা কি ঠিক? কানাই- নরেন গোঁসাইকে আমি খুন করেছি। সত্যেন সেখানে ছিল, কিন্তু খুনের ব্যাপারে সে অংশ গ্রহণ করে নি। তার সম্পর্কে আমি আগে যা বলেছি তা সত্য নয়। আমি একাই খুন করেছি। কানাইলাল পূর্বে বলেছিলেন যে সত্যেনে ও তিনি দুজনে মিলে গোঁসাইকে হত্যা করেছেন। কিন্তু বিচারে সত্যেনকে জড়াবার মত যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ নেই দেখে পরে নিজের কথার কিছু পরিবর্তন করেছিলেন। বিচারক- তুমি এই রিভালবার কোথায় পেয়েছিলে?

কানাইলাল- ক্ষুদিরামের আত্মা আমাকে এ দিয়ে গেছে। বিচারক- তুমি আর কিছু বলবে? কানাই- না। কানাই গ্রেপ্তার হবার আগে বি-এ পরীক্ষা দেন এবং মৃত্যুর পূর্বে জেনে যান যে তিনি পাশ করেছেন। চন্দননগর ডুপ্লে কলেজের ফরাসী দেশীয় অধ্যক্ষ মামলায় সাক্ষ্য দেন। তিনি বলেন, "কানাইলালের স্বভাব ছিল যেমন ভাল, পড়াশুনায়ও সে তেমনই ভাল ছিল।" বিচারে কানাইলাল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। ১০ ই নভেম্বর তাঁর ফাঁসি হয়। সত্যেনের অপরাধ সম্পর্কে অধিকাংশ জুরী সন্দেহ প্রকাশ করেন। বাঙ্গালী জুরী তিনজনই সত্যেনকে নির্দোষ বলেন। দায়েরা জজ তাদের সঙ্গে একমত না হয়ে বিষয়টি হাইকোর্টে পাঠিয়ে দেন। ১১ই অক্টোবর হাইকোর্টের বিচারে সত্যেন্দ্রকেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ২১ শে নভেম্বর তাঁর ফাঁসী হয়। সত্যেন্দ্রনাথের ফাঁসীর পর জেলে শ্রীঅরবিন্দের নিকট জনৈক শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী বলেন- Mr. Ghosh, Satyen died quite like an English man. শ্রীঅরবিন্দ একটু হাসিয়া বলিয়াছিলেন- Yes, the highest tribute you can offer.ধরা পড়ার পরেই বারীন্দ্রকুমারের মনে হয় যে তাঁর বা তাঁর সহকর্মীদের দ্বারা বিপ্লবকার্য্যের আর কিছুই হবে না। এই অবস্থায় আদালতে প্রচারের সুযোগ গ্রহণ করলেই দেশের তরুণ দল তাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবে এবং তারাই একদিন সশস্ত্র বিপ্লব সম্ভব করে তুলবে। এজন্য তিনি নিজে যা কিছু করেছেন সবই প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর এই মতে অন্যান্য যাদের টানতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন উল্লাসকর দত্ত এবং উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও দু-একজন। কিন্তু অরবিন্দ কোনপ্রকার স্বীকারোক্তি করার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু বারীন্দ্রকুমার তাঁর কথা না শুনেই স্বীকারোক্তি করেন (ক্রমশঃ)

জম্মু কাশ্মীরে পাক জঙ্গিদের তৎপরতা বৃদ্ধি

জম্মু কাশ্মীরে পাক জঙ্গিদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জেতার পরই পাকিস্তান ভারত সীমান্তে জঙ্গিদের উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে। যতদিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাইডেন থাকবেন ততদিন পাকিস্তান চেষ্টা করছে ভারতকে উত্তেজিত করতে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ঘোরতর পাকিস্তান বিরোধী প্রেসিডেন্ট। তিনি পাকিস্তানকে জঙ্গি রাষ্ট্র বলে আখ্যা দিতে কসুর করছেন না। তিনি চাইছেন পাকিস্তান নামক ইসলামিক দেশটি পৃথিবীর মানচিত্র থেকে একেবারে সরে যাক। পাকিস্তানকে আর্থিক দিক দিয়ে সমস্ত সহায়তা বন্ধ করার পক্ষে বাইডেন। তিনি পরিস্কার করে বলেছেন, যে পাকিস্তান এবং চিন যেভাবে আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি ভেঙে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে যা একেবারে মানবিকতাবাদ বিরোধী। আন্তর্জাতিক আইনকে পরোয়া করছে না এই দুটো দেশ। যেভাবে চিন সাগর, ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত সাগরের ওপরে চিন তাদের আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করে চলেছে। তাইওয়ান দখল নিতে চায় চিন। চিনের আগ্রাসী নীতি বিশ্বকে বিপর্যয়ের মুখে ফেলে দিচ্ছে। চিন বরাবরই আমেরিকার দাদাগিরিকে অপচ্ছন্দ করে এসেছে। চিন চাইছে না আমেরিকা সারা বিশ্ব জুড়ে দাদাগিরি চালিয়ে আসুক। চিনকে জব্দ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন বাইডেন। তিনি চিনা পণ্য বয়কট করার ডাক দিয়েছিলেন। চিন যাতে বেশি শক্তিশালী না হয়ে ওঠে তার জন্য দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন বাইডেন। চিন সাগরের আমেরিকার, ভারত, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ার সেনাবাহিনীর মহড়া চলেছিল। এই মহড়ার আয়োজন করেছিল পেন্টাগণ। আবার ভারত আমেরিকার চিন ভারত সীমান্ত এলাকায় সেনা মহড়া শুরু করেছে। তাতে চিন আপত্তি করেছে। চিনের বিরুদ্ধে সামরিক অবরোধ কীভাবে গড়ে তোলা যেতে পারে তার দিকে নজর রাখ তে শুরু করে। আর্থিক অবরোধ এবং সামরিক অবরোধ করলেই চিন আর বেশি দূর অগ্রসর হয়ে পারবে না। চিনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ভারতকে কব্জা করা। ভারতকে যদি কব্জা করা যায় তাহলে বহু সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। ভারত এমন একটি স্থানে রয়েছে যেখান দিয়ে পৃথিবীর যে কোনও স্থানে অতি সহজে চলে যাওয়া সম্ভব। কোনওভাবেই কেউই বাধা দিতে পারবে না। জলপথ দিয়ে ভারত থেকে বিশ্বের যে কোনও স্থানে অতি সহজে যাওয়া সম্ভব। ইংল্যাণ্ড ভারতে এসে শাসন করেছিল জলপথ ধরে। জলপথ ধরে ইংরেজ সেনা ভারতে আসে। ফলে ভারতের জলপথ দিয়ে অতি সহজেই বিশ্বের যে কোনও স্থানে চলে যাওয়া সম্ভব। জলপথ ধরে ভারতের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করা যেতে পারে। যদিও এখন বায়ুপথ তৈরি হয়েছে। তাতে অতি দ্রুত ভারতের সঙ্গে ব্যবসার সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। কিন্তু জলপথ একটি ব্যবসার বিশিষ্ট অংশ। জলপথ বাদ দিতে কোনও রকমভাবে ব্যবসার উন্নতি করা যায় না। বাণিজ্য ব্যবসায় জলপথকে অবলম্বন করে এগিয়ে যেতে হয়। ভারতের ওপরে বিশ্বের বহু শিল্প উন্নতি দেশগুলোর লক্ষ্য রয়েছে। যদিও ভারত তার ব্যবসার পরিকল্পনা রয়েছে। চিন বরাবার চেয়েছে ভারতকে কব্জা করতে। কিন্তু পারেনি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমেরিকা। আমেরিকা বরাবর বাধা দিয়েছে চিনকে। চিনকে ভারত দখল করতে দেয়নি আমেরিকা। ভারত চিন যুদ্ধে ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল আমেরিকা। সেই সময়ে চিন ভারতের বহু স্থান দখল করে নেয়। আমেরিকার চাপে পড়ে সেই সময়ে চিন বাধ্য হয়ে ভারতে বহু স্থান ছেড়ে চলে গিয়েছিল। চিন সেনাদের ইচ্ছাই ছিল যে সব ভারতের স্থানগুলো দখল করে নিয়েছে সেই সব স্থানগুলোকে ছেড়ে দেবে। কিন্তু আমেরিকার চাপে পড়ে রাষ্ট্রপুঞ্জ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো চিনকে ভারতের অধিকৃত স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে। চিনকে দখলীকৃত স্থান ত্যাগ করতে হবে। ফলে বাধ্য হয়ে চিন সেনাকে দখল করা ভারতের স্থানগুলো ছেড়ে দিতে হয়। এমনকী সেই সময়ে ম্যাকমোহন লাইন তৈরি করা হয়েছিল।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়ে এসে গিয়েছেন জো বাইডেন। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তিনি এতখ ানি চিন বিরোধী ছিলেন না। তিনি চিনের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক রাখার পক্ষে ছিলেন। ফলে চিনের সঙ্গে আমেরিকার ব্যবসার একটি ব্যালান্স ছিল। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা চিনের সঙ্গে কোনও রকমভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রবণতা দেখাননি। তিনি চাইতেন চিনকে পাশে রেখে আমেরিকার ব্যবসা বৃদ্ধি করতে। কিন্তু বাইডেন প্রেসিডেন্ট হয়ে আসতেই চিনের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করার পথ খুঁজতে লাগলেন। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একটি মারাত্মক কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে আমেরিকা থেকে বিশ্বের বিভিন্ন নাগরিকদের বের করে করে দেওয়া। বিশেষ করে এশিয়াবাসীদের।

ইউক্রেন রুশ যুদ্ধ আর কতদিন?

রাশিয়ার অস্ত্র আদ্দিকালে বদ্যি বুড়ো হয়ে গিয়েছে। মার্কিনরা যেসব অস্ত্র ইউক্রেনকে দিচ্ছে তা দিয়ে ইউক্রেন সেনারা অতি সহজেই রাশিয়ার কামান থেকে শুরু করে জাহাজ এবং বিমান ধ্বংস করে দিচ্ছে। এদিকে রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধ করতে পারছে না। প্রতিদিনই রাশিয়ার কয়েক কোটি টাকা খরচ হযে যেতে শুরু করে দিয়েছে। রাসিয়া এবারে কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করেছে। তারা বলছে যেসব ইউক্রেনবাসীরা রাশিয়াতে গিয়ে থাকবে তাদেরকে মোটা অঙ্কের টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু কেউ রাশিয়াতে গিয়ে বসবাস করতে চায় না। ইউক্রেনবাসীরা বেশ আনন্দের সঙ্গে ইউক্রেন স্বাধীনতা দিবস পালন করেছে। তাতে রাশিয়া একেবারে বিপদে পড়ে গিয়েছে। ইউক্রেনের শত্রুদেশগুলিও এখন জেলেনস্কির ভক্ত হয়ে গিয়েছে। ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনও কিভে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি ইউক্রেনবাসীদের সঙ্গে স্বাধীনতা দিবস পালন করেন। ইউক্রেনরা এবারে বেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইউক্রেন দিবস পালন করেছিল। রাশিয়ার বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে ছিল। সেই সব স্লোগান সারা বিশ্ব জুড়ে সম্প্রচার করা হয়। তাতে রাশিয়া বিপদে পড়ে গিয়েছে। সেই কারণে রাশিয়া এখন প্রস্তাব দিতে শুরু করে দিয়েছে ইউক্রেনের কোন নাগরিক রাশিয়াতে এসে বসবাস করলে তাকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে এবং রুবল দিয়ে অর্থ সাহায্য করা হবে। কিন্তু ইউক্রেনবাসীরা রাশিয়ার এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করেছে। তারা পরিস্কার করে বলে দিয়েছে রাশিয়াকে ইউক্রেন ছেড়ে চলে যেতে হবে। আফগানিস্তানে যেমন রাশিয়া সেখানে গিয়ে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি ঠিক সেই রকম ইউক্রেনে এসে রাশিয়া বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না। আমেরিকা জার্মান, ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের অস্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না রাশিয়ার অস্ত্র। রাশিয়ার বহু অস্ত্র একেবারে সেকালের। তাদের কোনও শক্তি নেই বলতে গেলে চলে। আমেরিকা, ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং জার্মানদের বিমান অনেক বেশি শক্তিশালী। তার ফলে রাশিয়ার বহু ক্ষতি হচ্ছে।

ইউক্রেনে নেটো খাঁটি করতে দেওয়া হবে না এটাই হচ্ছে রাশিয়ার মূল লক্ষ্য। নেটো প্রভাব থাকলে রাশিয়ার আধিপত্য একেবারে কমে যাবে সেটা স্পষ্ট করে বুঝতে পেরে গিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। সেই কারণে তিনি ইউক্রেনকে একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দিতে চান। ইউক্রেন শরনার্থীদের নিয়ে পাশে আমেরিকা এসে দাঁড়িয়েছে। এদিকে আমেরিকা রাশিয়ার বিরুদ্ধে সরাসরি অস্ত্র ধরেনি। বিশ্বের অধিকাংশ দেশ যখন রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ সম্পর্কে রুশ বিরোধী কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে তখন আমেরিকার তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের কথা বলে একেবারে থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমেরিকার এই ধরনের দাদাগিরি আচরণকে বহু নেটো দেশ মেনে নিতে পারছে না। তারা মার্কিন শক্তির কাছে কিছুই নয়। কিন্তু তারা প্রকাশ্যে আমেরিকার আচরণে ক্ষুব্ধ সেটা পরিস্কার করে দিয়েছে। তার ফলে এখন আমেরিকা তাদের খুব খানিকটা সংশোধন করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এখন তো ইউক্রেন একেবারে ধ্বংসে পরিণত। এটাই কি আমেরিকা চাইছিল। জানতে পারা গিয়েছে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট পুরোপুরি আমেরিকাকে সমর্থন করতে পারছিলেন না। কারণ আমেরিকা রুশ আগ্রাসন নীতির ব্যাপারে খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। তারা রাশিয়াকে কোনও রকমভাবে প্রতিরোধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চায় না সেটা পরিস্কার করে বলে দিয়েছিল। তাই ইউক্রেন আগে থেকে হুঁশিয়ারী দিতে শুরু করে দিয়েছিল যে কোনও সময়ে রাশিয়ার দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে ইউক্রেন। তখন কিন্তু আমেরিকার সহযোগিতা প্রয়োজন। এদিকে ইউক্রেনে এই অবস্থা দেখে আতঙ্কিত তাইওয়ান। চিন এখন তাইওয়ানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তবে তারা মার্কিন অস্ত্রকে ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে। চিন জানে মার্কিন অস্ত্রের খুব ধার। বিজ্ঞানে আমেরিকা এগিয়ে রয়েছে। নেটোর হাত থেকে রক্ষা পেতে রাশিয়ার এখন ইউক্রেনকে খুবই দরকার। সেই কারণে ইউক্রেনকে রাশিয়া ছেড়ে দিতে চায় না। ইউক্রেনকে নিজেদের দখলে রাখ তে চায় রাশিয়া। আমেরিকাকে সামরিক দিক দিয়ে চাপ দিতেই ইউক্রেন অধিকার করতে চায় রাশিয়া। আমেরিকা সেটা হতে দেবে না পরিস্কার হয়ে গিয়েছে।

কলকাতার ইতিহাস ঃ রাজভবনের চিনা কামান

কলকাতার রাজভবনের চিনা কামানটি সবাই রাস্তায় দিয়ে হাঁটার সময়ে উঁকি মারলে দেখতে পাবেন। একেবারে রাজভবনের সমানে রাখা রয়েছে। চারটি চাকার ওপরে ডানাওয়ালা ড্রাগনের মূর্তি। ড্রাগনের মুখ দিয়ে আগুনের হল্কা বের হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি। সেই ড্রাগনের পিঠে কামানটি বসানো রয়েছে। ড্রাগনের দুই পাশে ডানাগুলি এমনভাবে বসানো রয়েছে তাতে মনে হচ্ছে ড্রাগনটি উড়ে যাবে। এই জন্য এই কামানটির নাম 'দ্য ফ্লাইং ক্যানন'। ১৮৪২ সালে কামানটি আনা হয়েছিল চিনের নানকিং থেকে। সেখানকার আফিম যুদ্ধের পরে সন্ধির স্মারক হিসাবে। সেই সময়ে ভারতের গর্ভনর জেনারেল ছিলেন লর্ড এডওয়ার্ড ইলেনবোরো। তিনি নানকিং থেকে চিনা স্মারকটি গ্রহণ করে তাঁর বাসভবন রাজভবনের সামনে রেখে দিয়েছিলেন। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ব্রিটিশ সেনা এবং চিন সেনাপতি ও রাজপারিবারের সঙ্গে। ভারতের ব্রিটিশ সেনা আধিকারিক ছিলেন ভাইস অ্যাডমিরাল স্যার ইউলিয়াম পার্কার এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল ছিলেন স্যার হাগ গগ (১৮৪২)। এই কামানটির মধ্যে

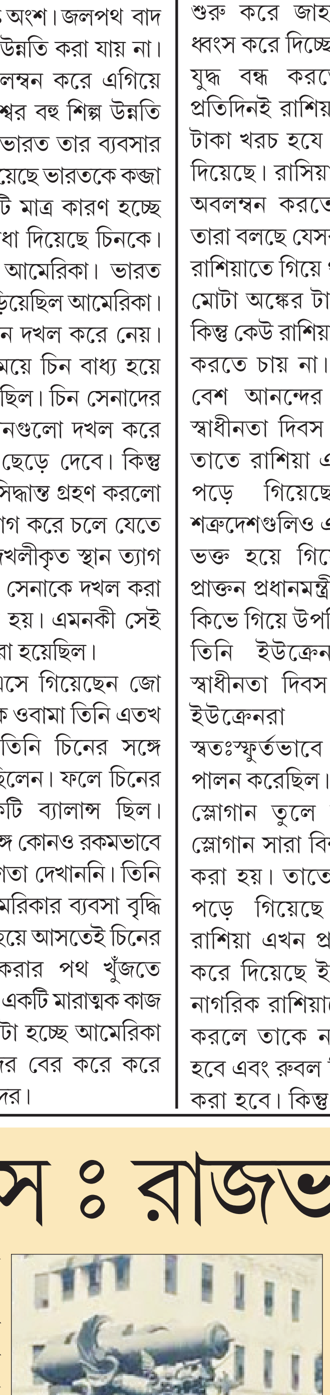

চিনা ভাষায় কিছু লেখা রয়েছে। সেগুলোর বিবরণ কারোর জনা নেই। তবে রাজভবনের ইতিহাসের পাতা.য় নিশ্চয় লেখা রয়েছে। কলকাতা ময়দানে অক্টারলনি মনুমেন্ট যা আজকে শহিদ মিনার হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে সেটা কিন্তু একটি বিজয় স্মম্ভ। ইংরেজ সেনাদের নেপাল জয়ের স্মারক এটি। এই শহিদ মিনারের সঙ্গে বাংলা তথা স্বাধীন ভারতের কোনও জড়িত নেই। আজকের যুগের ছেলেমেয়েরা শহিদ মিনারের আসল ইতিহাস জানে না। ইতিহাস না মেনে এখন সব নাম বদল হতে শুরু করে দিয়েছে। রাইটার্স বিল্ডিংস এর ইতিহাস বলতে গেলে কেউই বলতে পারবে না। বাঙালির ইতিহাস চর্চা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। ইংরেজদের ঐহিত্যকে নষ্ট করে দেওয়ার মানসিকতা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে বহু লোকেরা। কিন্তু ব্রিটিশদের ইংরেজি ভাষা শিখবো বিদেশের সঙ্গে যোগ রাখতে। ইংরেজি ভাষা তো উপনিবেশ ভাষা। ইংরেজরাই বাংলার ভাষার উন্নতি করেছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ তৈরি হয়েছিল সাহেবদের হাত ধরেই। শ্রীরামপুর মিশনে বাংলা ভাষার চর্চা হতো।

বিভিন্ন দাবীতে বিক্ষোভ বুটার

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৯ আগস্ট ঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দুর্নীতি ও র‍্যাগিংমুক্ত করার বার্তা নিয়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির (বুটা) পক্ষ থেকে মঙ্গলবার গোলাপবাগ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজবাটি পর্যন্ত মিছিল এবং রাজবাটি ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্টারকে সংশ্লিষ্ট দাবিগুলি নিয়ে একটি ডেপুটেশনও দেওয়া হয় শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে। সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয় এই মুহূর্তে সারা রাজ্যজুড়ে ১৯টা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন স্থায়ী উপাচার্য নেই। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি রাজ্যবাসী আগে কোনদিন হয়নি। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দুই মাস যাবত কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী উপাচার্য নেই। স্থায়ী উপাচার্যের অভাবে গবেষণাপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে পড়ে আছে শুধু উপাচার্যের দ্বারা চূড়ান্ত পর্যায়ে পরীক্ষক নির্বাচন না হওয়ার কারণে। প্রায় ২৬টির মতো গবেষণাপত্র ও মূল্যায়িত হওয়ার পরও সংশ্লিষ্ট গবেষকরা শংসাপত্র পাচ্ছেন না। হোস্টেলে সুপরিস্থিতি ও শিক্ষা অনুকূল পরিবেশ ফিরিয়ে আনার কাজে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না। অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি গঠন করা যাচ্ছে না। সিসিটিভি লাগানোর জন্য অর্থ অনুমোদন করার কেউ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরের নিয়োগ, পদোন্নতি একেবারে বন্ধ। এই সমস্ত দাবি নিয়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকা, দপ্তরের আধিকারিক কর্মচারী এবং ছাত্র-ছাত্রীরা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্টারের কাছে ডেপুটেশন দেন তারা। তারা বলেন, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এতদিন ধরে সুনামের সঙ্গে চলে আসা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এ হেন অবস্থা। ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের কথা চিন্তা করে শিক্ষক সমিতির সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আহ্বান জানান উচ্চ শিক্ষার অন্যতম প্রতিষ্ঠান বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই অবস্থার নীরব দর্শকের ভূমিকায় না থেকে প্রতিবাদ করার আহ্বান জানানো হয়। সংগঠনের সম্পাদক ভাস্কর গোস্বামী বলেন, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে উপাচার্য নাই। রাজ্য সরকারে বিভিন্ন দপ্তরে মন্ত্রী থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী না থাকলে যে সংকট দেখা যায়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানে উপচার্য না থাকায় সে রকম সংকট দেখা দিয়েছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৫জন গবেষক তাদের গবেষণাপত্র জমা দিতে পারছে না, এতে তাদের শিক্ষা জীবনে কয়েকটা মাস বাদ পরে যাচ্ছে। অবিলম্বে শিক্ষা ক্ষেত্রে এই সংকট মেটাতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য এবং মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্যোগ নিতে হবে।

ভাদু নাচ-গান সারা ভাদ্রজুড়ে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৯ আগস্ট ঃ ভাদুকে মানত করেই নাতনির মুখ দেখার সৌভাগ্য হয় প্রদীপ মেহেনার। সেকারণে ঢোলক থেকে ভাদুর মূল গায়েন। অনুগত ভক্তর মতো সারা মাস ভাদু নাচ গান করে থাকেন তিনি। বাড়ি নলহাটির কয়থার হাটতলা পাড়ায়। ভাদ্রমাসের পয়লা তারিখ থেকে সারা মাস ভাদুগান গেয়ে পার করেন প্রদীপ ও গদাই মেহেনারা। ভাদু অন্তজ দেবী হিসেবে পরিচিত হলেও গ্রাম বাংলায় ভাদুর প্রভাব কম নয়। ভাদু গায়েনদের মেয়ে। বাপের বাড়ি মেয়ে ছেড়ে গেলে, যেমন কষ্ট হয়, তেমনি কষ্ট হয়। সারা বছর ভাদু লোকশিল্পীরা অপেক্ষায় থাকেন পরের বছরের জন্য। ভাদর মাসব্যাপী নিত্য পূজার পর, তারা গেয়ে ওঠেন ঢোল, কাঁসর আর হারমোনিয়ামের সুরে- 'আমার ভাদু সোনার যাদু। আবার এসো মোর ঘরে। সকলের দুখের হয় যে বিনাশ। ভাদুর পুজা যেই করে।' সমাজ সচেতনতার কাজ ভাদু গান বরাবর করে থাকে। নেচে নেচে এক কলি গানও গেয়ে শোনান তিনি, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ভাদু গানে আমরা আবেদন করি তোমারে। আবার কখনও- 'ভাদু বাঁচার মত বাঁচতে গেলে শিখতে হবে লেখা পড়া। খেটে খুটে মরে যারা। ছেলে পুলে নিয়ে ভাদু, মরে তারা।' জনা আটেক মিলে ভাদু গানের দল। মূল গায়েন প্রদীপ মেহেনা, কার্তিক মণ্ডল। নিজের বাড়িতে ভাদু পুজো হয়। তিনি জানান, পাশের গ্রামে এক শিল্পীর কাছ থেকে মাটির ভাদু মূর্তি বানানো হয়। প্রতি দিন ফুল জল দেওয়া হয়। মন্ত্রতন্ত্র জানি না। যেটুকু হয় ভক্তিতে। ভাদ্র মাসের প্রথম আর সংক্রান্তির দিন অর্থাৎ শেষ দিন ব্রাহ্মণ পুজো করে দেয়। তারপর পুকুরে ভাসানো হয়। ভাদু চলে গেলে মনে কষ্ট হয়। এই ভাদর মাস ছাড়া সারা বছর মাঠে ঘাটে চাষ করি।

ছেলে ধরা গুজবে উত্তাল ময়নাগুড়ি

দুরন্ত বার্তা, ময়নাগুড়ি, ২৯ আগস্ট ঃ জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমহনি এলাকায় ছেলে ধরা সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গাছে বেঁধে বেধড়ক মার দিল স্থানীয় বাসিন্দারা। ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে গিয়ে স্থানীয়দের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশকেও। হামলা হয় পুলিশের গাড়িতে। আটক করা হয়েছে ছেলে ধরা সন্দেহে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে। জানা গেছে এদিন দোমহনি বর্মনপাড়ায় এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘুরতে দেখে স্থানীয়রা। ছেলে ধরার গুজবে তারাই ওই ব্যক্তিকে আটকে গাছে বেঁধে বেধড়ক মারধর করে। ঘটনার খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে গিয়ে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে। পুলিশের একটি গাড়িতেও ভাঙচুর চালানো হয়। ভাঙচুর করা হয় একটি বাইকেও। ঘটনার পর ময়নাগুড়ি থানার বিরাট পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। উন্মত্ত জনতার হাত থেকে গাছে বেঁধে রাখা যুবককে উদ্ধার করে পুলিশ। তার শরীরে আঘাত থাকায় তাকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিরাট পুলিশ বাহিনী।

কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণ দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২৯ আগস্ট ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাসকের দপ্তরে মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যু বার্ষিকী দিবস। কবি কাজী নজরুল ইসলাম আজীবন ছিলেন আপোষহীন। সত্যকে সত্য বলেছেন, মিথ্যাকে মিথ্যা। দৃঢ়কণ্ঠে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। তার সৃষ্টি 'বিদ্রোহী' কবিতা তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারকে উৎখাতের আন্দোলনে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে মুখে মুখে। এক সময় কবিকে গ্রেফতার করা হয়। কবি ২৩ বছরে শিল্প-সাহিত্যকে যা দিয়েছেন, তা বাংলা তথা বিশ্বপরিমণ্ডলে অমূল্য এক সম্পদ। তাই কাজী নজরুল ইসলাম এখনও প্রাসঙ্গিক। কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ এবং সৈনিক। দারিদ্র্যের কারণে মাত্র ১০ বছর বয়সেই পরিবারের ভার বহন করতে হয়েছে তাকে। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কিছুদিন কাজ করার পর তিনি পেশা হিসেবে বেছে নেন সাংবাদিকতা। মঙ্গলবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাসকের দপ্তরে কাজী নজরুল ইসলামের ছবিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি ও ভূমি রাজস্ব) অনির্বাণ কোলে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরে আধিকারিক মহুয়া মল্লিক, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পাঁশকুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান নন্দ মিশ্র সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। নাচ, গান, আবৃত্তির মাধ্যমে উদযাপন করা হয় দিনটি।

ভিন রাজ্যে ফের মৃত বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ আগস্ট ঃ ফের বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হল। এবার অসমে রেলের কাজ করতে গিয়ে টাওয়ার থেকে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল মালদার এক শ্রমিকের। সূত্রের খবর, মৃতের নাম ছোটু মোমিন। বয়স মাত্র ২১ বছর। মাত্র দু'মাস হল অসমে কাজ করতে গিয়েছিলেন ছোটু। জোড়হাটের তিতাবর এলাকায় রেলের ঠিকা শ্রমিকের কাজ করছিলেন তিনি। আর সেই কাজ করতে গিয়েই প্রাণ হারালেন। মিজোরামে রেলের নির্মীয়মাণ সেতু ভেঙে রাজ্যের ১১ জন পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ক্ষত এখনও টাটকা। তারই মধ্যে ফের আরেক পরিযায়ীর প্রাণহানির খবর মিলল। ভেঙে পড়েছে পরিবার। পরিবারের অভিযোগ, এখানে কাজ না থাকার জেরেই ভিনরাজ্যে কাজ করতে যেতে হয়েছে। সোমবার রাতে মৃত্যুর খবর পৌঁছয় পরিবারে। ছোটুর বউদি আমিনুর বিবি জানান, দেওর টাওয়ার থেকে রেললাইনে পড়ে মারা গিয়েছে, এমনই শুনেছেন তাঁরা। মালদহের ইংরেজবাজারের নঘরিয়া এলাকার বাসিন্দা ছোটু মোমিন। এলাকার বাসিন্দা রেজাউল হকের অভিযোগ, রাজ্যে যে কোনও কাজ করলে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা পাওয়া যায়। আর বাইরে এই আয় অনেকটা বেশি। সেই কারণে কার্যত বাধ্য হয়ে জেলার অনেকেই বাইরে যান কাজ করতে।

শিশুশ্রম রুখতে চলল অভিযান

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ আগস্ট ঃ শিশুশ্রম রুখতে এবারে শ্রম দপ্তরের হানা ইংলিশ বাজার ব্লকের একাধিক এলাকায়। মঙ্গলবার ইংলিশ বাজার ব্লকের বিনোদপুর অঞ্চলের সাতটারী এবং অমৃতি অঞ্চলের বানিয়াগ্রাম সহ একাধিক এলাকায় অভিযান চালালেন জেলা শ্রম দপ্তরের আধাকারিক ও চাইল্ড লাইন দপ্তরের আধিকারিকরা। এদিন ইংলিশ বাজার থানার অন্তর্গত মিল্কি ফাঁড়ির পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সাতটারী গ্রামের একাধিক কার্পেট কারখানা গুলোতে অভিযান চালান শ্রম দপ্তরের আধিকারিকরা। পাশাপাশি অমৃতি অঞ্চলের বানিয়াগ্রামে কার্পেট কারখানা সহ বাজারের মিষ্টির দোকান গুলোতেও অভিযান চালান শ্রম দপ্তর ও চাইল্ড লাইন দপ্তরের আধিকারিকরা। এবিষয়ে বিনোদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাজু মিয়া জানান, শ্রম দপ্তর ও চাইল্ড লাইন দপ্তর খুব ভালো উদ্যোগ নিয়েছে। ভারতবর্ষের আইন অনুযায়ী শিশু শ্রম একটি অপরাধ মূলক কাজ। যারা শিশুদের ব্যাবহার করে কম পয়সায় বেশী মুনাফা লাভের চেষ্টা করছে তাঁদের বিরুদ্ধে সরকার কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। পাশাপাশি যদি এই এলাকায় কোনো শিশু শ্রমিক কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে তাহলে তারা নিজেদের উদ্যোগেই সেই কারখানার মালিক বা দোকানের মালিককে প্রশাসনের কাছে তুলে দেবেন বলে জানান পঞ্চায়েত প্রধান রাজু মিয়া।

OFFICE OF THE COUNCILLORS, BARUIPUR MUNICIPALITY
Kulpi Road, Baruipur, South 24 Pgs, Kolkata - 700144

E-Tenders are invited from reputed Agency/Contractor for Supplying Electrical materials at different wards under Baruipur Municipality. **NIT.-WBMAD/ULB/BM/NIT-12(e)/2023-24, Bid Last date: 12.09.2023 upto 12 Noon.**
Website: http://wbtenders.gov.in

Sd/-
By Order,
Executive Officer, B.M.

Office of the **Digsui Hoerah Gram Panchayat**
Vill.+P.O.: Digsui, P.S.- Mogra, Dist.- Hooghly, Pin – 712148

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of **"Construction of Pucca Drain from H/o. Kurban to H/o. Bablu Karmakar at Mamudpur-13"** vide **e-NIT No.: 227/DHGP/2023-24, Date: 29.08.2023**. Bid Submission Start Date: On any working day from **30.08.2023 at 10:00 AM.** Last Date of Application & Bid Submission End Date: **18.09.2023 up to 05.00 PM.** Date of Opening: **20.09.2023 at 02.00 PM.** For more details please visit **https://wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Pradhan,
Digsui Hoerah Gram Panchayat

স্প্যাঙ্গেল মার্কেটিং লিমিটেড

রেজি. আফিসঃ পি-১০৩, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, ৩য় ফ্লোর, রুম নং. ২৪,
কলকাতা-৭০০০৭২, ফোন ঃ ০৩৩-২২৩৭ ০৩৭৩ / ০৫২১
CIN : L51311WB1984PLC050209
ই-মেলঃ parida.1995@rediffmail.com, ওয়েবসাইটঃ www.spanglemarketing.in

৩৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ,
ই-ভোটিং তথ্যাবলী এবং বুক ক্লোজার তারিখ

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা কোম্পানি সদস্যদের অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, বেলা ১২.৩০ ঘটিকায় কোম্পানির রেজিস্টার অফিসে পি-১০৩, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, ৩য় ফ্লোর, রুম নং. ২৪, কলকাতা-৭০০০৭২।

সভার নোটিস যাহাতে উল্লেখ রয়েছে সাধারণ বানিজ্যিক বিষয়াবলী যা আলোচিত হবে এবং বার্ষিক প্রতিবেদন বছর সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩ ইমেল করা হয়েছে সেই সদস্যদের যাদের ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানি বা ডিপোসিটারি পার্টিসিপেন্টে এবং ফিজিক্যাল কপি পাঠানো হয়েছে পারমিটিড মোডে বাকি সকল সদস্যদের যাদের ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে।

অনুসারী বন্দোবস্ত অধীন ধারা ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩, সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ২০ কোম্পানি আইন (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪, সংশোধনী এবং ধারা ৪৪ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫, কোম্পানি তাদের সদস্যদের সুবিধা দিচ্ছে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে আলোচ্য বিষয়ে যা পাশ করা হবে কোম্পানির ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায়। সদস্যরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে ব্যবহার করতে পারেন ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থা সভাস্থল ছাড়া যেকোন স্থানে উপস্থিত থেকে (ই-ভোটিং), কোম্পানি নিয়োগ করেছেন ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোসিটারি লিমিটেড (এনএসডিএল)-কে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করার সংস্থা হিসাবে।

(ক) সভার নোটিস আরও পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.spanglemarketing.in এবং উল্লেখিত নথিপত্রের কপি দেখার জন্য পাওয়া কোম্পানির রেজিস্টার অফিসে সমস্ত কাজের দিনে বানিজ্যিক সময়, সভার যে কোন তথ্য এনএসডিএল ওয়েবসাইটে-**www.evoting.nsdl.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে।

(খ) সদস্যদের আরও সূচিত করা যায় যে নোটিস সঙ্গে ভোটাধিকার বৈদ্যুতিনভাবে এবং তার নির্দেশাবলী পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে। রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা শুরু হবে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ৯.০০ ঘটিকায় এবং শেষ হবে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকায়। উল্লেখিত তারিখ এবং সময়ের পর রিমোট ই-ভোটিং বিবেচিত হবে না।

(গ) সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধার বিস্তারিত নির্দেশাবলী জানতে এজিএম নোটিস দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। যদি কোন প্রশ্ন থাকে রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত, সদস্যরা দেখতে পারেন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চান (এফএকিউ) এবং শেয়ারহোল্ডারদের ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল যা পাওয়া যাবে - www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড সেকশানে বা কল করতে পারেন টোল ফ্রি নাম্বারে ১৮০০-২২২-৯৯০ বা-www.evotingindia.com।

(ঘ) একজন্য সদস্য সভায় যোগ দিতে এবং ভোটদানে বিবেচিত হতে পারবেন বা নিয়োগ করতে পারবেন একজন প্রক্সি সভায় যোগ দিতে বা ভোটদান করতে নিজের পরিবর্ত হিসাবে এবং প্রক্সিকে কোম্পানি সদস্য হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রক্সি নিয়োগ করার প্রয়োজনীয় বৈধ হবে যা কোম্পানির রেজিস্টার অফিসে জমা করতে হবে সভা শুরু হওয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে।

(ঙ) কোন সদস্য রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোটদান করার পর সভায় যোগ দিতে পারবেন কিন্তু পুণরায় ভোট দেওয়ার জন্য বিবচিত হবেন না।

(চ) ব্যালট পেপারে ভোটাধিকারের সুবিধা পাওয়া যাবে সভাস্থলে এবং সেই সকল সদস্য যারা সভায় যোগ দিয়েছেন কিন্তু নিজের ভোট দেননি রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে তারা সভায় ভোটদান করতে পারবেন।

অনুসারী ধারা ৯১ কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং অনুসারী ধারা তৎপরবর্তী এবং ধারা ৪২ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা ২০১৫, সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই বন্ধ থাকবে শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে বৃহস্পতিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত (উভয় দিন সহকারে) কোম্পানির উল্লেখিত এজিএমের জন্য যা অনুষ্ঠিত হবে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।

যদি আরও কোন সহায়তা প্রয়োজন থাকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটাদানের বিষয়ে, সদস্যরা / বেনিফিসিয়াল ওনার্সরা যোগাযোগ করতে পারেন উল্লেখিত ঠিকানায় ঃ সহকারী ব্যবস্থাপক, এনএসডিএল, ৪ ফ্লোর, এ উইং, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার প্যারেল, মুম্বই-৪০০০১৩, ফোন ঃ ০২২-২৪৯৯৪৭৩৮, ইমেল ঃ-www.evoting.nsdl.co.in।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের আদেশানুসারে
স্প্যাঙ্গেল মার্কেটিং লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা / -
(অমিত কুমার গিরি)
কোম্পানি সচিব
এম. নং-এসিএস৬৫৮৪৬

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৯.০৮.২০২৩

শ্রী কৃষ্ণ জুট প্রোডাক্টস লি.

CIN : L17232WB1981PLC034372
রেজি. অফিস ঃ ১৩৮, ক্যানিং স্ট্রিট, ৩য় ফ্লোর, রুম নং. ৩২৬, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১
Email ID : skjpl1981@gmail.com, Website : http://www.skjpl.in

নোটিস

এতদ্বারা সূচিত করা যায় যে **৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা শ্রী কৃষ্ণ জুট প্রোডাক্টস লি. সদস্যদের অনুষ্ঠিত হবে বুধবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বেলা ১২.০০ ঘটিকায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম)।

অনুসারী হিসাবে সার্কুলার নং. ১৪ / ২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং. ১৭ / ২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সঙ্গে পঠিত সার্কুলার নং. ২০ / ২০২০ তারিখ ০৫ মে, ২০২০ (এমসিএ) এবং সার্কুলার নং. সেবি / এইচও / সিএফডি / সিএমডি১ / পি / ২০২০ / ৭৯ জারি করেছে সেবি (সার্কুলার), এবং ফিজিক্যাল কপি প্রেরণ করার চলমান অসুবিধার কারণে, এজিএম নোটিস কোম্পানির সদস্যদের পাঠানো হয়েছে, যাদের ইমেল রেজিস্টার্ড রয়েছে কোম্পানি / আরটিএতে ১৮ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে। **সদস্যরা আরও লক্ষ্য করবেন কোম্পানি পাঠাবে না এজিএম নোটিসের কোন ফিজিক্যাল / হার্ড কপি।**

উল্লেখ্য এজিএম অনুষ্ঠিত হবে ভিসি / ওএভিএম মাধ্যমে অনুসারী হিসাবে সার্কুলার, সদস্যদের শারিরীকভাবে উপস্থিতি স্থগিত করা হচ্ছে একইসাথে। আরও, প্রক্সি নিয়োগ করার সুবিধা পাওয়া যাবে না এজিএমে।

যে সকল সদস্যরা শেয়ার ধরে রেখেছেন ফিজিক্যাল মোডে যারা রেজিস্টার / আপডেট করাননি নিজেদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানির কাছে তদের অনুরোধ করা যায় রেজিস্টার / আপডেট করাতে কোম্পানি রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট স্কাইলাইন ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (এরপর উল্লেখ হবে আরটিএ) compliance@skylinerta.com ঠিকানায়।

দয়াকরে লক্ষ্য করবেন যে উল্লেখিত নথিপত্র পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.skjpl.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট যা হল দ্য মেট্রোপলিটন স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং এনএসডিএল ওয়েবসাইটে আরও evoting@nsdl.co.in।

আরও সূচিত করা যায় যে অনুসারী বন্দোবস্ত সেকশান ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩ সঙ্গে পঠিত রুল ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪ সংশোধনী এবং ধারা ২০১৫, কোম্পানি সদস্যদের সুবিধা প্রদান করছে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে এবং নোটিসে স্থির করা বানিজ্যিক সূচিতে এনএসডিএল দ্বারা প্রদত্ত রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে। সদস্যরা উল্লেখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করবেন ঃ

১. যে সদস্যরা শেয়ার ধরে রেখেছেন কাট-অফ তারিখে বৃহস্পতিবার ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, তারাই ভোট দিতে পারবেন বৈদ্যুতিন উপায়ে সাধারণ / বিশেষ বানিজ্যিক বিষয়ে যা স্থির রয়েছে এজিএম নোটিসে ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থায় ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোসিটারি লিমিটেড (এনএসডিএল) দ্বারা। ই-ভোটিং মেয়াদ শুরু হবে রবিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ৯.০০ ঘটিকায় চলবে মঙ্গলবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
২. কোম্পানির যে সকল সদস্যরা শেয়ার ধরে রেখেছেন হয় ফিজিক্যাল বা ডিমেটিরিয়ালাইজ ফর্মে, কাট-অফ তারিখে, তারা ভোট দিতে পারবেন বৈদ্যুতিন উপায়ে রিমোট ই-ভোটিং মোদে। যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারা এজিএমে যোগ দিতে পারবেন। যদিও, তারা এজিএমে ভোটদান করতে পারবেন না।

কোম্পানি দ্বারা নিযুক্ত হয়েছেন মিস প্রাচি বনশল, অনুশীলনরত কোম্পানি সেক্রেটারি, মে. প্রাচি বনশল অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস পরীক্ষক হিসাবে স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষতার সাথে ই-ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে।

কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই বন্ধ থাকবে শনিবার, ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে মঙ্গলবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য।

যদি কোন সহায়তা প্রয়োজন থাকে, দেখতে পারেন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চান্স (এফএকিউএস) সদস্যদের এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল সদস্যদের যা পাওয়া যাবে ডাউনলোড সেকশানে https://www.evoting.nsdl.com বা যোগাযোগ করতে পারেন এনএসডিএল-র সাথে ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯ ৭০০০। আরও সহায়তার জন্য রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত, সদস্যরা যোগাযোগ করতে পারেন এনএসডিএল সাথে ঃ ফোন নং. +৯১ ২২ ২৪৯৯৪৫৪৫, +৯১ ২২ ২৪৯৯৪৫৫৯।

শ্রী কৃষ্ণ জুট প্রোডাক্টস লি.-পক্ষে
স্বা /-
সুরজ কুমার ঝা
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 10197854

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৪ আগস্ট, ২০২৩

TARAKESWAR MUNICIPALITY
P.O. – TARAKESWAR * DIST. – HOOGHLY**
Memo No. Adm/1C-23/ 208 Dt. 29.08.23
NOTICE

This is to notify that Tarakeswar Municipalityhas declared finally SWM Bye- Law (Municipality Solid Waste Management Bye-Law, 2023) in our ULB dated on 17.02.2023. Earlier draft SWM Bye-Law resolution (Municipality Solid Waste Management Bye-Law, 2023) was published in the newspaper "Duranta barta, Morning India(E), & Vishwamitra (H) dated on 19.07.2023. as against the Memo no. Adm/1C-23/173 Dt. 18.07.23. The office of the Tarakeswar Municipality have not received any objection to the notification published in the above mentioned Newspaper regarding declaring draft SWM Bye- Law resolution, hence on 25.08.2023 BOC of the Tarakeswar Municipality declared final SWM Bye-Law (Municipality Solid Waste Management Bye-Law, 2023).

Sd/- Chairman
Tarakeswar Municipality

Office of The
Dhanara Gram Panchayat
(Khatra Panchayat Samity)
Vill: Bena, PO: Chaka, Block & PS: Khatra, Dist: Bankura, Pin: 722140
NIT-04/DGP/2023-24

Pradhan, Dhanara Gram Panchayat invites Tender for Leach Pit with silt chamber within Dhanara GP. Details of which are available at **www.wbtenders.gov.in** website and office notice board.

Sd/- Pradhan
Dhanara Gram Panchayat

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
"Notice Inviting e-Tender No.-"
WBMAD/UM/59/e-Tender/2023-24,
Dated: 28.08.2023,
(Construction of Proposed Two Storied UPHC in ward 17 Under Uluberia Municipality). Details are available in the **www.wbtender.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality

पंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) **pnb punjab national bank** (Govt. of India Undertaking) Oriental United

শস্ত্র সার্কেল অফিস ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা
আমতলা রোড, পদ্মপুকুর মোড়ের নিকট
পোস্ট ঃ বারুইপুর, কলকাতা-৭০০১৪৪
ফোন নং. ঃ ০৩৩ ২৪৩৩ ৫০৪৬,
ই-মেল ঃ cs8319@pnb.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইএমডি এবং নথিপত্র জমার শেষ তারিখ ও সময় (হার্ড কপি ও অনলাইনে) ঃ ১১.০৯.২০২৩ (বিকাল ৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)
ই-নিলামের তারিখ ও সময় ঃ ১২.০৯.২০২৩ (বেলা ১১.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪.০০ ঘটিকা)

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ সঙ্গে পড়তে হবে বন্দোবস্ত ধারা ৮(৬) নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় জনস্বার্থে এবং বিশেষভাবে গ্রাহক এবং জামিনদারদের উদ্দেশ্যে যে নিম্ন বর্নিত অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া রয়েছে ঋণদাতাকে, সংগঠিত / শারিরীক / প্রতীকি অধিগ্রহণ করা হয়েছে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ব্যাঙ্ক / ঋণদাতার তরফে , যা বিক্রয় করা হবে **''যেখানে যা আছে'', ''যা কিছু আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে''** নিম্ন সারণীতে বর্নিত তারিখে, বকেয়া পুণরুদ্ধার করতে ব্যাঙ্ক / ঋণদাতার তরফে উল্লেখিত গ্রাহক এবং জামিনদারদের কাছ থেকে।

সংরক্ষিত মূল্য এবং আয়ের মূল্য জমা করতে হবে উল্লেখিত সম্পত্তির ভিত্তিতে নিম্নেবর্নিত সারণীর উল্লেখ অনুসারে। বিক্রয় করা হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে **www.mstcecommerce.com** লিংক প্রদান করা হয়েছে ওয়েব পোর্টালে (**https://www.ibapi.in**)। জনসাধারণকে আহ্বান জানানো হচ্ছে নিজে বা অনুমোদিত ব্যক্তি মারফৎ দরপত্র জমা করতে।

লট নং.	ক) অ্যাকাউন্ট নাম (গ্রাহক) গ্রাহকের ঠিকানা খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ বন্ধকদাতা / মালিকের নাম (দায়ের তালিকা)	ক) দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ খ) দাবী বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বকেয়ার পরিমান (সঙ্গে পরবর্তী সুদ, দাবী, ব্যয়, মূল্য পুণরুদ্ধার বকেয়া যদি থাকে) গ) অধিগ্রহণ তারিখ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লাখ টাকায়) খ) ইএমডি গ) দর বর্ধিত	ক) ই-নিলামের নির্ধারিত তারিখ ও সময় খ) ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময় গ) নথিপত্র ও সম্পত্তি পরিদর্শন করার তারিখ
১	ক) সুব্রত মুখার্জি অ্যাকা. নং. ১১৫২৩০৬৭০৮৫৯৩ (এইচএল) পিতা-প্রয়াত নবকুমার মুখার্জি কালিকাপুর চন্দনপুর, রাধা নগর (রাজারহাট মেন রোডের কাছে) পোস্ট ও থানা-সোনারপুর, কলকাতা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১৫০। খ) বেয়োন্তা শাখা	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং বসবাসের বাড়ি রয়েছে জমির মোট এলাকা ১ কাঠা ৫ ছটাক ৩৭ ব.ফু. যার এলআর দাগ নং. ৩১৮ এবং ৩৬৬, খতিয়ান নং. ৫৫৪, জেএল নং. ৯, মৌজা-হাতিশালা, থানা ভাঙড় (পুরানো), এবং কেএলসি (নতুন), রাজারহাট মেন রোডের ধারে এবং **সম্পত্তির পরিসীমা ঃ** উত্তরে-মানিক দাসের সম্পত্তি, দক্ষিণ-মানিক দাসের সম্পত্তি, পূর্ব-৮ফুট চওড়া গলিপথ, পশ্চিম-দাগ নং. ৩৬৬ এবং **সম্পত্তি রয়েছে শ্রী সুব্রত মুখার্জি নামে,** যার বিক্রয় দলিল নং. ৩১৮৩ / ২০১৬ **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ০১.০৭.২০২১ খ) টাকা. ১২,৬২,২৩৫.১৭ গ) ০৫.০৮.২০২২	ক) টাকা. ২১,৮৮,০০০ /- খ) টাকা. ২,১৮,০০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ১২.০৯.২০২৩ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা) খ) ১১.০৯.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ০৮.০৯.২০২৩ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)
২	ক) মে. ই.এম. এন্টারপ্রাইজ অ্যাকা. নং. ঃ ০৩০০২৫০৩০৮৮৬১ ও ০৩০০৩০০০৫২৪৯২ মালিক ঃ মহ. ইলিয়াস মিস্ত্রি পিতা-প্রয়াত গওহর আলি মিস্ত্রি, গ্রাম-গোবিন্দপুর, পোস্ট-দক্ষিণ গোবিন্দপুর, থানা-সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১৪৫ খ) বারুইপুর চৌধুরি বাজার শাখা	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং নির্মিত বাড়ি রয়েছে যার দাগ নং. ৭৬, খতিয়ান নং. ১১৭, জেএল নং. ৮১, এলাকা-৮.৫ ডেসিমেল, মৌজা-গোবিন্দপুর অধীন লাঙলবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত রাস্তা, বারুইপুর বাইপাস নিকট (বারুইপুর হাইস্কুল) এবং **সম্পত্তি রয়েছে মহ. ইলিয়াস আলি মিস্ত্রি নামে,** রেজি. ডিড নং. ৫৮১৫/ ১৯৯২ এবং **সম্পত্তির পরিসীমা ঃ** উত্তরে- মুজিবর মিস্ত্রির সম্পত্তি, দক্ষিণ-বেগম মাসুম মিস্ত্রির সম্পত্তি, পূর্ব-১৮ ফুট রাস্তা, পশ্চিম-আরজিনা মিস্ত্রি। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ০৩.১২.২০১৯ খ) টাকা. ৪৭,৮৫,৯৩৫.০৫ গ) ০২.০৩.২০২০	ক) টাকা. ৪৪,৩৬,০০০ /- খ) টাকা. ৪,৪৩,৬০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ১২.০৯.২০২৩ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা) খ) ১১.০৯.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ০৮.০৯.২০২৩ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)
৩	ক) বিষ্ণুপদ নাথ অ্যাকা. নং. ঃ ২১৮৯৬০১৬০০০০৪৬ ও ২১৮৯৭০১১০০০০৭৪ পিতা-পান্নালাল নাথ, গ্রাম- মাতলা ২ নং. বাজার (ঘোষপাড়া লাইফ লাইন এক্স-রে ক্লিনিক নিকট, মসজিদের বিপরীতে), ক্যানিং টাউন, পোস্ট ও থানা-ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৩২৯ খ) বেতবেড়িয়া শাখা	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং নির্মিত বাড়ি / বানিজ্যিক বাড়ি যার আরএস দাগ নং. ৩৯৭০স এলআর খতিয়ান নং. ১২৩৭স জেএল নং. ৭৫, তৌজি নং. ২৬৯২/ ২৮৩৪ যার মোট এলাকা ৩.৩৩৬ ডেসিমেল, থানা-ক্যানিং এবং সম্পত্তি রয়েছে মসজিদের বিপরীতে, এক্স-রে ক্লিনিক নিকট, ঘোষপাড়া, মাতলা ২নং. বাজার, ক্যানিং টাউন, পোস্ট ও থানা-ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা এবং **সম্পত্তি রয়েছে বিষ্ণুপদ নাথ নামে,** রেজি. ডিড নং. ৭৭৫৪/ ২০১৩ এবং **সম্পত্তির পরিসীমা ঃ** উত্তরে- ৮ফুট কাঁচা মাটির রাস্তা, দক্ষিণ-খালি জমি, পূর্ব-গোবিন্দ নাথ এবং হীরারাম প্রামানিক এবং ৬ ফুট রাস্তা, পশ্চিম-মালিকের প্লট। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ০৮.০৩.২০২৩ খ) টাকা. ২৭,৮৩,৬৯৪.৯০ গ) ২২.০৫.২০২৩	ক) টাকা. ৭০,৫৩,০০০ /- খ) টাকা. ৭,০৫,৩০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ১২.০৯.২০২৩ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা) খ) ১১.০৯.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ০৮.০৯.২০২৩ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)
৪	ক) শ্রী দুধকুমার ঢালি অ্যাকা. নং. ০৬২৪৩০৮৩১৪১৯৪ (টিএল) ও ০৬২৪৩০৮৩১৭৭৭৪৮ (টিএল) পিতা-শ্রী নির্মল চন্দ্র ঢালি গ্রাম-কলাগেছিয়া, পোস্ট-সরিষা, থানা-ডায়মন্ড হারবার, পিন-৭৪৩ ৩৬৮ খ) সরিষা শাখা	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং বসবাসের বাড়ি রয়েছে আরএস ও এলআর দাগ নং. ৪৬১৮, আরএস খতিয়ান নং. ৬৫৮, এলআর খতিয়ান নং. ৩২৯৩ অংশীভূত এলআর খতিয়ান নং. ৮০১১, মৌজা, কামারপোল, জেএল নং. ৭৩, অধীন কামারপোল গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা-পারুলিয়া কোস্টাল, এডিএসআরও- ডায়মন্ড হারবার, এলাকা- কম বা বেশি ০৪.৬৬ শতক বাস্তু জমি। **সম্পত্তি রয়েছে শ্রী দুধকুমার ঢালি নামে,** যার নথিবদ্ধ দলিল নং. ১-১৬০৯০৩৪১৫ সাল ২০১৭, তারিখ ০৯.০৮.২০১৭ এবং **সম্পত্তির পরিসীমা ঃ** উত্তরে-০৬ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ-৫ ফুট চওড়া গ্রাম্য রাস্তা, পশ্চিম- দাগ নং. ৪৫৯৭ অধীন খালি জমি, পূর্ব- দাগ নং. ৪৫৯৬ অধীন খালি জমি। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ২০.১০.২০২২ খ) টাকা. ১১,৯৮,৪৫০.১২ গ) ৩১.০১.২০২৩	ক) টাকা. ৪০,০৯,০০০ /- খ) টাকা. ৪,০০,৯০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ১২.০৯.২০২৩ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা) খ) ১১.০৯.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ০৮.০৯.২০২৩ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)
৫	ক) শ্রী পুলক কুমার মন্ডল অ্যাকাউন্ট নং ঃ ৬৯২৬০০৯৯০০০০০১০ ও ৬৯২৬০০এনসি০০০০০১২৫ পিতা-প্রয়াত সুফল চন্দ্র মন্ডল গ্রাম-ধানবেড়িয়া, ওয়ার্ড নং. ০৭, পোস্ট ও থানা-ডায়মন্ড হারবার, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৩১। খ) ডায়মন্ড হারবার শাখা	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম স্থাবর সম্পত্তি (জমি এলাকা ০৩.৩৩ শতক) এবং নির্মিত বসবাসের বাড়ি, যার আরএস দাগ নং. ১০৯৪, এলআর দাগ নং. ১১৪৩, আরএস খতিয়ান নং. ১৫৫, জেএল নং. ১৪৩, তৌজি নং. ৩৭, মৌজা-ধানবেড়িয়া, ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা, বটতলা চৌরাস্তা মোড় এবং ধানবেড়িয়া হাইস্কুলের মাঝে, ওয়ার্ড নং. ৭ , থানা-ডায়মন্ড হারবার, সম্পত্তি রয়েছে পুলক কুমার মন্ডল নামে, পিতা-প্রয়াত সুফল চন্দ্র মন্ডল, ভায়া বিক্রয় কোবলা নং. ৪৭০৬/ ১৫ এবং সম্পত্তির পরিসীমা ঃ উত্তরে-বনমালি ঘড়াইয়ের বাড়ি, দক্ষিণ-অনুপ হালদারের বাড়ি, পূর্ব-কৃষ্ণা হালদার, পশ্চিম-৬ ফুট চওড়া ইটের রাস্তা। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ১৭.০৬.২০২১ খ) টাকা. ১৩,৪০,৭৯৩.৩১ ও টাকা. ৭,১৯,৮৩৫.০০ গ) ০৫.১০.২০২১	ক) টাকা. ২৭,০০,০০০ /- খ) টাকা. ২,৭০,০০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ১২.০৯.২০২৩ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা) খ) ১১.০৯.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ০৮.০৯.২০২৩ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)
৬	ক) শ্রী আব্দুল ওয়াহাব অ্যাকা. নং. ১২৫৪২১০০৩১১৫২ পিতা-প্রয়াত উনুচ আলি সেকলোন গ্রাম-উত্তর দেয়ারচক, পোস্ট-কুলেশ্বর, থানা-ডায়মন্ড হারবার, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭৫ খ) শ্রীচন্দহাট শাখা	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং বাড়ি অবস্থিত মৌজা-উত্তর দেয়ারচক, জেএল নং. ১৩১, আরএস খতিয়ান নং. ১২৭, এলআর খতিয়ান নং. ১১৩৪, হাল এলআর খতিয়ান নং. ১৭৪০, আরএস ও এলআর দাগ নং. ৭৪৫, জমির পরিমান ১০ ডেসিমেল (বাস্তু) ও কার্পেট এলাকা বাড়ির-গ্রাউন্ড ফ্লোর ৪৮০ ব.ফু. ও ১ম ফ্লেঞ্চর ৪৮০ ব.ফু. অধীন থানা ও এডিএসআরও-ডায়মন্ড হারবার, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **সম্পত্তির মালিক আব্দুল ওয়াহাব,** পিতা-প্রয়াত উনুচ আলি সেক, রেকর্ড বুক নং. ১, সিডি ভলি. নং. ৪, পাতা ৫০৯ থেকে ৫২০, বিক্রয় দলিল নং. ১-০১৮১৯ সাল ২০১০, তাং. ২৫.০৫.২০১০ ও বুক নং. ১, সিডি ভলি. নং. ৩, পাতা ৭৬৬৮ থেকে ৭৬৮২, বিক্রয় দলিল নং. ১-০২১৪০ সাল ২০১৩ তাং. ২৮.০৫.২০১৩, এডিএসআরও-ডায়মন্ড হারবার। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ২০.০২.২০২০ খ) টাকা. ৭,১৯,৬১৭.০০ গ) ১৯.১২.২০২০	ক) টাকা. ৯,৩৬,০০০ /- খ) টাকা. ৯৩,৬০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ১২.০৯.২০২৩ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা) খ) ১১.০৯.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ০৮.০৯.২০২৩ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)
৭	ক) রতন নস্কর অ্যাকা. নং. ঃ ১৫০৮৩০০০২০৪২০ গ্রাম-কৈবতপুর, পোস্ট-বেগমপুর, থানা-বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৮৭ খ) বারুইপুর রেলগেট শাখা	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জমি ও মৌজা-বেগমপুর, জেএল নং. ২৯, খতিয়ান নং. (আরএস) ৩১৯, এলআর খতিয়ান নং. ১৮৩৭, দাগ নং. ১৬০১, এলাকা-৪ ডেসিমেল, বিল্ডিং এরিয়া-৪৭৪ ব.ফউ., অধীন থানা-বারুইপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, **মালিক রতন সরকার,** ডিড নং. ৭৮২২/ ২০১৫ তারিখ ১৫.০৯.২০১৫। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ০৩.০২.২০১৭ খ) টাকা. ৬,৮১,০০৪.০০ গ) ১৯.০৪.২০১৭	ক) টাকা. ১৭,৬৫,০০০ /- খ) টাকা. ১,৭৬,৫০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ১২.০৯.২০২৩ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা) খ) ১১.০৯.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ০৮.০৯.২০২৩ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)
	ক) মে. রুচি বুটিক অ্যাকা. নং. ঃ ০১২৮২৫০০১০৬২৭, ০১২৮২০আইবি০০০০০০৪৪ ও ০১২৮২৩০০০৩৭৪৫৭ মালিক ঃ সুষমা সিং মল্লার গেট, বিবিটি রোড, মহেশতলা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১৪২। খ) বজবজ শাখা	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জমি সঙ্গে একতলা বাড়ি বাস্তু জমি পরিমাপ ২ কাঠা ৩ ছটাক ২৮ ব.ফু. কম বা বেশি, অবস্থিত রয়েছে মৌজা-গনিপুর, জেএল নং. ১৩, আরএস দাগ নং. ৩৮২, তৌজি নং. ৬৪, খতিয়ান নং. ৭৬১, অধীন অংশ দাগ নং. ৩৮৩, হোল্ডিং নং. এইচ২-১৩৩/ নতুন, গনিপুর আশ্রম পাড়া রোড, অধীন মহেশতলা পৌরসভা, ওয়ার্ড নং. ১৫, থানা-মহেশতলা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১৪১ এবং **সম্পত্তি রয়েছে সুষমা সিং নামে,** স্বামী অনিল কুমার সিং **ও অনিল কুমার সিং,** পিতা রাম তপেসা সিং, রেজি. সেল ডিড নং. ১-০৪১৩৫/ ২০১১ এবং **সম্পত্তির পরিসীমা ঃ** উত্তরে- দাগ নং. ৩৭৯ অংশ। দক্ষিণ- ৬ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ, পূর্ব-অধীর আইচ এবং শ্রীমতি শান্তি তামাংয়ের জমি,পশ্চিম- দাগ নং. ৩৮২ অংশ। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ১৪.১২.২০২২ খ) টাকা. ১০,৮৯,৪৩৩.২৫ গ) ১৯.০৫.২০২৩	ক) টাকা. ২৩,৬৮,০০০ /- খ) টাকা. ২,৩৬,৮০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ১২.০৯.২০২৩ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা) খ) ১১.০৯.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ০৮.০৯.২০২৩ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)

-ঃ নিয়ম ও শর্তাবলী ঃ-

বিক্রয় করা হবে শর্ত এবং নিয়মাবলী পালন করে যা প্রস্তাবিত আকারে রয়েছে নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা ২০০২ এবং উল্লেখিত আরও শর্ত মোতাবেকঃ-
১. সম্পত্তি বিক্রয় হবে **''যেখানে যা আছে'' এবং ''সেখানে কি আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে''** ভিত্তিতে।
২. সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণী উল্লেখ রয়েছে উপরোক্ত সারণীতে যা স্বীকৃত আধিকারিকের সর্বশেষ জানা তথ্যের ভিত্তিতে, কিন্তু অনুমোদিত আধিকারিক কোন ত্রুটি, ভুল তথ্য বা এই ঘোষনার কোনরূপ ভ্রান্তির জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।
৩. বিক্রয় করা হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে যা দেওয়া হবে ওয়েবসাইটে-**https:// www.mstcecommerce.com**।
৪. বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী বিক্রয়ের, দয়াকরে দেখুন-**www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app & www.pnbindia.in**।
৫. বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী ই-নিলাম বিক্রয়ের জানতে দরপত্র জমা করার পূর্বে এবং ই-নিলাম বিক্রয়ে অংশ নেওয়ার পূর্বে তথ্য জানতে যোগাযোগের ব্যক্তি -**শ্রী দেব আনন্দ শর্মা, চিফ ম্যানেজার, মোবাইল নং. ঃ ৯৫২৩৩২০২৬০।**
৬. সফল দরদাতা (যদি একটিমাত্র দর জমা পড়ে সেক্ষেত্রে একটি বর্ধিত দর রাশি প্রয়োজন থাকবে বিক্রয় সুনিশ্চিত হতে) জমা করতে হবে এফিডেভিট অনুমোদিত অধিকারিকের কাছে শারিরীক উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির নথিপত্র যাঁচাইয়ের জন্য (যদি প্রয়োজন থাকে)।
৭. সমস্ত বিধিসম্মত বকেয়া / পরিচারক চার্জ / অন্যান্য বকেয়া সঙ্গে রেজিস্ট্রেশান চার্জ, স্ট্যাম্প খরচ, কর, পরিবহণ খরচ, জিএসটি ইত্যাদি বহন করতে হবে ক্রেতাকে।
৮. সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণী সারণীতে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত যা সর্বশেষ তথ্যমতে অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে, কিন্তু অনুমোদিত আধিকারিক কোন ত্রুটি, ভুল তথ্য বা এই ঘোষনার কোনরূপ ভ্রান্তির জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।
৯. দরদাতাদের দ্বায়িত্ব থাকবে পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হতে নিজেদেরকে সম্পত্তির বিষয়ে এবং নির্দিষ্টভাবে দর জমার পূর্বে।
১০. নিলামের অর্থ প্রদানের জন্য করতে হবে ডিডি / নগদ/ এনইএফটি / আরটিজিএস মাধ্যমে যার **অ্যাকাউন্ট নং. ঃ ০৩০০২০৩১৭১১১৬০, আইএফএসসি নং. ঃ পিইউএনবি০০৩০০২০ পিএনবি-র, শাখা চৌধুরি বাজার, বারুইপুর, নাম-পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক।**

১৫ দিনের বিধিসম্মত বিক্রয় নোটিস অধীন সারফেইশি আইন, ২০০২

তারিখ ঃ ২৮.০৮.২০২৩
স্থান ঃ বারুইপুর

স্বা /- শ্রী দেব আনন্দ শর্মা, চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

চোখের নীচে কালচে দাগ? ঘরোয়া উপায়েই সমাধান করতে পারেন

কাজের চাপ, স্ট্রেস, অনিদ্রা, রাত জাগা, অত্যধিক মোবাইল দেখা -

ফল চোখের তলায় কালি অথবা ডার্ক সার্কেল। দিনের পর দিন চোখের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়লে, আশপাশের ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে চোখের তলায় কালচে ছোপ পড়ে। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই বাজারচলতি নানা ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার করেন। কিন্তু সেই সব প্রসাধনী যে সবার ক্ষেত্রে ভাল কাজ করে, তা কিন্তু নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রাকৃতিক উপাদান কাজে লাগিয়েও কিন্তু চোখের নীচের কালো দাগ থেকে মুক্তি মিলতে পারে। জেনে নিন, ঘরে থাকা সাধারণ কিছু উপাদান দিয়ে কী ভাবে দূর করবেন ডার্ক সার্কেল। **শসা এবং আলুর মাস্ক ঃ** শসা এবং আলুর মধ্যে প্রাকৃতিক ব্লিচিং গুণ রয়েছে, ফলে ডার্ক সার্কল কমাতে খুবই ভাল কাজ করে। শসার রসের সঙ্গে আলুর রস মিশিয়ে নিন। এতে তুলো ভিজিয়ে ডার্ক সার্কেলের উপর লাগিয়ে রাখুন মিনিট পনেরো। তারপর চোখ ধুয়ে ফেলুন। **টমেটো রস এবং পাতিলেবুর রস ঃ** টমেটোর রস এবং লেবুর রস উভয়ই ত্বকের কালচে দাগছোপ দূর করতে দুর্দান্ত। ১ টেবিল চামচ টমেটোর রসের সঙ্গে ১ চা চামচ পাতিলেবুর রস মিশিয়ে নিন। ডার্ক সার্কেলে এই মিশ্রণটি লাগিয়ে রাখুন প্রায় ২০ মিনিট। তারপর মুখ ধুয়ে ফেলুন। তবে চোখের চারপাশে কোনও কিছু লাগানোর আগে অবশ্যই প্যাচ টেস্ট করিয়ে নিন। **আমন্ড অয়েল এবং অ্যালোভেরা জেল ঃ** আমন্ড অয়েল ময়েশ্চারাইজার হিসেবে অত্যন্ত ভালো। বিভিন্ন ভিটামিন সমৃদ্ধ এই তেল ত্বক ভালো রাখতে সাহায্য করে। চোখের চারপাশে আমন্ড অয়েল দিয়ে হালকা ম্যাসাজ করলে ত্বক টানটান হয়, কালো ছোপও ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। টাটকা অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা আমন্ড তেল মিশিয়ে নিন। ডার্ক সার্কেলের উপর এই মিশ্রণটি দিয়ে খানিকক্ষণ ম্যাসাজ করুন। সারা রাত রেখে দিতে পারেন এ ভাবেই। পরদিন ভাল করে মুখ ধুয়ে ফেলুন। **গোলাপ জল এবং দুধ ঃ** গোলাপ জল এবং দুধের মাস্ক ডার্ক সার্কেল হালকা করতে খুব কার্যকর। একটি ছোটো পাত্রে ১ টেবিল চামচ দুধের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ গোলাপ জল মিশিয়ে নিন। চোখের নীচের অংশে এই মিশ্রণটি ভাল ভাবে লাগিয়ে ২০ মিনিট রাখুন। শুকিয়ে গেলে ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার আগে অনুগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

প্রাকৃতিক উপাদানগুলিতেই বাড়বে জেল্লা

জেল্লাদার, মসৃণ ত্বকের স্বপ্ন সকলেরই থাকে। তার জন্য আমরা কত ধরনের নামীদামী প্রোডাক্টই না ব্যবহার করি। কিন্তু কেনা প্রোডাক্টে কেমিকেল থাকায় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার একটা ঝুঁকি থেকেই যায়। তাই অনেকেই বাজারজাত পণ্য ছেড়ে প্রাকৃতিক জিনিসের উপরই বেশি ভরসা করেন। বাড়িতেই বানিয়ে নেন ত্বক পরিচর্চার নানা সামগ্রী। ঘরোয়া রূপচর্চায় এমন কিছু জিনিস আমরা ব্যবহার করি, যেগুলি বহু যুগ ধরেই ভারতীয় স্কিন কেয়ার রুটিনে ব্যবহার হয়ে আসছে। জেনে নিন তেমনই কিছু প্রাকৃতিক উপাদান সম্পর্কে।

হলুদ- ভারতীয় রূপচর্চায় হলুদ অন্যতম প্রধান উপাদান। অগুনতি গুণে ঠাসা এই মশলা। হলুদে রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য। যা ত্বকের লালচেভাব কমায় এবং ত্বক উজ্জ্বল করে তোলে। নিম অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিফাঙ্গাল বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ নিম ত্বকের নানা সমস্যার সমাধান করে নিমেষেই। বিশেষ করে, ত্বকের ব্রণ-পিম্পল এবং দাগছোপ কমাতে নিমের জুড়ি মেলা ভার। **চন্দন-** চন্দন তার সুগন্ধের জন্য বিখ্যাত। পাশাপাশি ত্বকের যত্নেও অত্যন্ত উপকারী। চন্দন ত্বকের জ্বালাপোড়া, চুলকানি প্রশমিত করে এবং জেল্লাও বাড়ায়। **গোলাপ জল-** ত্বকের পরিচর্যায় গোলাপ জলের ভূমিকা অপরিসীম। গোলাপ জল ত্বকের লেভেলের ভারসাম্য বজায় রাখে, ত্বক হাইড্রেট করে এবং নিস্তেজ ত্বকে প্রাণ ফেরায়। **অ্যালোভেরা-** ত্বকের জন্য খুবই উপকারী প্রাকৃতিক উপাদান অ্যালোভেরা। এটি শুষ্ক ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করে, প্রদাহ কমায়, উজ্জ্বলতা বাড়ায় এবং ত্বকের তারুণ্যতা বজায় রাখে। **বেসন-** বেসনের ফেসপ্যাক ব্যবহারে ত্বকের মরা চামড়া দূর হয় এবং উজ্জ্বলতা বাড়ে। এছাড়া, ত্বকের অতিরিক্ত তেল উপাদনও নিয়ন্ত্রণ করে বেসন। **নারকেল তেল-** যুগ যুগ ধরে ভারতীয় স্কিন কেয়ার রুটিনে ব্যবহৃত হয়ে আসছে নারকেল তেল। এই তেল ত্বকে পুষ্টি জোগায়, ত্বক হাইড্রেট রাখে এবং ক্ষতিগ্রস্ত টিস্যুও মেরামত করে। **মুলতানি মাটি-** ফেস মাস্কের জনপ্রিয় উপাদান মুলতানি মাটি। এটি ত্বকের অতিরিক্ত তেল শোষণ করে, ছিদ্র শক্ত করে এবং ত্বকের সতেজতা বাড়ায়। **কেশর-** বিশ্বের সবচেয়ে দামী মশলা হিসেবে পরিচিত কেশর। ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে কেশরের জুড়ি মেলা ভার। এ ছাড়াও, কেশর ত্বকের গঠন উন্নত করে এবং পিগমেন্টেশন কমায়। **টক দই-** ত্বক পরিচর্যায় অন্যতম উপকারী উপাদান দই। প্রোবায়োটিক সমৃদ্ধ টক দই ত্বকের প্রদাহ প্রশমিত করে, শুষ্ক ত্বক ময়েশ্চারাইজ করে এবং ত্বক সুস্থ রাখে।

কুইক রেসপন্স টিম (কিউআরটি) একজন অসুস্থ মহিলা কমিউটারকে সাহায্য করল

কলকাতা, ২৯ আগস্ট ঃ ২৮.০৮.২০২৩ তারিখে প্রায় ১০.০৬ ঘটিকায়, অন-ডিউটি কুইক রেসপন্স টিম (কিউআরটি) এবং মেট্রো কর্মীরা আবার দক্ষিণেশ্বর থেকে মহানায়ক উত্তম কুমারের দিকে যাত্রা করা একজন মহিলা যাত্রীকে ট্রেনের ভিতরে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করতে এবং এসপ্ল্যানেড স্টেশনে নামতে সাহায্য করে। তার বাবা-মা, যিনি তার সাথে ছিলেন, স্টেশন স্টাফ এবং আরপিএফের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। তার অবস্থা দেখে, কুইক রেসপন্স টিম (কিউআরটি) এবং স্টেশনের কর্মীরা তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে স্ট্রেচারে করে স্টেশন মাস্টারের অফিসে নিয়ে এসে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে প্রায় ১০.২০ টায় আরও চিকিৎসার জন্য তাকে তার পিতামাতার সাথে এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। তারা সাহায্যের জন্য পরিবারের সবাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মেট্রোর কর্মীদের ওপর।

Name Change

I, NIDA PARVEEN (old name) W/O IMRAN ALAM Presently residing at 40B, Chittaranjan Avenue, Kolkata-700012 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) NIDA IMRAN, vide an affidavit sworn before The Ld. Metropolitan Magistrate 1 st Class at Kolkata on 19/07/2023. NIDA PARVEEN and NIDA IMRAN both are same and one identical person.

Name Change

I, ALAUDHIN MANDAL (old name) S/O JIYAD Presently residing at BENIPUR JELE PARA, MOGRAHAT, SOUTH24 PGS 743355 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ALAUDDIN MONDAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 29/08/2023. ALAUDHIN MANDAL and ALAUDDIN MONDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, SAMASER ALAM and SAMSER ALAM MALI (old name) S/O ENAMUL ALAM(old Name) Presently residing at W-105, Hazi Ratan Lane, PO-Bartala, PS- Rajabagan,, Kolkata-700018 West Bengal, India, have changed my & my father's name to (shall henceforth be known as) SAMSHER ALAM MALI S/o ENAMUL HOQUE MALI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 29/08/2023. SAMASER ALAM and SAMSER ALAM MALI S/O ENAMUL ALAM and SAMSHER ALAM MALI S/o ENAMUL HOQUE MALI both are same and one identical person.

Name Change

I, MD SALMAN HOSSAIN SK (old name) S/O ALTAF HOSSAIN SHAKH Presently residing at Vill Chak Enayetnagar Hattala, PO-Chak Enayetnagar, PS- Bishnupur, Dist-24 Pgs(S), Pin-743503 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SALMAN HOSSAIN SHAKH, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 29/08/2023. MD SALMAN HOSSAIN SK and SALMAN HOSSAIN SHAKH both are same and one identical person.

Name Change

I, R A CHATTERJEE (old name) S/O SAMIR CHATTERJEE Presently residing at 36, Ananda Mohan Bose Road, 4 th Floor, Flat No-403, Motijheel, Dumdum, Kolkata-700074 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) AMBARISH CHATTERJEE, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 29/08/2023. R A CHATTERJEE and AMBARISH CHATTERJEE both are same and one identical person.

Name Change

I MAHUA ANIRUDDHA BASU(OLD NAME) WIFE OF ANIRUDDHA BASU RESIDING AT FLAT - 28F, T - 2,SOUTH CITY, JODHPUR PARK, PS - JADAVPUR, KOLKATA-700068, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAHUA BASU (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/08/2023.THAT MAHUA ANIRUDDHA BASU AND MAHUA BASU ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MONIRUL MONDAL(OLD NAME) SON OF KADER MANDAL RESIDING AT VILL & PO-KARANGA, PS- BAGDAH, NORTH 24 PARGANAS-743251,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANIRUL MANDAL(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/08/2023. THAT MONIRUL MONDAL AND MANIRUL MANDAL ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I BENOY KUMAR ASH(OLD NAME) SON OF ASH BIBHUTI BHUSHAN RESIDING AT DOMJUR BARUI PARA, HOWRAH - 711405, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BINAY ASH (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/08/2023.THAT BENOY KUMAR ASH AND BINAY ASH ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, PAPPU KEDIA (old name) S/O RAMANAND KEDIA Presently residing at 316, Canal Street, Flat No 107, Sreebhumi, North 24 Parganas, Pin-700048 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RAJESH KUMAR KEDIA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 29/08/2023. PAPPU KEDIA and RAJESH KUMAR KEDIA both are same and one identical person.

Name Change

I, MAN AYYUBI (old name) S/O M G GAYYUBI Presently residing at 185/2/2, Sunrise Apartments, 4 th Floor, Flat-E-4, Picnic Garden Road, Kolkata-700039 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MATHER NADIM AYYUBI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 29/08/2023. MAN AYYUBI and MATHER NADIM AYYUBI both are same and one identical person.

Name Change

I, KARIM SHAH (old name) S/O LATE RASNALI SHAH Presently residing at 12 GAHERPUR CHANPATALA, JOYNAGAR MAJILPUR, SOUTH24 PGS-743337, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ABDUL KARIM SHAH, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 29/08/2023. KARIM SHAH and ABDUL KARIM SHAH both are same and one identical person.

Name Change

I, SANDIP KUMAR PAL (old name) S/O DULAL CHANDRA PAUL Presently residing at Gopalnagar, PO+PS-Gopalnagar, Bongaon, N 24 Pgs-743262 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SONDEEP PAUL, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 29/08/2023. SANDIP KUMAR PAL and SONDEEP PAUL both are same and one identical person.

Name Change

I, SAHENA BIBI and SHAINA PARVEEN (old name) W/O SAMSHER ALAM MALI Presently residing at W-105, Hazi Ratan Lane, PO-Bartala, PS-Rajabagan,, Kolkata-700018 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SAHINA BIBI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 29/08/2023. SAHENA BIBI, SHAINA PARVEEN and SAHINA BIBI both are same and one identical person.

Name Change

I ANIRUDDHA KARTIK BASU(OLD NAME) SON OF LATE KARTIK BASU RESIDING AT FLAT - 28F,T - 2,SOUTH CITY,JODHPUR PARK, PS - JADAVPUR, KOLKATA-700068,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANIRUDDHA BASU(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/08/2023.THAT ANIRUDDHA KARTIK BASU AND ANIRUDDHA BASU ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SUMANA NASKAR (OLD NAME) DAUGHTER OF NIRMAL KUMAR BHATTACHERJEE WIFE OF SAMIR NASKAR RESIDING AT VILL - DAULATPUR, PO-PAILAN, PS- BISHNUPUR, DIAMOND HARBOUR, SOUTH 24 PARGANAS -700104, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUMANA BHATTACHERJEE (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/08/2023.THAT SUMANA NASKAR AND SUMANA BHATTACHERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SAHID JAMAL S/O MD. MOHASIN, R/O 9/T TOPSIA 2ND LANE,P.S-TILJALA,KOLKATA,PIN-700039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD. SHAHID JAMAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/08/2023. SAHID JAMAL AND MD. SHAHID JAMAL SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SAJAL DAS SON OF RAMCHANDRA DAS R/O Z-43,LENIN ROAD, BADARTALA, KOLKATA-700044, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAJAL KR DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/08/2023. SAJAL DAS AND SAJAL KR DAS SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, PARIMAL CHANDRA SAHA (OLD NAME) son of AMULYA KUMAR SAHA, Presently residing at Vill-Sonatikari, PO-Chandpara Bazar, PS- Gaighata, Dist-North 24 Pgs, Pin-743245 West Bengal, India, Shall henceforth be known as PARIMAL SAHA(NEW NAME),vide an affidavit sworn before the LD. A.C.J.M.(1st class) at Bongaon, North 24 Parganas on 18/08/2023. That PARIMAL CHANDRA SAHA and PARIMAL SAHA all are the same and identical person.

NAME CHANGE

I, Nargis Bhangi (Old Name),W/o Mamin Ali Biswas, R/o Village & P.O. Chanduria, P.S. Chakdaha, Dist : Nadia, have changed my name to Nargis Biswas via affidavit, Kalyani Court, Nadia on 16.08.23. Henceforth, Nargis Bhangi & Nargis Biswas is the same and identical person.

NAME CHANGE

I, Pravin Khetan, S/O Late Ram Gopal Khetan, residing at 141, B.T. Road, Gopisadan Building, Kolkata - 700108, declare that I have legally changed my name to Pravin Kumar Khetan for all purposes. Furthermore, Pravin Khetan and Pravin Kumar Khetan refer to the same individual.

NAME CHANGE

I, Mamin Ali Bhangi (Old Name), S/o Late Bahar Ali Bhangi, R/o Village & P. O. Chanduria, P. S. Chakdaha, Dist : Nadia, have changed my name to Mamin Ali Biswas via affidavit, Kalyani Court, Nadia on 16.08.23. Henceforth, Mamin Ali Bhangi & Mamin Ali Biswas is the same and identical person.

শ্রাবণী মেলার সময় জাসিডি স্টেশনে ব্যাপক ভিড়

কলকাতা, ২৯ আগস্ট ঃ দেওঘরের শ্রাবণী মেলা ভারতের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্যালেন্ডারের একটি সমন্বিত অংশ যা অসংখ্য ভক্তকে আকর্ষণ করে

যারা ভগবান শিবের আশীর্বাদ পেতে এবং ভক্তি ও ঐক্যের চেতনায় নিমজ্জিত হন। মেলাটি শ্রাবণ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা শিবের পূজা করতে দেওঘরে ভিড় করেন। শ্রাবণী মেলার সময়, জাসিডি স্টেশন দেশের বিভিন্ন কোণ থেকে ভক্তদের একটি উল্লেখযোগ্য আগমন প্রত্যক্ষ করে যারা উৎসব ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে আসে। দেওঘরের গেটওয়ে হিসাবে, জাসিডি রেলওয়ে স্টেশনে টিকিট বিক্রির পরিমাণ বেড়েছে। এই পবিত্র সময়ে যাত্রীদের ভিড় সামঞ্জস্য করার জন্য পূর্ব রেলওয়ে বিশেষ ব্যবস্থা এবং অতিরিক্ত ট্রেন পরিষেবা করে। আরপিএফ এবং বাণিজ্যিক কর্মীরা দীর্ঘ যাত্রার পর জাসিডি পৌঁছানোর তীর্থযাত্রীর নিরাপত্তা এবং আরামের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত। জাসিডি রেলওয়ে স্টেশন যা বিখ্যাত শিব মন্দিরের প্রবেশদ্বার, এই বছর মেলার সময় একটি উল্লেখযোগ্য টিকিটের উপার্জন রেকর্ড করেছে। বুকিং কাউন্টার আয়ের পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট- ২৭শে আগস্ট, ২০২৩ - টাকা -২৩,২৯,৩২৫- ২৬ই আগস্ট, ২০২৩ - টাকা- ১৯,৬৫,১৬০- ২০ আগস্ট, ২০২৩ - টাকা- ২৮,০৩,৪১৫- ১৯ আগস্ট, ২০২৩ - টাকা -২০,২৪,৫৩০- এখানে উল্লেখ করা দরকার যে শ্রাবণী মেলার ২৬ তম দিন পর্যন্ত, জাসিডি স্টেশন থেকে মোট যাত্রী আয় হয়েছে ৬২২০৮৭৪০ টাকা। টিকিট বিক্রির চিত্রটি এর জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরে।

উত্তরাখণ্ড ঃ জওয়ানদের নিয়ে মাসিক বৈঠক করলেন এসডিআরএফ কমান্ড্যান্ট

ঋষিকেশ, ২৯ আগস্ট ঃ উত্তরাখণ্ডে এসডিআরএফ কমান্ড্যান্ট, জওয়ানদের নিয়ে একটি মাসিক বৈঠক করেন। এই বৈঠকে পর্বতারোহণ দলকে তাদের নিরাপত্তার জন্য মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৃষ্টি কমে যাওয়ার পরে উত্তরাখণ্ডে ট্রেকিং ও পর্বতারোহণ অভিযান শুরু হবে। সেজন্য ভারত ও বিদেশ থেকে অনেক ট্রেকার আসার কথা, তাই পর্বতারোহণ দলকে এই নির্দেশ দিয়েছেন এসডিআরএফ কমান্ড্যান্ট মণিকান্ত মিশ্র। এসডিআরএফ- এর সদর দফতর জলিগ্রান্টে মঙ্গলবার এই মাসিক বৈঠকটির আয়োজন করা হয়েছিল। এই বৈঠকে এসডিআরএফ কমান্ড্যান্ট মণিকান্ত মিশ্র জওয়ানদের উদ্দেশ্যে বলেন, জওয়ানরা হিমাচল প্রদেশের মানালির অটল বিহারী বাজপেয়ী ইনস্টিটিউট অফ মাউন্টেনিয়ারিং অ্যালাইড স্পোর্টস থেকে পর্বতারোহণের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তাদের কর্পস লেভেলে ফিরিয়ে আনা হবে। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে এসডিআরএফ- এর হাই অল্টিটিউড রেসকিউ টিমকে নিয়মিত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ট্রেকিং এবং পর্বতারোহণ অভিযানের মাধ্যমে তাদের শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অনুশীলন করা উচিত। কমান্ড্যান্ট ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে উত্তরাখণ্ড রাজ্যে শাসিত এসডিআরএফ- এর পদগুলিতে উপস্থিত সমস্ত কর্মচারীদের নিয়ে একটি মাসিক বৈঠক করেন। এই বৈঠকে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের খাবারের ব্যবস্থা ও অন্যান্য ব্যক্তিগত সমস্যার তথ্য নেওয়ার পাশাপাশি ন্যূনতম সময়ের মধ্যে সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনাও দেওয়া হয়।

অসুস্থ থেকে উন্নত রাজ্যের পথে এগিয়ে চলেছে উত্তরপ্রদেশ ঃ যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২৯ আগস্ট ঃ অসুস্থ থেকে উন্নত রাজ্যের পথে এগিয়ে চলেছে উত্তর প্রদেশ। জোর দিয়ে বললেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মঙ্গলবার লখনউ-তে ফিকি-র জাতীয় কার্যনির্বাহী সভায় বক্তব্য রাখার সময় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, বিগত ৬ বছরে উত্তরপ্রদেশ পরিকাঠামো ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি করেছে। গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে যেটি নির্মাণাধীন রয়েছে তা মেরঠ এবং গাজিয়াবাদকে প্রয়াগরাজের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চলেছে...এখন যদি কেউ মেরঠ থেকে প্রয়াগরাজে আসতে চায়, তাহলে ১৬-১৭ ঘন্টা লাগবে, কিন্তু গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের কাজ শেষ হলে এই সময় কমে যাবে ৬ ঘণ্টায়। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, ১৯৮৫ - ৮৬ সালের পরে উত্তরপ্রদেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘ অন্ধকারের সময় দেখেছে ... উত্তরপ্রদেশ সম্পর্কে দেশ এবং বিশ্বের উপলব্ধি খুব ভিন্ন ছিল...এখানকার যুবক, ব্যবসায়ী এবং নাগরিকদের সামনে একটি পরিচয় সংকট ছিল। এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশনায় ও নেতৃত্বে, উত্তরপ্রদেশ অন্ধকার থেকে বের হয়ে একটি ''বিমারু'' রাজ্য থেকে উন্নত রাজ্যে পরিণত হতে পেরেছে।

নয়া মানচিত্রে অরুণাচল-আকসাই চিনকে 'নিজের' বলে দাবি চিনের! যোগ্য জবাব ভারতের

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট ঃ মানচিত্র প্রকাশ করে ফের ভারতীয় ভূখণ্ডকে নিজেদের অংশ বলে দাবি করল চিন। সম্প্রতি 'স্ট্যান্ডার্ড ম্যাপ'- এর ২০২৩ এর নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছে চিন। সেখানেই অরুণাচল প্রদেশ ও আকসাই চিনের বিতর্কিত ভূ-ভাগগুলিকে নিজেদের ভূখণ্ড বলে দাবি করেছে চিন। একইসঙ্গে তাইওয়ান ও দক্ষিণ চিন সাগরকেও নিজেদের ম্যাপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই চিনের এই ম্যাপ প্রকাশ্যে আসার পরই তার তীব্র বিরোধিতা করেছে ভারত। ভারত স্পষ্ট জানিয়েছে, অরুণাচল প্রদেশ সবসময়ই ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল । আর ভবিষ্যতেও তাই-ই থাকবে । প্রসঙ্গত, চিনের জাতীয় সম্পদ মন্ত্রকের তরফে এই 'স্ট্যান্ডার্ড ম্যাপ'-এর ২০২৩ সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, দীর্ঘকাল ধরেই অরুণাচল প্রদেশকে দখলের চেষ্টায় চিন। অরুণাচল প্রদেশকে নিজেদের অংশ বলে দাবি করে। চিন দাবি করে, অরুণাচল প্রদেশ হচ্ছে দক্ষিণ তিব্বত। যে দাবি বার বারই খারিজ করে এসেছে ভারত। এমনকি অরুণাচল প্রদেশ থেকে ভারতীয় কিশোরকে অপহরণের ঘটনাও ঘটেছে। লংঘন করেছে লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল বা LAC। ওদিকে ১৯৬২-র যুদ্ধের সময় আকসাই চিন দখল করে নেয় চিন। তারপর থেকে লে-লাদাখ সীমান্ত দিয়েও বহু বার ভারতীয় ভূ-খণ্ডে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছে চিনা সেনা। দুপক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষও হয়েছে বেশ কয়েকবার। ডোকলাম সংঘর্ষ যার জ্বলন্ত উদাহরণ। তারপর থেকে সীমান্তে দু-পক্ষই নিজেদের শক্তি বাড়িয়েছে। এমনকি সীমান্ত বরাবার রাস্তা তৈরিরও অভিযোগ উঠেছে চিনা সেনার বিরুদ্ধে। একদিকে ভারতের অরুণাচল প্রদেশ ও আকসাই চিনকে ম্যাপে রেখে ভারতের সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত হানার চেষ্টা করেছে চিন, ঠিক তেমনই তাইওয়ান ও দক্ষিণ চিন সাগরকেও নিজেদের ম্যাপে অন্তর্ভুক্ত করে চিনা রাষ্ট্রপতি শি চিনপিংয়ের দীর্ঘদিনের লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। উল্লেখ্য, দক্ষিণ চিন সাগরের উপর অধিকার রয়েছে, অধিকার দাবি করে ভিয়েতনাম, ফিলিপিন্স দ্বীপপুঞ্জ, মালয়েশিয়া, ব্রুনেই ও তাইওয়ানও।

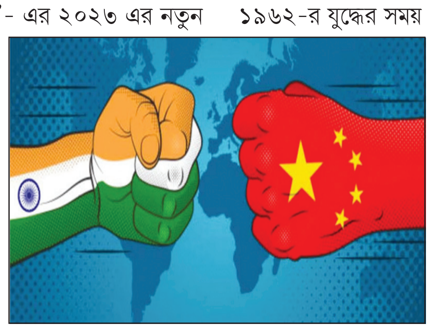

বাংলাদেশের হাবিপ্রবি বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে বহিষ্কৃত ৬ পড়ুয়া

ঢাকা, ২৯ আগস্ট ঃ এবার র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে। র‍্যাগিংয়ে জড়িত থাকার অভিযোগে সেদেশের দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) ছয় শিক্ষার্থীকে শিক্ষা কার্যক্রম থেকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিস্কার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আরও তিন শিক্ষার্থীকে সতর্ক করা হয়েছে। এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত জুনিয়র পড়ুয়ারা। জানা গিয়েছে, ২৪ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের কয়েকজন নবাগত পড়ুয়াকে ক্যাম্পাস ও আবাসিক ছাত্রাবাস সংলগ্ন এলাকায় হয়রানি করা হয়। র‍্যাগিংয়ের শিকার ওই শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি তদন্ত করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। র‍্যাগিংয়ে জড়িত থাকায় ছয় শিক্ষার্থীকে শিক্ষা কার্যক্রম থেকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিস্কার করা হয়েছে। একই সঙ্গে তিন পড়ুয়াকে সতর্ক করা হয়েছে। এই বিষয়ে সোমবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সাইফুর রহমান স্বাক্ষরিত চিঠি ওই ৯ শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ওই ৯ শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের পড়ুয়া। অভিযুক্তদের দেওয়া চিঠিতে বলা হয়েছে, '২৪ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত র‍্যাগিংয়ের ঘটনায় আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন র‍্যাগিং প্রতিরোধ ও প্রতিকার নীতিমালা ২০২১-এর ৬ ধারার আলোকে গঠিত মূল কমিটির সুপারিশক্রমে এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে একাডেমিক কার্যক্রমে আপনাকে ২ সেমিস্টার বহিস্কার করা হয়েছে, যা ২৮ আগস্ট ২০২৩ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে।' এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মামুনুর রশিদ বলেন, ওই শিক্ষার্থীদের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে র‍্যাগিং নির্মূল করতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। ভবিষ্যতে কেউ র‍্যাগিং অপরাধে যুক্ত আছে, এমন প্রমাণ পেলে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বেড়েচলা দূষণের কত শতাংশের উৎস ভারত, জানুন

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট ঃ দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের মানুষের গড় আয়ু কমে যাচ্ছে। এমনটাই বলছে সমীক্ষা রিপোর্ট। বলা হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের আয়ু কমছে গড়ে ৫ বছর। এর পেছনে রয়েছে দূষণ। আরও একটি বিষয় বলা হয়েছে ওই রিপোর্টে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে ২০১৩ সাল থেকে বিশ্বে যে হারে দূষণ বাড়ছে তাতে ভারতের অবদান ৫৯ শতাংশ। দুষণ কীভাবে ভারতের মানুষ আয়ু কম করে দিচ্ছে তা উল্লেখ করা হয়েছে ওই রিপোর্ট। বলা হচ্ছে ভারতের জনবহুল অঞ্চলগুলিতে মানুষের আয়ু কমে যাচ্ছে বায়ু দূষণের কারণে। ওই সমীক্ষাটি করেছে ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো এনার্জি পলিসি ইনস্টিটিউট (EPIC)। এয়ার কোয়ালিটি লাইফ ইনডেক্সের রিপোর্ট তৈরি করতে গিয়ে ওই সমীক্ষা করা হয়। ওই রিপোর্ট বলা হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার একাধিক দেশ প্রবল দূষণের কবলে পড়েছে। ওই তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্থান ও নেপাল। দুনিয়ায় যেভাবে মানুষের আয়ু কমে যাচ্ছে তার বেশিরভাগই এইসব দেশের। ওইসব দেশের দূষণ লাফিয়ে বাড়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে দেশগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বেপরোয়া শিল্পায়ন। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ওইসব দেশে দূষণের মাত্রা প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তার প্রভাব পড়েছে সাধারণ মানুষের উপরে। দূষণের নিরীক্ষে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় অন্যতম দূষিত দেশ হল বাংলাদেশ। বায়ু দূষণের মাত্রা দিকে থেকে দিল্লিও অনেকটাই এগিয়ে। শীতকালে সেখানে দূষণের মাত্রা এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে শ্বাস নেওয়াই দুস্কর হয়ে ওঠে। দিল্লি বাসীদের গড় আয়ু যে দূষণের কারণে অনেকটাই কমছে তাও বলেছে সমীক্ষা।

চারটি দেশের রাষ্ট্রদূত মুর্মুর কাছে তাঁদের পরিচয়পত্র পেশ করেন

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু চারটি দেশের রাষ্ট্রদূতদের কাছ থেকে পরিচয়পত্র গ্রহণ করেন। মঙ্গলবার এস্তোনিয়া, ইউক্রেন, বুর্কিনা ফাসো এবং নরওয়ে রাষ্ট্রদূত রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁদের পরিচয়পত্র পেশ করেন । মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু চারটি দেশের রাষ্ট্রদূতদের কাছ থেকে তাঁদের পরিচয়পত্র গ্রহণ করেন। এই চারটি দেশ হল এস্তোনিয়া, ইউক্রেন, বুর্কিনা ফাসো এবং নরওয়ে। রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা গিয়েছে আজ এস্তোনিয়ার রাষ্ট্রদূত মার্জে লুপ, ইউক্রেনের রাষ্ট্রদূত ডঃ আলেক্সান্ডার পোলিশচুক, বুর্কিনা ফাসোর রাষ্ট্রদূত ডঃ ডিজায়ার বনিফেস সাম ও নরওয়ের রাষ্ট্রদূত মে-এলেন স্টেইনার আজ ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে তাঁদের পরিচয়পত্র পেশ করেন।

ভোপাল আসছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কারাদ

ভোপাল, ২৯ আগস্ট ঃ কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী ভাগবত কিষাণরাও কারাদ মঙ্গলবার একদিনের ভোপাল সফরে আসছেন। ভোপালে এসে তিনি প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্প পর্যালোচনা করবেন। জনসংযোগ আধিকারিক রাজেশ পান্ডে সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। রাজেশ পান্ডে জানিয়েছেন, কুশাভাউ ঠাকরে আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে এই পর্যালোচনা বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে। এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও রাজস্থান রাজ্যের বিভাগীয় প্রধান সচিবরা, রাজ্য মিশন পরিচালক এবং ব্যাঙ্কগুলির প্রতিনিধিরা।

স্থিতিশীল পেট্রোল ও ডিজেল

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। আজ ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৫ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮০ ডলারের কাছাকাছি। যদিও মঙ্গলবারও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, মঙ্গলবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

সামসীতে জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে চলল গুলি, মৃত্যু এক যুবকের

দুরন্ত বার্তা, সামসী, ২৯ আগস্ট ঃ মালদার মালতীপুর বিধানসভা এলাকার জালালপুর চৌরঙ্গীপুর মোড় সংলগ্ন এলাকায় জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে চলল গুলি। গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। মঙ্গলবার সকাল ৮ নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে । এই গুলি চালনার ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় টহল দিচ্ছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম সইদুর রহমান (৩০)। এদিন সকালে জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে গুলিচালনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে আসে চাঁচল থানার বিরাট পুলিশবাহিনী। নেতৃত্বে ছিলেন এসডিপিও শুভেন্দু মন্ডল ও চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুমার কুন্ডু। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছাতেই পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে উত্তেজিত জনতা। মৃতের বা।তিতে পুলিশকে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। যার জেরে চরম উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। ঘটনার পর থেকেই মূল অভিযুক্ত পলাতক। এদিন দুপুর ১২টা নাগাদ পুলিশ মৃত যুবকের দেহটি উদ্ধার অরে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। এলাকা যথেষ্টই থমথমে রয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় টহল দিচ্ছে পুলিশ। মূল অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

হলদিয়ায় ট্রাকের ধাক্কা পথচারীদের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু দু'জনের

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ২৯ আগস্ট ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়ায় বেপরোয়া লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল দু'জনের। আহত হয়েছেন আরও দু'জন। হলদিয়ার দুর্গাচকের গিরিশমো। বাসস্টপের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি লরি পিষে দেয় কয়েকজনকে। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন এক মহিলাও। এছাড়াও আরও দু'জন আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। মঙ্গলবার সকাল ৭.৪৫ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘাতক লরিটি সুতাহাটার দিক থেকে হলদিয়ার দিকে আসছিল। আচমকা ব্রেক ফেল করে স্থানীয় একটি মিষ্টি দোকানের সামনে ফুটপাতের সবজি দোকানে ঢুকে পড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে ওই রাস্তা দিয়ে একটি ট্রাক প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসছিল। ট্রাকের চালক গতির কারণে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করতেই পারেননি। পথচারীদের গায়ে উঠে যায় ট্রাকটি। সেই সময় রাস্তায় বেশ কয়েকজন প্রাতঃভ্রমণের জন্য বেরিয়েছিলেন। এক মহিলা এবং এক সাইকেল আরোহী ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। মৃতেরা হলেন, বাসুলিয়ার বাসিন্দা শেখ হোসেন আলি (৪২) এবং ভাগ্যবন্তপুরের বাসিন্দা নীলিমা কালসা (৫৫)। আরও দু'জনকে ধাক্কা মারে ট্রাকটি। গুরুতর জখম অবস্থায় এক মহিলা এবং এক ব্যক্তিকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দুর্গাচক থানার পুলিশ। তারা মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। হলদিয়ার সাব-ডিভিশনার পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) রাহুল পাণ্ডে বলেন, ''সকালে দুর্ঘটনা ঘটেছে। এক মহিলা এবং এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে জেনেছি। বাকি দু'জনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘাতক গাড়িটির সন্ধানে থানাগুলিতে খবর দেওয়া হয়েছে।''

ধর্মনগর স্টেশনে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর দ্বারা ৬ রোহিঙ্গা গ্রেপ্তার

মালিগাঁও, ২৯ আগস্ট ঃ ২৮ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশন থেকে ৬ জন রোহিঙ্গাকে গ্রেপ্তার করেছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত

রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)। আরপিএফ ও জিআরপি-র একটি যৌথ দল ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশনে নিয়মিত তল্লাশি চালানোর সময় এক দল মানুষের সন্দেহজনক কার্যকলাপ শনাক্ত করে। দলটিতে পাঁচজন মহিলা ও এক জন পুরুষ ছিল। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তারা কোনও বৈধ নথিপত্র দেখাতে পারেনি। পরে তারা স্বীকার করে যে তারা ভারতে অবৈধভাবে প্রবেশ করেছে এবং তারা বাংলাদেশের কক্স বাজারের পাশে একটি রিফিউজি ক্যাম্পে ছিল। পরে এই রোহিঙ্গাদের গ্রেপ্তার করে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক / গভর্মেন্ট রেলওয়ে পুলিশ ধর্মনগরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ২০২৩-এর জানুয়ারি থেকে ২৮ আগস্ট পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে মোট ২৩২ জন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে (রোহিঙ্গা / বাংলাদেশি) আরপিএফ গ্রেপ্তার করে। স্টেশন ও ট্রেনগুলিতে নিয়োজিত আরপিএফ কর্মীরা সবসময় সতর্ক থাকেন এবং সীমান্ত অঞ্চল থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধেও সর্বদা নজরদারি রাখেন ২। অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধের জন্য রেলওয়ে স্টেশন ও ট্রেনগুলিতে আরপিএফ নিয়মিত তল্লাশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

উত্তর পূর্ব রেলে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির রেকের কাঠামোতে পরিবর্তন আনবে

গোরক্ষপুর, ২৯ আগস্টঃ রেলওয়ে প্রশাসন ভ্রমণকারী জনসাধারণের সুবিধার্থে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির রেকের কাঠামোতে পরিবর্তন আনবে। ১৫০০৫ / ১৫০০৬ গোরক্ষপুর-দেরাদুন-গোরক্ষপুর এক্সপ্রেস এবং ১৫০০১/ ১৫০০২ মুজাফফরপুর-দেরাদুন-মুজাফফরপুর এক্সপ্রেস ০১টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রথম শ্রেণীর কোচের সাথে ০১টি স্লিপার ক্লাস কোচ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। এর পাশাপাশি, ১৫০৭০/ ১৫০৬৯ আইশবাগ-গোরখপুর-আইশবাগ এক্সপ্রেস এবং ১২৫৩০/ ১২৫২৯ লখনউ জং-পাটলিপুত্র-লখনউ জং এক্সপ্রেসে নিম্নরূপ ০১টি অতিরিক্ত এসি দ্বিতীয় শ্রেণীর কোচ লাগানো হবে। ১৫০০৫ / ১৫০০৬ গোরক্ষপুর-দেরাদুন-গোরক্ষপুর এক্সপ্রেস ৩ জানুয়ারী, ২০২৪ থেকে গোরক্ষপুর থেকে এবং ০৪ জানুয়ারী, ২০২৪ থেকে দেরাদুন থেকে, ০১টি জেনারেটর-কাম-লাগেজ ভ্যান সংশোধিত কাঠামো অনুযায়ী, ০২টি দ্বিতীয় শ্রেণি, ০৩টি এয়ার-কন এয়ারকন তৃতীয় ০৭ ফার্স্ট ক্লাস, ০২ সেকেন্ড এসি, ০১ ফার্স্ট এসি এবং এল.এস.এল.আর.ডি. 01K কোচ সহ মোট ১৭ টি কোচ বসানো হবে। এই ট্রেনে স্লিপার ক্লাসের ০১ টি কোচের পরিবর্তে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রথম শ্রেণীর ০১টি কোচ বসানো । এ মুজাফফরপুর-দেরাদুন-মুজাফফরপুর এক্সপ্রেস দেরাদুন থেকে ০৬ জানুয়ারী, ২০২৪ থেকে এবং মুজাফফরপুর থেকে ০৮ জানুয়ারী, ২০২৪ থেকে, সংশোধিত কাঠামো অনুসারে, ০১ জেনারেটর কাম লাগেজ ভ্যান, ০৩টি সাধারণ শ্রেনীর, ০৩টি সাধারণ স্লিপার, ০৩টি এয়ার ক্লাস। -কন্ডিশন্ড থার্ড ০৭ ফার্স্ট ক্লাস, ০২ সেকেন্ড এসি, ০১ ফার্স্ট এসি এবং এলএসএলআরডি,০১ কে কোচ সহ মোট ১৭টি কোচ বসানো হবে। এই ট্রেনে স্লিপার ক্লাসের ০১টি কোচের পরিবর্তে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রথম শ্রেণীর ০১টি কোচ বসানো হবে।- ১৫০৭০। ১৫০৬৯ সালে ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে আইশবাগ থেকে আইশবাগ- গোরখপুর-আইশবাগ এক্সপ্রেস এবং ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে গোরক্ষপুর থেকে, সংশোধিত কাঠামো অনুসারে, ০১ জেনারেটর-কাম- লাগেজ ভ্যান, ০৫ টি দ্বিতীয় শ্রেণির, ০২ টি তৃতীয় শ্রেণির। শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণীর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ০১টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর চেয়ার কার ০৯টি, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত চেয়ার কার ০২টি এবং এলএসএলআরডি,০১ কে কোচ সহ মোট ২১ টি কোচ বসানো হবে। এই ট্রেনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দ্বিতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত ০১ টি কোচ সংযুক্ত করা হবে। ১২৫৩০ / ১২৫২৯ লখনউ জং-পাটলিপুত্র- লখনউ জং এক্সপ্রেস লখনউ জং এবং পাটলিপুত্র থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে কার্যকর হবে, ০১ জেনারেটর কাম লাগেজ ভ্যান, ০৫ সেকেন্ড ক্লাস এসি, ০২ এসি থার্ড ক্লাস, ০২ এসি সেকেন্ড ক্লাস স্ট্রাকচার অনুযায়ী , দ্বিতীয় শ্রেণীর চেয়ার কারের ০৯টি, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত চেয়ার কারের ০২টি এবং এলএসএলআরডি, ০১ কে কোচ সহ মোট ২১ টি কোচ বসানো হবে। এই ট্রেনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দ্বিতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত ০১টি কোচ সংযুক্ত করা হবে।

৩৮৩ পাতার চার্জশিট! সুতপা খুনে দোষী সাব্যস্ত সুশান্ত

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২৯ আগস্ট ঃ ৩৮৩ পাতার চার্জশিট। ৩৪ জনের সাক্ষীগ্রহণ। বহরমপুরে সুতপা খুনে দোষী সাব্যস্ত হল সুশান্ত। বহরমপুরের তৃতীয় দ্রুত নিষ্পত্তি (ফাস্ট ট্র্যাক) আদালতের অতিরিক্ত ও জেলা দায়রা বিচারক সন্তোষ কুমার পাঠক সুতপা চৌধুরী খুনের মামলায় দোষী সাব্যস্ত করলেন সুশান্তকে। সুশান্তর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল সুতপা চৌধুরীর। সুতপা সেই সম্পর্ক ভেঙে বেরিয়ে আসতেই এই কাণ্ড ঘটায় অভিযুক্ত। ২০২২ সালের ২ মে। সোমবার। সন্ধ্যা ৬টা বেজে ৩৫ মিনিট। বহরমপুরের অভিজাত পাড়ায় ঘটেছিল সেই হাড়হিম করা ঘটনা। ভরসন্ধ্যায় নিজের মেসের বাইরে খুন হন বহরমপুর গার্লস কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী সুতপা চৌধুরী। মালদার বাসিন্দা সুতপা বহরমপুরে পড়তে এসেছিলেন। সেই বহরমপুরেই প্রেমিকের হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়ে যান সুতপা। সেদিন এক বন্ধুর সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন সুতপা। সিনেমা দেখে ফেরার সময় সুতপার পিছু নেয় সুশান্ত। মেসের সামনে আসতেই হামলা করে সে। খুনের ছবি ধরা পড়ে সিসিটিভি ক্যামেরায়। খুনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সামসেরগঞ্জের কাছে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে সুশান্তকে গ্রেফতার করে পুলিস। পুলিসের তদন্তে উঠে এসেছে, পূর্বপরিকল্পিতভাবেই খুন করা হয় ছাত্রীকে। খুনের আগে অনলাইনে একটি খেলনা বন্দুকও কিনেছিল অভিযুক্ত সুশান্ত চৌধুরী। সুতপাকে খুনের সুযোগ খুঁজতে বহরমপুরে একটি মেসে থাকতেও শুরু করেছিল সুশান্ত। শেষ যে মেসে সুশান্ত ছিল, সেই মেসের দূরত্ব

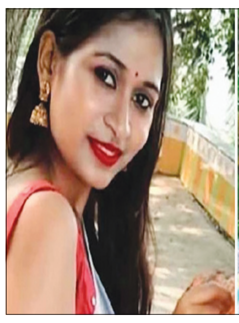

সুতপার মেস থেকে মাত্র ২৫০ মিটার। ঘটনার ৭৫ দিনের মাথায় বহরমপুর আদালতে সুতপা হত্যাকাণ্ডের চার্জশিট পেশ করে পুলিস। অভিযুক্ত সুশান্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ (খুন) ও ২০১ (প্রমাণ লোপাট) ধারায় চার্জশিট দাখিল করা হয়। আদালতে জমা পড়ে ৩৮৩ পাতার চার্জশিট। অভিযুক্ত সুশান্তকে খুনের পর নিজের চোখে পালাতে দেখেন দুই সাক্ষী। জানা যায়, খুনের পর পাঁচিল টপকে পালায় সুশান্ত। এরপর যায় তার মেসে। সেখান থেকে বেড়িয়ে পালানোর চেষ্টা করছিল সে। খুনের উদ্দেশ্যে সন্ধ্যা ৬ টায় মেস থেকে বেরিয়েছিল সুশান্ত। ফের মেসে ফেরে সন্ধ্যা ৭ টায়। তারপর সেখান থেকে পালায় সুশান্ত। কলেজ পড়ুয়া সুতপার দেহে ছিল ৪২ টি আঘাত। আঘাত গুরুতর হওয়াতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা সুতপাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলে পিস্তল দেখিয়ে ভয়ও দেখায় সুশান্ত। পরে যদিও পুলিস জানায়, ওই বন্দুক আসলে খেলনা বন্দুক। সুতপা চৌধুরীর পরিবারের অভিযোগ, ২০১৭ সাল থেকেই একাধিকবার সুতপার সঙ্গে অশান্তি করেছিল সুশান্ত। তদন্তে উঠে আসে, সুতপা চৌধুরীর উপর রাগ ও হতাশা থেকেই এই খুন। পুলিসকে বিভ্রান্ত করতে প্রথমে মিথ্যা বয়ান দেওয়ারও চেষ্টা করে সুশান্ত। তবে লাভ হয়নি। শুনানি চলাকালীন ৩০ জনেরও বেশি মানুষের সাক্ষী গ্রহণ করেছে আদালত। তদন্তে রয়েছে একাধিক 'ইলেকট্রনিক এভিডেন্স' ও। রয়েছে সিসিটিভি ফুটেজ, এক সাক্ষীর দেওয়া ভিডিয়ো ফুটেজ, অভিযুক্তের মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন সহ কল রেকর্ড।

বাড়ি থেকে ডেকে প্রকাশ্যে গুলি করে খুন করার অভিযোগ উঠলো জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ আগস্ট ঃ দুই ভাইকে পোলের সঙ্গে বেঁধে রেখে, আরেক ভাইকে বাড়ি থেকে ডেকে প্রকাশ্যে গুলি করে খুন করার অভিযোগ উঠলো জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনার পর এলাকায় পুলিশ গেলে তাদেরকে ঘিরে চরম বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। মৃতদেহ গ্রামের রাস্তায. ফেলে রেখেই পুলিশের সামনে চলে তুমুল বিক্ষোভ। মঙ্গলবার সকাল দশটা নাগাদ এই শুট আউটের ঘটনাটি ঘটেছে চাচল থানার জালালপুর গ্রামে। মৃতের পরিবারের অভিযোগ তাদের বাড়ির ছোট ছেলেকে মাথায. গুলি করার পর দেহের বিভিন্ন অংশেও গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেওয়া. হয়েছে। এরপর দুষ্কৃতীরা শূন্যে গুলি ছুড়তে ছুড়তে এলাকা থেকে পালিযে. যায. বলে অভিযোগ । এই ঘটনাই গ্রামবাসীরা অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবিতে সোচ্চার হন। মৃত ওই যুবকের পরিবার হামলাকারী গফুর আলী, আহাদ শেখ, খাইরুল শেখ, শাহজাহান আলী সহ তার দলবলের বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সহিদুল আলী (৩০) । তিনি পেশায় মুয়াজ্জেম ছিলেন। সহিদুলরা ছিল ছয় ভাই। সে বাড়ির ছোট। পরিবারে তার স্ত্রী এবং এক নাবালক সন্তান রয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান জমির দখলদারিকে ঘিরে গোলমালের জেরেই এই শুট আউটের ঘটনাটি ঘটেছে। এই ঘটনার পর দুষ্কৃতীদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে চাঁচল থানার পুলিশ। মৃতের এক দাদা সামিউল শেখ জানিয়েছেন, তাদের একটি চার

বিঘার জমি দখলদারিকে ঘিরেই গফুর আলি ও তার দলবলের সঙ্গেই গোলমাল চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। এই নিয়ে আদালতে মামলাও পর্যন্ত হয়েছে। কিন্তু এদিন অভিযুক্তরা দলবল নিয়ে তাদের জমি দখল করতে আসে। সেই সময় তারা বাধা দিলে তাদের দুই ভাইকে জমির সামনে একটি খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়। তারপরেই ছোট ভাই সাইদুল আলীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এসে প্রকাশ্য রাস্তায় গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়। এই ঘটনার সময় কয়েকজন সিভিক ভলেন্টিয়ারে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তারা একবারের জন্য বাধা দিতে আসেন নি। চোখের সামনে ভাইকে গুলি করে দেওয়ার পর দুষ্কৃতীরা শূন্যে গুলি ছুঁড়ে পালিয়ে যায়। আর তারপরে গ্রামবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। স্থানীয় গ্রামবাসীদের বক্তব্য, সহিদুল আলী অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন। ওই পরিবারটি কারও সঙ্গে কোনরকম ঝামেলার মধ্যে ছিল না। ওদের একটি জমির দখলদারি নিয়েই মামলা চলছিল। এরপরই এদিন দুষ্কৃতীরা প্রকাশ্যেই ওই পরিবারটির কয়েকজন সদস্যকে মারধর করে এবং সাইদুলকে গুলি করে খুন করেছে। এই ঘটনার পর পুলিশ এলাকায় এলে তাদেরকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। চাঁচল থানার পুলিশ জানিয়েছে, জমি সংক্রান্ত ঘটনাকে ঘিরেই গোলমালে সূত্রপাত। তারপরই এই খুনের ঘটনাটি ঘটেছে। ইতিমধ্যে পাঁচ জনের বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে কিছু মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। সেই সময় বিক্ষোভকারীদের আশ্বস্ত করা হয়েছে। দুষ্কৃতীদের খোঁজে গোটা এলাকায় তল্লাশি শুরু করা হয়েছে। পাশাপাশি মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ।

এখনও অবাধে গরু পাচার

দুরন্ত বার্তা, চন্দ্রকোনারোড, ২৯ আগস্ট ঃ গরু পাচার নিয়ে CBI গ্রেপ্তার করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা অনুব্রত মন্ডলকে তবুও বদল হয় নি রাজ্যের চিত্রটা এদিন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা ৩ নং ব্লকের চন্দ্রকোনারোডে দেখা গেল একাধিক গাড়ি করে বেআইনিভাবে গরু পাচার করতে। এদিন চন্দ্রকোনারোডের পাশে নবকলা গ্রামে ছিল গরুর হাট সেখানের উদ্দেশ্যেই অবৈধ ভাবেই আনা হচ্ছে একাধিক গরু আর এমনটা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এই নিয়ে বিজেপি তরফে কটাক্ষ করে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে চোর কী গ্রেপ্তারে স্বভাব বদলাবে। এই ভাবেই তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত অবৈধ গরু পাচার চলবে। তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্য জানিয়েছে অনুব্রত মন্ডল তো আর নেই তাহলে কে করছে পাচার তার মানে অনুব্রত মন্ডল নির্দোষ। পাচারে অন্য কেউ জড়িত। স্থানীয়রা দ্রুত এর সমাধান চেয়েছেন। স্থানীয় এক বাসিন্দা গৌতম জানা বললেন এ চিত্র প্রশাসনের উপর আস্থা হারানোর ছবি। এখন দেখার আগামী দিনে প্রশাসন সক্রিয় হয়ে কোন পদক্ষেপ করে কী না।

বৈঠক চলাকালীন 'টিকিট চোর' স্লোগান নিয়ে তৃণমূলের দুই পক্ষের সংঘর্ষ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ আগস্ট ঃ পঞ্চায়েত ভোটে হাড়ের ধাক্কা যেন কিছুতেই সামলে উঠতে পারছে না শাসকদল। ক্রমশ প্রকাশ্যে আসছে ভেতরের ফাটল। ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছে দলের অন্দরে। যার জেরে প্রকাশ্যে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে দুই পক্ষ। বড় রদবদলের সম্ভাবনা। তীব্র কটাক্ষ বিরোধীদের। দায়িত্ব নিতে হবে বিধায়ক কে মত জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতির। পঞ্চায়েত ভোটে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকে কার্যত বিপর্যয় হয়েছে শাসকদলের। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের চাঁচল বিধানসভার অন্তর্গত চারটি এলাকাতেও কংগ্রেস সিপিআইএম জোটের কাছে ধরাশায়ী হয়েছে তৃণমূল। আর কার্যত তারপর থেকেই হরিশ্চন্দ্রপুর ১(বি)-ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মানিক দাস কে নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে দলের অন্দরে। দলের একাংশ সরাসরি মানিক দাসের বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে টিকিট বিক্রি করার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে। বেশ কযেক্ জায়গায় রাস্তায় নেমে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেছে বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কর্মীরা। দাবি উঠেছে মানিক দাসকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার। যে কোনো মুহূর্তে বড় রদবদল হয়ে যেতে পারে। ব্লক সভাপতি মানিক দাস বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের পেমা কালিবাড়ি এলাকায় একটি কৌশল বৈঠক ডেকে ছিলেন। কিন্তু সেখানেও বিপত্তি। বৈঠকে উপস্থিত একাংশের মধ্যে থেকে মানিক দাস কে লক্ষ্য করে টিকিট চোর স্লোগান উঠে। তারপরেই ব্যাপক উত্তপ্ত হয়ে উঠে পরিস্থিতি। সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায় মানিক দাসের অনুগামীদের সঙ্গে বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কর্মীদের। পরিস্থিতি কার্যত নিয়ন্ত্রণের বাইরে দেখে সেই বৈঠক বানচাল করেন ব্লক সভাপতি মানিক দাস ও অঞ্চল সভাপতি মিন্টু আলম। এদিকে তৃণমূলের এই কোন্দল প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র কটাক্ষ বিরোধীদের। অস্বস্তিতে শাসক শিবির। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতোর। যদিও জেলা পরিষদের সহ-সভাপতির দাবী সমগ্র ঘটনা নিয়ে দায়িত্ব নেওয়া উচিত বিধায়ককে। উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি উজ্জ্বল দত্তর কটাক্ষ, এই জিনিস তৃণমূলে নতুন কিছু নয়। তৃণমূল এমন একটা দল যেখানে দলীয় স্বার্থের থেকে ব্যক্তি স্বার্থ বড় কথা। এইভাবে নিজেদের মধ্যে কোন্দল করে এরা শেষ হবে। জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ইসা খান চৌধুরী এই প্রসঙ্গে জানান, কংগ্রেস সিপিএম জোটের কাছে হেরে গিয়ে এই মুহূর্তে ওই এলাকায় তৃণমূল বিপর্যস্ত। একে অপরকে দোষারোপ করছে। এই দল যেখানেই আসবে সেখানেই এদের চ্যাপ্টার ক্লোজ হয়ে যাবে। মালদা জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি এটিএম রফিকুল হোসেনের মত, এই ধরনের জিনিস কাম্য নয়। দলের জন্য ক্ষতি। ওই এলাকায় কেন খারাপ ফলাফল হলো তা নিয়ে তদন্ত করতে হবে। বিধায়ককে উচিত ব্লক সভাপতির সঙ্গে বসে সমস্ত বিষয় ঠিক করা। উনাকেই দায়িত্ব নিতে হবে। প্রসঙ্গত হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকে পূর্ববর্তী বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের তুলনায় ব্যাপক ভাবে জমি আলগা হয়েছে শাসকের। অভ্যন্তরে কোঃ দলের কারণে মুখ থুবড়ে পড়েছে তৃণমূল। পরাজয়ের পর ভেতরের হতশ্রী চেহারা আরও প্রকাশ্যে আসছে।

চা বাগানে উদ্ধার চিতাবাঘের দেহ, মৃত্যুর কারণ খুঁজছে বন দফতর

দুরন্ত বার্তা, চালসা, ২৯ আগস্ট ঃ জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের আইবিল চা বাগানে ফের পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার। মঙ্গলবার সকালে বাগানের মেইন ডিভিশনের ১৬ নম্বর সেকশনের একটি নালা থেকে উদ্ধার হয় চিতাবাঘের দেহটি। আইবিল চা বাগানের ওয়েলফেয়ার অফিসার রাজেন বড়াইক বলেন, এদিন বাগানের চা শ্রমিকরা ১৬ নম্বর সেকশনে কাজ করতে এসে দেখেন চিতাবাঘের দেহ পড়ে রয়েছে নালায়। এরপরই আমরা বনদফতরকে খবর দেয় খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জার সজল কুমার দে বলেন, চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার করে লাটাগুড়ি প্রকৃতিবীক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানেই ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। এদিন চিতাবাঘের দেহ উদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমান বাগানের চা শ্রমিকরা। আসেন বাগানের ওয়েলফেয়ার অফিসার রাজেন বড়াইক। খবর দেওয়া হয় বনদফতরের খুনিয়া স্কোয়াডে।

উদ্ধার বিপুল পরিমাণ বাজি

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৯ আগস্ট ঃ আসানসোলের বার্নপুর থেকে বিপুল পরিমাণ বাজি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। পলাতক গুদামের মালিক । মঙ্গলবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বার্নপুরের রামবাঁধ এলাকায় একটি গুদামে তল্লাশি অভিযান চালায় হিরাপুর থানার পুলিশ। তল্লাশিতে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ বাজি। বাজি মজুতের প্রশাসনিক অনুমতি ছিল কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত শুরু করেছে হিরাপুর থানার পুলিশ। গুদামের মালিক পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশের এসিপি ঈশিতা দত্ত বলেন, ''বিপুল পরিমাণ বাজি উদ্ধার হয়েছে। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বাজি মজুতের প্রয়োজনীয় লাইসেন্স আছে কি না। কী ধরনের বাজি, কত ওজন বাজির, তা খতিয়ে দেখছি। আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ হবে।''

কৌশিকী অমাবস্যায় ভক্তদের জন্য কড়া নিয়ম তারাপীঠে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৯ আগস্ট ঃ কৌশিকী অমাবস্যায় দর্শনার্থীদের ভিড় হবে তারাপীঠে তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই তৈরি প্রশাসন। কড়া নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা হচ্ছে মন্দির চত্বর। এমনকী লক্ষ লক্ষ ভক্তদের জন্যেও রয়েছে নিয়মের কড়াকড়ি। তারাপীঠে কৌশিকী অমাবস্যার উৎসবকে সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালনার জন্য রামপুরহাট এসডিও অফিসে বীরভূম জেলা পুলিস প্রশাসনের বৈঠক হল। তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে এই বৈঠক ডাকা হয়। ইতিমধ্যে প্রশাসনের সঙ্গে মন্দির কমিটির বৈঠক হয়েছে। মন্দির চত্বরে থাকছে সিসি ক্যামেরা, মোতায়েন থাকবে তিনশোরও বেশি নিরাপত্তা রক্ষী, পুলিস কর্মী। মাদকের নেশায় আসক্ত বহু মানুষও বিশেষ এই দিনে ভিড় করেন সেখানে। প্রকাশ্যেই নেশার আসর বসানোর অভিযোগ ওঠে। আর এই মাদকাসক্তদের উৎপাতে অনেক সময়ই সমস্যায় পড়তে হয় সাধারণ তীর্থযাত্রী ও পর্যটকদের। এবার তাই মাদকাসক্তদের দৌরাত্ম্য ঠেকাতে কড়া পদক্ষেপের পথে পুলিস-প্রশাসন।

আদালতে ফাঁসির সাজা ভণ্ড সাধুকে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৯ আগস্ট ঃ ২০২০ সালের ১৭ মার্চ মা ও মেয়ের গলিত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। কিন্তু তার তিনদিন আগে ওই দুইজনের খুনের ঘটনা ঘটে বীরভূমের মল্লারপুরের ফতেপুরে। মঙ্গলবার রামপুরহাট এ ডি জে আদালতের বিচারক গুরুদাশ বিশ্বাস অভিযুক্ত হরিচরণ দাসকে ফাঁসির সাজা শোনান বলে জানান সরকারি আইনজীবী উৎপল মুখোপাধ্যায়। ২০২০ সালের ১৭ মার্চ প্রতিবেশীদের কাছে খবর পেয়ে বন্ধ ঘর থেকে ডলি মণ্ডল (৪৫) ও রিমা মণ্ডলের (১৭) পচা দোতলায় মায়ের মৃতদেহ, একতলায় মেয়ের দেহ। নিহত মহিলা রামপুরহাটে এফসিআইয়ের কর্মী। উদ্ধারের সময় খোঁজ ছিল না নিহত মহিলার স্বামীর। তদন্তে নামে পুলিশ। জানা যায়, মিলন মণ্ডল পেশায় গৃহশিক্ষক ও হোমিওপ্যাথি ওষুধ বিক্রেতা। স্ত্রী ডলি মণ্ডল রামপুরহাট ফুড কর্পোরেশনে চতুর্থ শ্রেণির কর্মী। এক দুর্ঘটনায় মেয়ে রিমা মণ্ডলের দেহের একাংশ পুড়ে যায়। সেটি সারানোর জন্য রামপুরহাট ডাকবাংলো পাড়ার এক সাধুর তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলছিল। ক্ষতচিহ্নের দাগ মিটছিল না। ওই ভণ্ড সাধু ১ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা হোমযজ্ঞের মাধ্যমে নিরাময়ের কথা বলে। এবং তারজন্য ৮৪ হাজার টাকা অগ্রিম নেয়। মাঝে মধ্যে হোমযজ্ঞ করলেও দাগ মেটে নি। এরপর রিমা মণ্ডলের বাবা মিলন মণ্ডল সাধুকে টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। এরপরই ওই ভণ্ড বাবা গোটা পরিবারকে মেরে ফেলার ফন্দি করে। ওই ২০২০, ১৫ মে আরেকটি হোমযজ্ঞ করার জন্য ওই সাধু বলে। সেই মোতাবেক মিলন মণ্ডলের বাড়িতে কাজুবাদামের পেস্টের সঙ্গে ঘুমের কড়া ওষুধ পরিবারের তিনজনকে খাইয়ে দেয়। তাদের পৃথকরুমে রাখে। রিমা মণ্ডলের মায়ের প্রতি ভণ্ড সাধুর লোভ ছিল। মা অর্থাৎ ডলি মণ্ডলকে ওই অচৈতন্য অবস্থায় ধর্ষণ করে। কোনভাবে মায়ের জ্ঞান ফিরলে বাধা দেয়। তখন হাত - পা ও মুখ বেঁধে নলি কেটে খুন করে। এরপর রিমা মণ্ডল চেতনা ফিরলে উপরে এসে মায়ের অবস্থা দেখে ফেললে ভণ্ড সাধু রিমাকে টেনে নিচে নিয়ে গিয়ে হাত পা বেঁধে গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলে। মিলন মণ্ডলের ঘুম ভাঙলে বলে শিব বাড়ির মাটি লাগবে। সেই মাটির খোঁজে ওই ভণ্ড সাধু মিলনকে বিভিন্ন আশ্রমে ঘোরায়। সেখানেও তাকে খুন করার পরিকল্পনা করলেও সে সফল হয় নি। এরই মাঝে সিউড়ির কালিবাড়ির কাছে নামিয়ে ফেরার হয় ভণ্ডসাধু হরিচরণ। পরে মিলন জানতে পারে তার স্ত্রী ও মেয়ে খুন হয়েছে। বাড়িতে আসা মাত্র পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। খুনের ঘটনার সময় স্বামী মিলন মণ্ডল বেপাত্তা থাকায় পুলিশের প্রাথমিক সন্দেহ তার উপরে পড়ে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর হরিচরণ দাসের নাম উঠে আসে। মল্লারপুরে হরিচরণ দাসের একটি আশ্রম ছিল। সেখানে অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানে আশ্রমের মাতাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আশ্রম থেকে রক্ত মাখা কাপড় উদ্ধার হয়। যেগুলো ওই সাধু খুনের পর লুকিয়ে রেখেছিল। ঘটনার দুই মাস পর হরিচরণ দাসকে তারাপীঠ থেকে সাধুকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সেই মামলায় মঙ্গলবার এডিজে আদালতের বিচারক গুরুদাশ বিশ্বাস অভিযুক্ত হরিচরণ দাসকে ফাঁসির সাজা শোনান।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Ex.Engr.(E)/KMC invites tender online item rate two bid system for following work :-

NIT NO. : KMC/ELY/ESTM-80/23-24
Name of work : **Annual operation & maintenance (Comprehensive) of Fire Alarm System for S.T.K.M.T.B Hospital (Female Ward) under KMC.** Estimated Amount : **Rs.2,07,660.04.** Earnest Money : **Rs.4,160.00.** Period of Completion : **365 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **12.09.2023 at 4 p.m.** The Bid forms and other detail are available on and from **01.09.2023** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV, KMC invites tender online, two part Bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/65/23-24
Name of work : **Repairing and other works of street lighting arrangement at Paddapukur, Khanpur Dhalu etc. of Ward No.98 under Br-X.** Estimated Amount : **Rs.1,98,072.39 (as per BOQ).** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **15 Days.**

2. NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/66/23-24
Name of work : **Renovation and other works of street lighting system at 6 No. Netajinagar 7 No. Netajinagar & Narkelbagan Areas in Ward No.98, Br.-X.** Estimated Amount : **Rs.1,96,150.02 (as per BOQ).** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **10 Days.** Last Date and time of Completion of Bid : **11.09.2023 upto 12 noon (for Sl.No. 1 & 2).** The Bid form and other details are available on and from **29.08.2023 from 2 p.m. (for Sl.No. 1 & 2)** Website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Electrical)/Z-III/VII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/309
Name of work : **Improvement of bustee lighting system at Dhapa Road and surrounding area in Ward No.58, Br.-VII.** Estimated Amount : **Rs.1,37,512.51.** Earnest Money : **Rs.2,800.00.**

2. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/310
Name of work : **Improvement of bustee lighting system at Boinchtala Crossing to EM Bypass and surrounding area in Ward No.58, Br.-VII.** Estimated Amount : **Rs.1,89,134.62.** Earnest Money : **Rs.3,800.00.** Period of Completion : **30 Days (for Sl.No. 1 & 2).**

3. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/303
Name of work : **Temporary lighting arrangement on the occasion of immersion of Durga Puja, Laxmi Puja, Kali Puja & Jagatdhatri Puja 2023 at different Ghats under Br.-VII.** Estimated Amount : **Rs.1,76,440.00 INR.** Earnest Money : **Rs.3,600.00 INR.** Period of Completion : **45 Days.**

4. NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/302
Name of work : **Temporary lighting arrangement during the Festival of Chat Puja 2023 at different Ghats, Connecting Roads & Ponds in WD. No.67, under Br-VII.** Estimated Amount : **Rs.1,98,550.00 INR.** Earnest Money : **Rs.4,000.00 INR.** Period of Completion : **7 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **08.09.2023 at 12.30 p.m. (for Sl.No.1 & 2) and 11.09.2023 at 12 noon (for Sl.No. 3 & 4).** Bid opening date for Technical Proposals : **09.09.2023 at 12.30 p.m. (for Sl.No. 1 & 2) and 11.09.2023 at 2 p.m. (for Sl.No. 3 & 4).** The bid forms and other details are available on and from **29.08.2023 at 6 p.m. (for Sl.No. 1 to 4)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 4).**

The Ex.Engr.(E)/LTG/Z-I, KMC invites E-tender online percentage Bid system for the following works :-

1. NIT NO. : LTG/230/WD-15/BR-II/Z-I/23-24
Name of the work : **Imrovement of street lighting system with LED lights at APC Road Burial Ground in Ward No.15.** Estimated Amount : **Rs.1,99,745.98.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**

2. NIT NO. : LTG/231/WD-17/BR-II/Z-I/23-24
Name of the work : **Instalaltion of Glow Sign Board at Brindaban Bose Lane and other places in Ward No.17.** Estimated Amount : **Rs.1,99,846.98.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**

3. NIT NO. : KMC/LTG/234/WD-18/BR-II/Z-I/23-24
Name of the work : **Installation of LED flood light at Rabindra Sarani and other places in Ward No.18.** Estimated Amount : **Rs.2,98,426.56.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

4. NIT NO. : KMC/LTG/235/WD-18/BR-II/Z-I/23-24
Name of the work : **Installation of LED flood light at Beadon Street and other places in Ward No.18.** Estimated Amount : **Rs.2,98,330.77.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

5. NIT NO. : KMC/LTG/233/WD-18/BR-II/Z-I/23-24
Name of the work : **Improvement of road side lighting system at B.K. Pal Avenue, J.M. Avenue and other places in Ward No.18.** Estimated Amount : **Rs.2,98,517.62.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **30 Days (for Sl.No. 1 to 5).**

6. NIT NO. : KMC/LTG/236/WD-20/BR-II/Z-I/23-24
Name of the work : **Temporary lighting arrangement for Puja Immersion Ghat Lighting from Nimtola Ghat to Sovabazar Ghat 2023 in Ward No.19 & 20.** Estimated Amount : **Rs.2,85,120.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **40 Days.** Last date of submission of Bid : **09.09.2023 at 12 noon (for Sl.No. 1 & 2) and 14.09.2023 at 3 p.m. (for Sl.No. 3 to 6).** The bid forms and other details are available on & from **29.08.2023 at 1 p.m. (for Sl.No. 1 & 2) and 31.08.2023 at 3 p.m. (for Sl.No.3 to 6)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 6).**

The Dy. Chief Engineer (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following work :-

NIT NO. : KMC/DYCE(PS)/VIII/69/1/23-24R (2nd Call)
Name of work : **Daily maintenance of Rose Garden at Maddox Square in Ward No.069, Br.-VIII.** Estimated Cost : **Rs.1,99,582.93.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **365 Days.** Last date and time of submission of bid : **09.09.2023 at 1 p.m.** The bid forms and other detail are available on and from **31.08.2023 at 10 a.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Director General (Electrical)/KMC invites E-Tender by two bid system for the following work :-

NIT NO. : KMC/LTG/26/INST/V/II/23-24
Name of work : **Repairing of Fan and Tube fitting (By LED Tube) at Borough-V Office Building KMC.** Estimated Amount : **Rs.1,59,401.48.** Earnest Money : **Rs.3,200.00.** Period of Completion : **10 Days.** Last date of submission of Bid : **09.09.2023 at 4 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **31.08.2023 at 4 p.m.** at **https://etender.wb.nic.in**

658 / 23-24

কোহলিয়ানার ১৫ বছর পেরিয়েও চ্যালেঞ্জের জন্য মুখিয়ে বিরাট

বেঙ্গালুরু, ২৯ আগস্টঃ ঘরের মাঠে হবে এ বারের বিশ্বকাপ। মানেই ভারতের প্রতিটি ক্রিকেটারের উপর থাকবে বাড়তি চাপ। দেশের ক্রিকেট প্রেমীদের প্রত্যাশা থাকবে তুঙ্গে। বিশ্বকাপ ট্রফি জিতুক ভারত চলবে এই প্রার্থনা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আঙিনায় ১৫ বছর পেরিয়েছেন বিরাট কোহলি। কিন্তু কোহলিয়ানার ১৫ বছর পেরিয়েও আগের মতোই কঠিন চ্যালেঞ্জের জন্য মুখিয়ে থাকেন বিরাট। এশিয়া কাপ শুরু হতে হাতে মাত্র আজকের দিনটি। যদিও ভারতের এশিয়া কাপ সফর শুরু হবে ২ সেপ্টেম্বর। এশিয়া কাপের পর রয়েছে ওডিআই বিশ্বকাপও। দুই টুর্নামেন্টেই ভারতকে চ্যাম্পিয়ন বানানোর জন্য বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে কোহলিকে। আর বিরাট সেই চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত। সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে একটি অনুষ্ঠানে বিরাট কোহলি বলেন, ‘‘আমার সামনে যে কোনও চ্যালেঞ্জই আসুক না কেন, তা সামলানোর জন্য মুখিয়ে থাকি। ১৫ বছর ক্রিকেট খেলার পরও সব সময় নতুন চ্যালেঞ্জ পেলে উত্তেজিত হয়ে পড়ি। চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা থেকে পিছিয়ে যাই না। এখনও এনকাউন্টার করা পছন্দ করি। জানি, নতুন কিছু করার চেষ্টা আমাকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে।’’ এ বছর দেশের মাটিতে যেহেতু বিশ্বকাপ, তাই প্রত্যাশার চাপ অবশ্যই রয়েছে। এ কথা বিশ্বাস করেন কোহলি। তাঁর মতে, ‘‘চাপ তো সব সময় থাকবে। ভারতের সমর্থকরা আমাদের কাছ থেকে সব সময় ট্রফির আবদার করেন। তবে এটা বলতে চাই আমার থেকে বেশি ওই ট্রফিটা আর কেউ চায় না। ভক্তদের প্রত্যাশা থাকুক, আবেগ থাকুক। তবে এটা জেনে রাখা দরকার, ক্রিকেটারদের থেকে বেশি আর কেউ ট্রফিটা চায় না।’’ জুনিয়র ও সিনিয়র দুই স্তরে কোহলি বিশ্বকাপ জয় করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে ২০০৮

সালে ভারত আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ২০১১ সালে ভারতের শেষ বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্যও ছিলেন বিরাট। মাত্র ২৩ বছরে বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পাওয়া বিরাট কোহলির অন্যতম প্রাপ্তি। তাঁর কথায়, ‘‘তখন আমার ২৩ বছর বয়স। বিশ্বকাপের মাহাত্ম্য ঠিক কতটা, তা বুঝতে সময় লেগেছে। এখন আমার বয়স ৩৪। একাধিক বিশ্বকাপে খেলেও জিততে পারিনি। তাই ২০১১ বিশ্বকাপ জয়ের অনুভূতি কেমন ছিল সেটা ভালোমতো জানি। সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে সচিন তেন্ডুলকরের জন্য। কারণ ২০১১ বিশ্বকাপ তাঁর শেষ বিশ্বকাপ ছিল। তার আগে অনেক বিশ্বকাপে খেললেও ট্রফি হাতে তুলতে পারেননি। কিন্তু মুম্বইয়ে ওনার নিজের শহরে বিশ্বকাপ জেতার অনুভূতিটাই ছিল অন্য রকম। পুরো স্বপ্নের মতো।’’ ২০১১ বিশ্বকাপের সময়েও কোহলিকে প্রত্যাশার চাপ সামলাতে হয়েছিল। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাটের কথায়, ‘‘এখনও মনে আছে সে বার আমরা এক শহর থেকে অন্য শহরে যাওয়ার সময় বিরাট চাপ অনুভব করতাম। একদিন থেকে ভালো ছিল, তখন সোশ্যাল মিডিয়ায় এত বাড়বাড়ন্ত ছিল না। থাকলে তখন সবার কাছে তা দুঃস্বপ্ন হয়ে যেত। সফরের সময় প্রত্যেক বিমানবন্দর থেকে বার্তা আসত বিশ্বকাপ জিততে হবে। সেই সময় চাপ সামলানোর দায়িত্ব ছিল দলের অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের উপর। আর যে দিন আমরা বিশ্বকাপ জিতলাম, রাতটা পুরো মায়াবী মনে হচ্ছিল।’’ এ বারের বিশ্বকাপে ২০১১ সালের পুনরাবৃত্তি কি করতে পারবে ভারত? আপাতত ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের এটাই বড় প্রশ্ন। ২৩ বছর বয়সে ভারতকে দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তরুণ কোহলি। এ বার দেখার ৩৪ বছর বয়সে অভিজ্ঞ কোহলি প্রত্যাশার চাপ সামলে তৃতীয় বার ভারতকে বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ দিতে পারেন কিনা।

বিগ ব্যাশে খেলবেন না মান্ধানা

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্টঃ ইংল্যান্ডের ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগ দ্য হান্ড্রেড টুর্নামেন্ট। মহিলাদের ক্রিকেটে অংশ নিয়েছেন ভারতের অনেক তারকাই। সবচেয়ে বড় নাম অবশ্যই স্মৃতি মান্ধানা। এ ছাড়াও ছিলেন জেমাইমা রডরিগজ, হরমনপ্রীত কৌররা। সাদার্ন ব্রেভ-এর হয়ে হান্ড্রেড টুর্নামেন্ট জিতেছেন স্মৃতি মান্ধানা। এরপরই কেরিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত

নিলেন। জাতীয় দলের হয়ে তাঁর সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স তারকা-সুলভ নয়। উদ্বোধনী উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে ক্যাপ্টেন এবং ব্যাটার হিসেবে ব্যর্থ। বাংলাদেশ সফরেও খ্যাতি অনুযায়ী পারফরম্যান্স হয়নি। ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়কও স্মৃতি। দেশের জার্সিতে খেলাকেই প্রাধান্য দিতে চান। সে কারণেই এমন সিদ্ধান্ত। টানা দ্বিতীয় বছর উইমেন্স বিগ ব্যাশ লিগ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন স্মৃতি মান্ধানা।

এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে নেই রাহুল!

নিশ্চিত করলেন দ্রাবিড়

মুম্বই, ২৯ আগস্টঃ পুরনো চোট সারিয়ে উঠতে না উঠতেই আবার চোটের কবলে। যে কারণে এশিয়া কাপের প্রথম দুটি ম্যাচে পাওয়া যাবে না লোকেশ রাহুলকে। নিশ্চিত করলেন মেন ইন ব্লু কোচ রাহুল দ্রাবিড়। রাহুলকে এশিয়া কাপের প্রথম থেকে পাওয়া যাবে না বলে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মুখ্য নির্বাচক অজিত আগরকর। মঙ্গলবার এশিয়া কাপের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে নিশ্চিত করলেন দ্রাবিড়। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এশিয়া কাপে অভিযান শুরু করবে ভারত। দ্বিতীয় ম্যাচ রয়েছে নেপালের বিরুদ্ধে। এই দুটি ম্যাচে পাওয়া যাবে না তাঁকে। অর্থাৎ এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে নেই তিনি। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে সুপার ফোর স্টেজ থেকে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। অর্থাৎ ওডিআই বিশ্বকাপের আগে নিজের ফিটনেস প্রমাণের জন্য খুব বেশি সুযোগ পাবেন না তিনি। অর্ধেক এশিয়া কাপ ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজই রাহুলের ওডিআই বিশ্বকাপের ভবিষ্য নির্ধারণ করবে। আইপিএলের সময় পায়ে চোট পেয়ে চার মাস ধরে মাঠের বাইরে ছিলেন রাহুল। সেরে ওঠার পর তাঁকে রেখেই এশিয়া কাপের দল ঘোষণা করে বিসিসিআই। যদিও দল ঘোষণার সময়েই জাতীয় নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান অজিত আগরকর জানিয়ে দেন, পুরনো চোট সেরে উঠলেও নতুন করে হালকা চোট পেয়েছেন তিনি। এশিয়া কাপ রাহুলের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট। বিশ্বকাপের আগে নিজেকে ফিট প্রমাণিত করার পাশাপাশি তিনি কতটা ফর্মে রয়েছেন সেটিও প্রমাণ করতে হবে তাঁকে। নিঃসন্দেহে ওডিআই ফরম্যাটে ভারতীয় দলের মিডল অর্ডারের নির্ভরযোগ্য ব্যাটার রাহুল। কিন্তু চোট আঘাত ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছে তাঁকে। অনুশীলনে ব্যাটিং, কিপিং করলেও

প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিকেটে ফিরতে সময় লাগছে তাঁর। রাহুলের চোটের কথা মাথায় রেখে সঞ্জু স্যামসনকে এশিয়া কাপের ব্যাপ আপ হিসেবে রাখা হয়েছিল। এই উপমহাদেশীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে উইকেটের পিছনে সঞ্জু বা ঈশান কাকে দেখা যাবে তা নিয়ে জল্পনা চলছে। বেঙ্গালুরুর আলুরে চলছিল এশিয়া কাপের জন্য ভারতীয় দলের প্রস্তুতি শিবির। মঙ্গলবার শিবিরের শেষ দিনে কোচ রাহুল দ্রাবিড় বলেন, ‘‘রাহুল বাস্তবিকই উন্নতি করছে। এশিয়া কাপের প্রথম দুটি ম্যাচে তাঁকে পাওয়া যাবে না।’’ ৩০ আগস্ট শ্রীলঙ্কা রওনা দেবে মেন ইন ব্লু-র সদস্যরা। সেই দলের সঙ্গে যাচ্ছেন না রাহুল। আপাতত এনসিএ-তে রিহ্যাব চলবে তাঁর। ৪ সেপ্টেম্বর তাঁর চোটের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হবে। ভারতীয় দল সুপার ফোর স্টেজে কোয়ালিফাই করলে তবেই এশিয়া কাপে খেলার সুযোগ পাবেন তিনি।

টেকনিকে সামান্য বদলেই সাফল্য! স্কাইকে বিশেষ পরামর্শ মঞ্জরেকরের

বেঙ্গালুরু, ২৯ আগস্টঃ গত বছর স্বপ্নের ফর্মে ছিলেন সূর্যকুমার যাদব। এ বছর হাতে গোনা কিছু ভালো ইনিংস। নতুন মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রির সব জারিজুরি যেন ধরে ফেলেছেন প্রতিপক্ষ বোলাররা। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে নিজের দিনে ভয়ঙ্কর ব্যাটার স্কাই। একাই ম্যাচের রং বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। ওভার বাড়লেই যেন সমস্যা হয় তাঁর! ওয়ান ডে ক্রিকেটে ইনিংসের শুরুটা ভালো হয়। ফিনিশিংয়ের দিক থেকে বারবার সমস্যায় পড়েন সূর্য। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ। তার আগে এশিয়া কাপে ভালো পারফর্ম করতেই হবে। না হলে বিশ্বকাপের স্কোয়াড থেকে বাদ পড়তে হতে পারে স্কাইকেই। দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা ধারাভাষ্যকার সঞ্জয় মঞ্জরেকর বিশেষ পরামর্শ দিলেন সূর্যকে। টেকনিকে সামান্য বদলেই মিলতে পারে সাফল্য। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে বিশ্বের এক নম্বর ক্রিকেটার সূর্য। ওয়ান ডে-তে দেশের হয়ে ২৬টি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন। ব্যাটিং গড় মাত্র ২৪.৩৩। স্ট্রাইকরেট একশোর চেয়ে সামান্য বেশি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজে তাঁর স্কোর ১৯, ২৪, ৩৫। গত মার্চে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজে

রানের খাতাই খুলতে পারেননি। অতি আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের কারণেই কি ডুবছেন সূর্য? সঞ্জয় মঞ্জরেকর মনে করছেন, ওডিআইতে সাফল্য পেতে হলে, রক্ষণে জোর দিতে হবে স্কাইকে। এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপের সম্প্রচারকারী চ্যানেল স্টার স্পোর্টসে সঞ্জয় মঞ্জরেকর বলেন, ‘‘সূর্যকুমার খুবই সৎ ক্রিকেটার। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টানা তিন ম্যাচে শূন্যর পরও দলে ফিরতে পারাটা ওর কাছে দারুণ ব্যাপার। তবে একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে। রক্ষণের দিকে ফোকাস করা উচিত ওর। ৫০ ওভারের ফরম্যাটে ২-৩ জন আউট হওয়ার পর ওকে নামতে হচ্ছে। সে সময় ইনিংস গড়ার দিকেও মনোযোগী হতে হবে। ক্রিজে টিকে থাকলে বড় ইনিংস খেলতে পারবে স্কাই। তেমনই জমিঘেসা শটের বিষয়েও দক্ষতা বাড়াতে হবে। প্রয়োজনে গ্যাপে ঠেলে সিঙ্গল, ডাবলস নিতে হবে। এই বিষয়টায় ও নিশ্চয়ই বিরাট কোহলিকে দেখে শিখে থাকবে। বিরাটের ৬০-৭০ শতাংশ রানই আসে সিঙ্গলস-ডাবলসে। ওয়ান ডে মানে শুধু চার-ছয় মারা নয়।’’ এশিয়া কাপের স্কোয়াডে শ্রেয়স আইয়ার এবং লোকেশ রাহুলও রয়েছেন। সঙ্গে ঈশান কিষাণ এবং স্ট্যান্ড বাইতে সঞ্জু স্যামসন। এশিয়া কাপে সূর্য ব্যর্থ হলে সঞ্জু মিডল অর্ডারের জন্য বিশ্বকাপের স্কোয়াডে ঢুকে পড়তে পারেন।

ইউএস ওপেনে দারুণ কামব্যাক নোভাক জকোভিচের, ফিরে পেলেন ১ নম্বর ব্যাঙ্কিং

নিউইয়র্ক, ২৯ আগস্টঃ প্রত্যাশামতোই শুরু হল ইউএস ওপেন ২০২৩। বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্লামের প্রথম দিনে হতাশ করলেন না টুর্নামেন্টের শীর্ষ বাছাইরা। ঘটল না কোনও অঘটন। আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে প্রথম রাউন্ডের বাধা পার করলেন নোভাক জকোভিচ, স্টেফানোস সিসিপাস, ফ্রিজ, ইগা স্বোয়াতেক, কোকো গাফ, এলিনা রিবাকিনারা। সম্প্রতি সিনসিনাটি ওপেনে এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড়ের জায়গা ফিরে পাবেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে মেয়েদের বিভাগে নজরে রয়েছেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইগা স্বোয়াতেক এবং কোকো গাফের দিকে। এক নম্বর মহিলা টেনিস খেলোয়াড় ইগা প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছিলেন অবাছাই রেবেকা পিটারসনকে। সদ্য মন্ট্রিয়ল এবং সিনসিনাটি ওপেনের সেমিফাইনাল থেকে

জয়ী নোভাক জকোভিচ দারুণ ছন্দে রয়েছেন। কোভিড ভ্যাকসিন নিয়ে টানাপোড়েনের পর চলতি বছরে নিউইয়র্কে ফিরলেন নোভাক। ফ্রান্সের আলেজান্দ্রে মুলারের বিরুদ্ধে তিন সেটের ম্যাচ জিতলেন ৬-০, ৬-২, ৬-২ দাপটের সঙ্গে। স্কোরলাইনে বোঝা যাচ্ছে কী দুর্দান্ত ফর্ম নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে কামব্যাক করেছেন তিনি। সিনসিনাটি ওপেনের ফাইনালে হারিয়ে দিয়েছিলেন ইউএস ওপেনের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজকে। এদিন আলেজান্দ্রের বিরুদ্ধে প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ জিতেই আলকারাজের কাছ থেকে এক নম্বরের সিংহাসন ছিনিয়ে নিয়েছেন জকোভিচ। আনুষ্ঠানিকভাবে ১১ সেপ্টেম্বর র‌্যাঙ্কিং ঘোষণার মাধ্যমে বিদায় নিতে হয়েছে ইগাকে। পিটারসেনের বিরুদ্ধে ৬-০, ৬-১ ব্যবধানে জিতেছেন তিনি। মন্ট্রিয়ল এবং সিনসিনাটি ওপেনে জোড়া হারের পর ইউএস ওপেনের প্রথম রাউন্ডে দাপুটে জয় ইগার। স্থানীয় ফেভারিট কোকো গাফ দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন কোয়ালিফায়ার জিতে আসা জার্মান টেনিস খেলোয়াড় লরা সিগমুন্ডের বিরুদ্ধে। ১৭ বছরের কোকো প্রথম সেটে পিছিয়ে পড়েছিলেন। কোকো গাফের পক্ষে ফাইনাল স্কোর ৩-৬, ৬-২, ৬-২। কানাডিয়ান খেলোয়াড় মিলোস রাওনিকের বিরুদ্ধে ৬-২, ৬-৩, ৬-৪ সেটে জিতেছে স্টোফানোর সিসিপাস। স্থানীয় ফেভারিটদের মধ্যে দ্বিতীয় রাউন্ডে এগিয়েছেন টেলর ফ্রিজ, ফ্রান্সিস টিয়াফো।

এমএলএসের নিয়ম ভাঙায় শাস্তি পেতে পারেন মেসি

ফ্লোরিডা, ২৯ আগস্টঃ লিগস কাপের শিরোপা জয়, ইউএস ওপেন কাপের ফাইনালে ওঠার পর মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) অভিষেক ম্যাচেও জয় পেয়েছেন লিওনেল মেসি। একই সঙ্গে এমএলএসের অভিষেকটা গোলে রাঙিয়েছেন আর্জেন্টাইন তারকা। যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে সময়টা দারুণ কাটছে মেসির। মাঠে ও মাঠের বাইরে তিনি সুখেই আছেন। তবে মেসির এই আনন্দে কিছুটা ছন্দপতন ঘটাতে পারে শাস্তি। এমএলএস অভিষেকে নিউইয়র্ক রেড বুলসের বিপক্ষে জয়ের ম্যাচে লিগের একটি নিয়ম ভেঙেছেন মেসি। এর কারণে শাস্তি পেতে পারেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী দলের অধিনায়ক। রেড বুলসের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে মেসি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেননি। ম্যাচ শেষ হওয়ার পর সতীর্থদের সঙ্গে উদযাপন করে মাঠ থেকে চলে যান তিনি। সংবাদ সংস্থা এপির খবর অনুযায়ী সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার জন্য তাঁকে যখন ডাকা হয়, ইন্টার মায়ামির মুখপাত্র মলি

ড্রেসকা কর্তৃপক্ষকে জানান, সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার জন্য মেসি নেই! এমএলএসের নিয়ম অনুযায়ী ম্যাচ শেষে সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য সব খেলোয়াড়কেই তৈরি থাকতে হবে। সংবাদমাধ্যম যাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইবে, তাঁরই কথা বলতে হবে। রেড বুলসের বিপক্ষে ম্যাচের আগে এমএলএসের মিডিয়া কমিটির সভাপতি ড্যান কোর্টমানচে ইন্টার মায়ামির কর্তৃপক্ষকে জানান, মেসিসহ সব খেলোয়াড়ই যেন ম্যাচ-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনের জন্য তৈরি থাকেন। নিয়ম ভাঙায় মেসির কী শাস্তি হতে পারে বা আদৌ কোনও শাস্তি হবে কি না, সেটা অবশ্য এখনো জানায়নি এমএলএসে কর্তৃপক্ষ।

বোর্ডের সঙ্গে সংঘাতের মাঝে বাবরদের জার্সি-বদল!

লাহোর, ২৯ আগস্টঃ চুক্তি নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে ঠান্ডা লড়াই চলছে বাবর আজমদের। পিসিবি-র তরফে এমন অনেক শর্ত দেওয়া হয়েছে, যা মনে ধরেনি বাবর আজম-শাহিন আফ্রিদির মতো সিনিয়র ক্রিকেটারদের। সব ভুলে আপাতত বাবরদের ফোকাস ক্রিকেটেই। এ বারের এশিয়া কাপের আয়োজক পাকিস্তান। প্রথম ম্যাচ পাকিস্তানেই। যদিও টুর্নামেন্ট হবে হাইব্রিড মডেলে। এশিয়া কাপের বেশির ভাগ ম্যাচই শ্রীলঙ্কায়। ঘরের মাঠে এশিয়া কাপ অভিযান শুরুর আগে বাবর আজমদের জার্সি বদল। এশিয়া কাপ এবং ভারতের মাটিতে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। দুটি বড় টুর্নামেন্ট রয়েছে। ওয়ান ডে ফরম্যাটে বিশ্বের এক নম্বর দল হিসেবে এশিয়া কাপে নামছে পাকিস্তান। বড় দুটি টুর্নামেন্টের আগে নতুন জার্সি উন্মোচন হল পাকিস্তানের। লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামে একটি অনুষ্ঠানে এই জার্সি উন্মোচন হয়। উপস্থিত ছিলেন পিসিবি ক্রিকেট ম্যানেজমেন্ট কমিটির প্রধান জাকা আশরফ। এশিয়া কাপ শুরু হচ্ছে বুধবার। আইসিসি ক্রমতালিকায় এক নম্বর দল হিসেবে নামছে বাবর আজমের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান। তার আগে নতুন জার্সি

প্রসঙ্গে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, এই ‘স্টার নেশন জার্সি’ মূলত সে দেশের ক্রিকেট নায়ক এবং সমর্থকদের মৈত্রীবন্ধন। গদ্দাফি স্টেডিয়ামে জার্সি উন্মোচন করেন জাকা আশরফ। নতুন জার্সি প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘স্টার নেশন জার্সি আমাদের ক্রিকেটার এবং একনিষ্ঠ সমর্থকদের সংযোগের চিহ্ন। আমাদের ক্রিকেট ঐতিহ্য বহন করছে এই নতুন জার্সি।’’ এশিয়া কাপের উদ্বোধনী ম্যাচে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ নেপাল। মুলতানে হবে ম্যাচটি। সদ্য আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ জিতেছে পাকিস্তান। স্বাভাবিক ভাবেই বাড়তি আত্মবিশ্বাস নিয়ে এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করবেন বাবররা।

রুবিয়ালেসকে সরে যেতে বলছেন স্প্যানিশ ফুটবলের আঞ্চলিক কর্তারাও

প্যারিস, ২৯ আগস্টঃ মহিলা বিশ্বকাপ ফাইনালের পর চুমু-কাণ্ডে জড়িয়ে পড়া সভাপতি লুইস রুবিয়ালেসকে অনতিবিলম্বে পদত্যাগ করতে বলেছেন স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের আঞ্চলিক নেতারা। গতকাল সোমবার এক জরুরি বৈঠকের পর দেওয়া এক বিবৃতিতে রুবিয়ালেসকে এই অনুরোধ জানানো হয়। অস্ট্রেলিয়ায় বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেন জেতার পর দলটির খেলোয়াড় হেনি হেরমোসোকে ঠোঁটে চুমু খান ৪৬ বছর বয়সী রুবিয়ালেস। তবে সেই চুমু তাঁর অনুমতিতে হয়নি বলে জানিয়েছেন হেরমোসো। এর পর থেকেই রুবিয়ালেসকে ঘিরে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। রুবিয়ালেসকে ৯০ দিনের জন্য নিষিদ্ধও করে ফিফা। যদিও পদত্যাগ না করার ঘোষণা করে রুবিয়ালেস বলেছেন, ‘‘হেরমোসোকে তাঁর চুমুর ব্যাপারটি পারস্পরিক সম্মতিক্রমেই হয়েছে।’’ তবে রুবিয়ালেসকে ফিফা নিষিদ্ধ করার পর এক জরুরি বৈঠক করেন স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের (আরএফইএফ-রয়্যাল স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন) আঞ্চলিক সভাপতিরা। এরপর সংগঠনটির দেওয়া এক বিবৃতিতে রুবিয়ালেসকে পদত্যাগের আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, ‘সাম্প্রতিক ঘটনাবলি এবং স্প্যানিশ ফুটবলের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ণ করার যে অগ্রহণযোগ্য আচরণ, এরপর (আঞ্চলিক) সভাপতিরা লুইস রুবিয়ালেসকে অনতিবিলম্বে আরএফইএফের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করতে অনুরোধ করছে।’ অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান পেদ্রো রোচাকে সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন জানানোর সঙ্গে ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় পুরোপুরি পরিবর্তনের দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘স্প্যানিশ ফুটবলের ব্যবস্থাপনায় নতুন পথ আনতে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে

ফেডারেশনের কৌশলগত পদে আসন্ন ও গভীর পরিবর্তনের দাবি জানাই।’ এর আগে রুবিয়ালেসের বিপক্ষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হেরমোসো বিবৃতি দেওয়ার পর তাঁর বিপক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিয়েছিল স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন। যদিও ফিফা রুবিয়ালেসকে নিষিদ্ধ করার পর তাঁকে ও ফেডারেশনকে জানায়, হেরমোসোর সঙ্গে যাতে যোগাযোগের চেষ্টা না করা হয়। এদিকে রুবিয়ালেসের ওই কাণ্ড যৌন হয়রানির মতো অপরাধের পর্যায়ে পড়ে কি না, সে ব্যাপারে প্রাথমিক তদন্তও শুরু হয়েছে। স্পেনের শীর্ষ ফৌজদারি আদালতের পক্ষে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, হেরমোসোর বিবৃতি অনুযায়ী এর আইনি তাৎপর্য নির্ধারণ করাটা জরুরি। হেরমোসো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বলেছিলেন, ‘আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই, লুইস রুবিয়ালেস তাঁর বক্তব্যে যা যা দাবি করেছেন, বিশেষ করে, সম্মতিসূচক চুমুর ব্যাপারটি-তাঁর সঙ্গে এমন কোনও কথাবার্তাই হয়নি। এগুলো মিথ্যা এবং নিজের সুবিধার জন্য কাউকে নিয়ন্ত্রণ করার যে সংস্কৃতি তিনি গড়ে তুলেছেন, সেটারই অংশ।’ স্পেনের আদালতের বিবৃতিতে বলা হয়, কৌঁসুলিরা ঘটনার সত্য অনুসন্ধানে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছেন, যৌন নিপীড়নের কোনও ঘটনা ঘটেছে কি না, সেটা নিশ্চিত হতে। তবে আইনি পদক্ষেপ নিতে হেরমোসো বা তাঁর প্রতিনিধির কাউকে যে মামলা করতে বা অভিযোগ করতে হবে, সেটিও মনে করে দেওয়া হয়েছে সে বিবৃতিতে। এদিকে রুবিয়ালেসকে ফিফা নিষিদ্ধ করার পর ছেলের সমর্থনে গতকাল থেকে অনশনে নেমেছেন তাঁর মা আনহেলেস বেহার। সংবাদ সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর মত্রিলের দিভাইনা পাস্তোরা গির্জায় নিজেকে আটকে রেখে অনশনের মাধ্যমে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু করেন। গির্জার বাইরে রুবিয়ালেসের পরিবারের এক সদস্য সংবাদকর্মীদের জানিয়েছেন, মহিলা বিশ্বকাপ ফাইনালের বিজয়মঞ্চে আসলে কী ঘটেছিল, সে সম্পর্কে হেনি হেরমোসো ‘সত্যি’ না বলা পর্যন্ত আনহেলেস বেহার এই প্রতিবাদ চালিয়ে যাবেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্লাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013

Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501